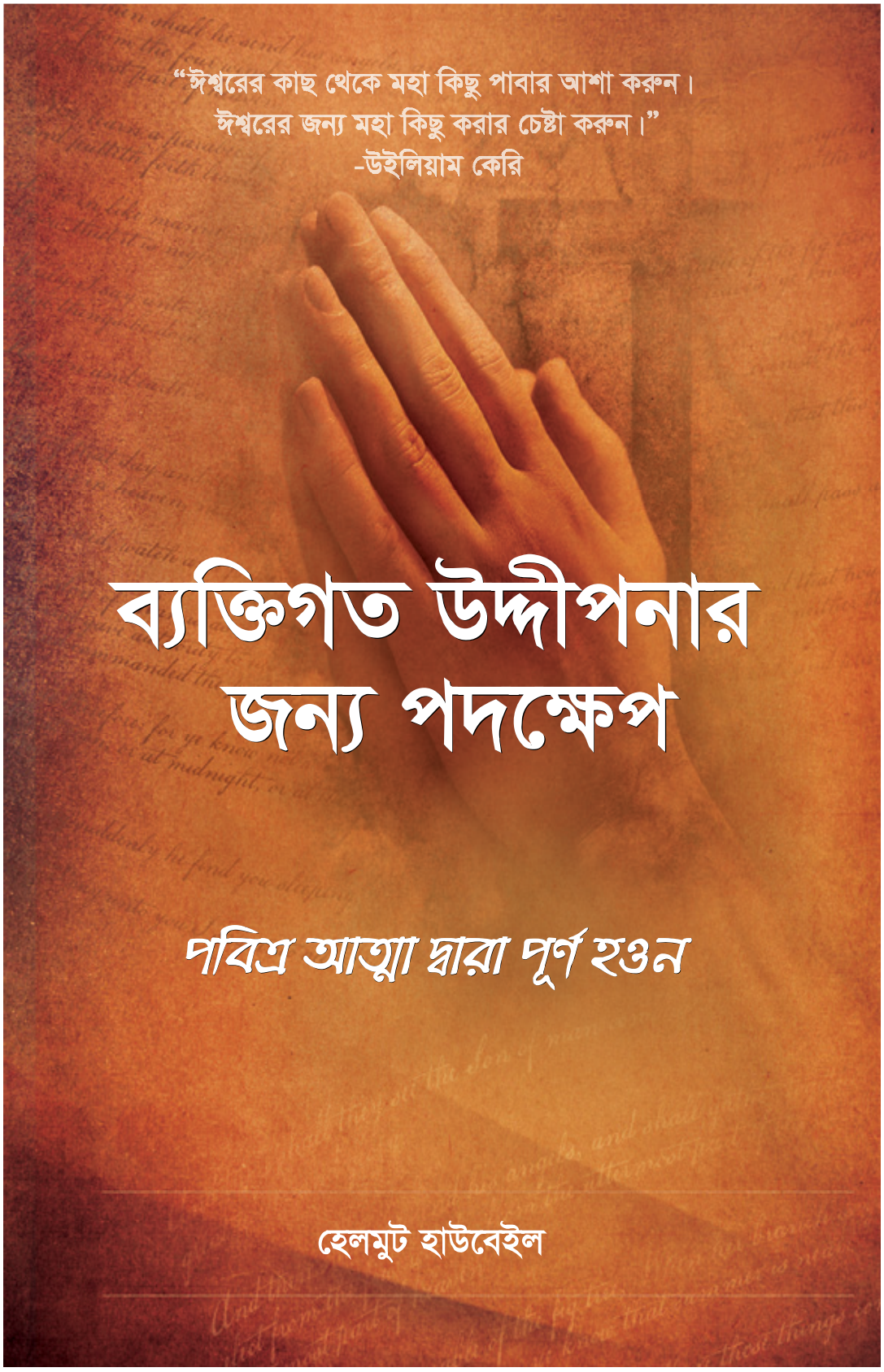

"ঈশ্বরের কাছ থেকে মহা কিছু পাবার আশা করুন।
ঈশ্বরের জন্য মহা কিছু করার চেষ্টা করুন।"
-উইলিয়াম কেরি

ব্যক্তিগত উদ্দীপনার জন্য পদক্ষেপ

পবিত্র আত্মা দ্বারা পূর্ণ হওন

হেলমুট হাউবেইল

ব্যক্তিগত
উদ্দিপনার ধাপসমূহ

হেলমুট হাউবেইল একজন ব্যবসায়ী লোক এবং পুরোহিত। একটা জাহাজ কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসাবে কৃতকার্যতার সঙ্গে কাজ করার পরে, তিনি ৩৭ বছর বয়সে ঈশ্বরের সেবা কাজ করতে সাড়া প্রদান করেন এবং পুরোহিত হিসাবে ১৬ বছর মণ্ডলীর পরিচর্যা কাজ করেন। তৎপরে তিনি বাগ আইব্লিং, জার্মানীতে অ্যাড্ভেন্টিস্ট নার্সিং হোমের পরিচালক হিসাবে কাজ করেন। তিনি "মিশনব্রিফ" (জার্মানী ভাষায় মিশন পত্রিকা) এর প্রতিষ্ঠাতা এবং এডিটর এবং অবসর নেবার পর থেকে লক্ষনীয় ভাবে মিশন কার্য বৃদ্ধিকল্পে মধ্য এশিয়া ও ইন্ডিয়াতে কাজ করেছেন।

"যেহেতুক এর মধ্য দিয়ে আমরা শক্তিপ্রাপ্ত হই তাহলে কেন আমরা আত্মা বরের নিমিত্ত ক্ষুদিত ও পিপাসিত হই না, কেন আমরা এ বিষয়ে কথা বলি না, এর জন্য প্রার্থনা করি না, কেন এই বিষয়ে প্রচার করি না?"

Ellen G. White, Testimonies for the Church, Vol 8, P. 22

ASI Board Members 2017 March-2019 March

ব্যক্তিগত উদ্দীপনার জন্য পদক্ষেপ

ইংরেজি সংস্করণ	:	**‘STEPS TO PERSONAL REVIVAL’**
বাংলা সংস্করণ	:	**ব্যক্তিগত উদ্দীপনার জন্য পদক্ষেপ** **১০০০ কপি, ২০২০**
বাংলা অনুবাদ	:	সমীর সমদ্দার, পবন রিছিল
বাংলা সম্পাদনা	:	সমীর সমদ্দার
গ্রাফিক্স ডিজাইন ও প্রচ্ছদ	:	জিতু পাণ্ডে
সার্বিক সহযোগিতা	:	লাকী এলিজাবেথ গমেজ
প্রকাশক	:	Adventist-Laymen’s Services & Industries, BAUM
মুদ্রাকর	:	মিসেস সুইটি রিছিল, পক্ষে বাংলাদেশ অ্যাড্ভেন্টিষ্ট প্রেস এ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস ১৪৯, শাহ আলী বাগ, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।
মুদ্রণ	:	ডট প্রিন্টার্স, ৯৪ আরমবাগ, মতিঝিল, ঢাকা।

ব্যক্তিগত উদ্দীপনার জন্য পদক্ষেপ

পবিত্র আত্মা দ্বারা পূর্ণ হওন

হেলমুট হাউবেইল

সূচীপত্র

ভূমিকা:

ব্যক্তিগত উদ্দীপনার জন্য পদক্ষেপ ১১

১ম অধ্যায়:

যীশুর মহামূল্যবান উপহার ২১

২য় অধ্যায়:

আমাদের সমস্যার মূল কি? ৩৫

৩য় অধ্যায়:

আমাদের সমস্যা, সেগুলো কি সমাধানযোগ্য-কিভাবে? ৬৭

৪র্থ অধ্যায়:

কি ধরণের পার্থক্য আমরা আশা করতে পারি? ৮৮

৫ম অধ্যায়:

ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার জন্য সমাধান ১১৫

৬ষ্ঠ অধ্যায়:

আমাদের সামনে কি ধরণের অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করছে? ১৩৪

৭ম অধ্যায়:

আগ্রহ এবং সহভাগ করা ১৪৯

ব্যক্তিগত উদ্দীপনার পদক্ষেপ বইটি উৎসর্গ করা হল

ব্যক্তিগত পুনর্জাগরণের পদক্ষেপ বইটি বাংলাদেশ অ্যাড্ভেন্টিস্ট ইউনিয়ন মিশনের প্রেসিডেন্ট ড. মাইয়ুন জু লিকে উৎসর্গ করা হল।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ড. মাইয়ুন জু লি হচ্ছেন অ্যাড্ভেন্টিস্ট লে সার্ভিসেস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ASI) এর ঢাকা চ্যাপ্টার গঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক, উদ্যোক্তা ও সংগঠক; এসএসডির (SSD) এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের এএসআই এর সাবেক দুই পেসিডেন্ট এল্ডার ডেভিড টান এবং এল্ডার প্যাট্রিক চো এর পরামর্শ ও সমর্থনে ডা. এম. জে. লি ১৫ মার্চ ২০১৩ সালে ঢাকা চ্যাপ্টারের কার্যক্রম শুরু করেন।

আশা করি ব্যক্তিগত পুনর্জাগরণের জন্য এই বইটি মণ্ডলীর নেতৃবৃন্দের জন্য বিশেষ সহায়ক হবে। সুতরাং, ঈশ্বরের পরিচর্যা কাজ যেন সমগ্র বাংলাদেশে, বিশেষ করে আমাদের দেশে যে সব অঞ্চলে বাংলাভাষা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এই সব এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে পারে সেই প্রার্থনা করি।

পবন রিচিল, প্রেসিডেন্ট
এ এস আই, BAUM
(২০১৭-২০১৯ মার্চ)

খ্রীষ্টেতে সম্মানিত ভাই ও বোন,

অ্যাড্ভেন্টিস্ট লেম্যানস সার্ভিসেস্ অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এ. এস. আই) বিভাগ থেকে আপনাদের জানাই খ্রীষ্টিয় অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। দীর্ঘ দিনের প্রত্যাশা হেলমুট হাউবেইল এর লিখিত *"Steps to Personal Revival"* (ব্যক্তিগত উদ্দীপনার জন্য পদক্ষেপ) বইটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে আপনাদের হাতে দিতে পারছি। এর জন্য পিতা ঈশ্বরকে জানাই ধন্যবাদ।

এই বইটির পিছনে যারা শ্রম দিয়েছেন, তারা হলেন সমীর সমদ্দার, এল্ডার পবন রিচিল, লাকী এলিজাবেথ গমেজ, পা. রুবেন কিস্কু, প্রভাতী বৈদ্য, পা. দানিয়েল ফলিয়া এবং ২০১৭ মার্চ থেকে ২০১৯ মার্চ মেয়াদের এ এস আই বোর্ড মেম্বারস্ (প্রেসিডেন্ট- এল্ডার পবন রিচিল, ভাইস প্রেসিডেন্ট- এল্ডার অমর মৃধা, ট্রেজারার- ডোনাল্ড বাপ্পি দাশ, কোর্ডিনেটর- পা. দানিয়েল ফলিয়া, মেম্বারগণ হলো- কাজল অধিকারী, স্বপন রিচিল, মিঠুন অধিকারী)। এই বইটি ছাপানোর জন্য BAUM ASI New Start Fund এবং এল্ডার পবন রিচিল এর ফান্ড রেইজিং এর মাধ্যমে সকল খরচ বহণ করা হয়েছে। উল্লিখিত সকলকে বিনম্র চিত্তে কৃতজ্ঞতা জানাই।

সম্মানিত পাঠক/পাঠিকা, এই বইটি পাঠ করার মাধ্যমে আপনি ব্যক্তিগত ভাবে নতুন করে প্রভুকে জানতে ও তাঁর সাথে সুসম্পর্ক গঠন করতে সক্ষম হবেন। "পরাক্রম দ্বারা নয়, বল দ্বারাও নয়, কিন্তু আমার আত্মা দ্বারা, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন।" সখরিয় ৪:৬। প্রভুর শক্তিতে আমরা সকলি করিতে পারি, এ প্রেক্ষিতে আমরা সকলে তাঁর কাজ এগিয়ে নেবার জন্য সময়, তালন্ত, অর্থ, প্রার্থনা উৎসর্গ করি।

আসুন, এই বইটি পাঠ করার মধ্য দিয়ে আমাদের দুর্বলতাকে ফেলে দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে নতুন বন্ধন সৃষ্টি করি এবং জীবনে আধ্যাত্মিক, মানসিক, ও আর্থিক দিক থেকে বলিষ্ঠ ও সমৃদ্ধি লাভ করি। ঈশ্বর আমাদের খ্রীষ্টিয় জীবনকে প্রচুর আশীর্বাদ ও শান্তি দান করুক।

পা. দানিয়েল ফলিয়া
এ এস আই কোর্ডিনেটর
বাংলাদেশ অ্যাড্ভেন্টিস্ট ইউনিয়ন মিশন

প্রিয় বন্ধু ও পাঠকবৃন্দ,

ইউক্রেন, হাঙ্গেরি, বেলজিয়াম সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এএসআই (ASI) এর সভায় উদ্দীপনামূলক বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমাকে প্রায়ই আমন্ত্রণ জানানো হয়। আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই যে, আমাদের ত্রাণকর্তা তাঁর মণ্ডলীর পুনর্জাগরণের জন্য খুবই আগ্রহী। এই বার্তা মহা অগ্রগতি সাধণ করছে। *"ব্যক্তিগত উদ্দীপনার পদক্ষেপ"* বইটি ইতোমধ্যে ৩৫টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং আরও ১০টি ভাষায় অনুবাদের কাজ চলছে। আর এর মুদ্রণ সংখ্যা ৭৮০,০০০ কপি ছাড়িয়ে গেছে।

এছাড়া নতুন নতুন আরও অনেক প্রচেষ্টা চলছে:

পতুর্গিজ ইউনিয়ন তাদের দশ দিন ব্যাপি প্রার্থনার সময় ৫ই জানুয়ারি প্রত্যেক পরিবারকে একটি করে বই বিনামূল্যে দেওয়ার প্রকল্প গ্রহণ করেছে। মোঙ্গোলিয়ান মিশনের ৩০০০ সভ্য-সভ্যা রয়েছে কিন্তু তারা ৫০০০ টি বই ছাপিয়েছে, যেন মণ্ডলীতে নতুন আসা সভ্য-সভ্যাদের মাঝেও এই বার্তা ছড়িয়ে দিতে পারে। কোরিয়ান ইউনিয়ন প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে প্রত্যেক পরিচালক-পরিচালিকা ও পুরোহিতের জন্য বিনামূল্যে বইটি সরবরাহ করেছে। চাইনিজ ইউনিয়ন সহজ সরল ভাষায় ও ঐতিহ্যবাহী চৈনিক ভাষায় প্রকাশ করেছে এবং পা. ডিউইট নেলসনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে যেন তিনি মণ্ডলীর পরিচালকদের শিক্ষা দেন যে কিভাবে পবিত্র আত্মার মাধ্যমে বাপ্তিস্ম দিতে হয়। এ বিষয়ে তার সাক্ষ্য ও বক্তৃতাগুলো www.steps-to-personal-revival.info এই ঠিকানায় গিয়ে আপনি পড়তে বা শুনতে পারেন। তারা ডিজিটাল পদ্ধতিতেও জোরালোভাবে বইয়ের বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছে।

ইউরো এশিয়া ডিভিশন এই বইটি পিডিএফ আকারে সব এসডিএ-পিসি কে পাঠিয়েছেন এবং বইটির চাহিদাপত্র তৈরির অনুরোধ জানিয়েছেন। তানজানিয়ান ইউনিয়ন বইটির ২০,০০০ কপি ছাপাবে এবং পুস্তক বিক্রেতাদের মাধ্যমে বইটি দেশের আনাচে-কানাচে বিতরণ করবে। আমেরিকার একটি পাব্লিশিং হাউজ ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসেই ৯৪৫৫ কপি বিক্রি করেছে।

মণ্ডলীর নেতৃবৃন্দ যখন সর্বাত্মকভাবে বইটির বার্তা নিয়ে কাজ করবেন তখনই এর বার্তা বহুগুণে বেড়ে যাবে। আমি শেষ ইংরেজি সংস্করণটি সংযুক্ত করছি। সেখানে নেতৃবৃন্দের জন্য লেখা অংশে আপনি আরও বেশি বিষয়ে পড়তে পারবেন: ফলাফল বহুগুণে বৃদ্ধি। ৭ম অধ্যায়টি কিছু আভাস দেয় যে, সমাজে কিভাবে পবিত্র আত্মায় জীবন যাপন করার জন্য আগ্রহ বাড়িয়ে তোলা যায়, এবং বার্তার মাধ্যমে কিভাবে এ কথা অপরকে জানানো যায়।

এই বইটি জেনারেল কনফারেন্সের নিচের ওয়েবসাইট থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যায়: রিভাইভাল অ্যান্ড রিফরমেশন; ইয়ুথ, ওমেন মিনিস্ট্রিজ, টিএমআইও এই বইটি প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।

কখনোই আমার বই লেখার অভিপ্রায় ছিল না। আমাদের প্রিয় প্রভু কয়েকটি ধর্মোপদেশের মাধ্যমে বইটির সমন্বয় করতে সাহায্য করেছেন। সুইজারল্যাণ্ডের জার্মান-সুইস কনফারেন্স একটি অনুরোধ জানালেন, "যদি বলেন তাহলে এই ধর্মোপদেশগুলো থেকে কি একটি বই করা যায়" আর তারাই এ কাজটি করেছে। আমাদের মহান ঈশ্বর অনেক অলৌকিক কাজ করেছেন। জার্মান ও ইংরেজি ভাষায় অডিও তৈরি করেছে, জার্মান ও ইংরেজি ভাষায় ই-বুক করেছে, এছাড়া অনেক ভাষায় অনুবাদ করেছে; এবং এন্ড্রুজ ইউনিভার্সিটির পা. ডিওয়াইট নেলসন ইংরেজি ও জার্মান ভাষায় ভাষায় অডিও তৈরি করেছেন। আর এই সব অগ্রগতিই আমাদের ত্রাণকর্তার মাধ্যমে হয়েছে, এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনি www.steps-to-personal-revival.infoএই ওয়েবসাইট থেকে পড়তে পারেন। এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি তথ্যগুলো ডাউনলোড করে সংরক্ষণ করেও রাখতে পারেন আবার ৩৫টি ভাষার (আরও ১৫টি ভাষায় অনুবাদের কাজ চলছে) মধ্যে যে কোনো ভাষা নির্দিষ্ট করে আপনার বন্ধু-বান্ধবদের কাছে পাঠাতেও পারেন। যতদূর সম্ভব এ পর্যন্ত বইটি প্রায় ৮৬০,০০০ কপি মুদ্রণ হয়েছে।

পূর্ব আফ্রিকার রুয়াণ্ডা ইউনিয়ন ২০১৬ সালে টিএমআই (TMI) এর ব্যাপক প্রশংসা করেছে। ঐ বছরে আশ্চর্যজনকভাবে ১১০,০০০ জন লোক বাপ্তিস্ম নিয়েছে। তারা পরবর্তী সময়ে বাপ্তিস্মের পুরষ্কার হিসেবে রুয়াণ্ডার ভাষায় একটি করে বই উপহার পেয়েছে নেতৃবৃন্দ, পুরোহিতেরা,

প্রাচীনবর্গ ও প্রধান প্রধান লোকেরা)। মিনিস্ট্রিয়াল সেক্রেটারি ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লিখেছেন যে, এই বইয়ের কারণে নতুন বাপ্তিস্ম নেওয়া ৯০ শতাংশ লোকই উত্তম ভিত্তি পেয়েছে।

প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আমরা সাধারণত বইটি সবার আগে মণ্ডলীর নেতৃবৃন্দের কাছে বিতরণের জন্য প্রাধান্য দেই। ইউরো-এশিয়া ডিভিশন (মস্কো) এই কাজটিই করেছে। আর দ্বিতীয় পদক্ষেপ হল আরও বেশি বেশি করে বইটি মুদ্রণ করা এবং প্রত্যেক পাবলিশিং সেন্টারে পাঠানো। তৃতীয় পদক্ষেপ হল: তারা যেন এই বইয়ের মাধ্যমে অর্জিত প্রতিটি অভিজ্ঞতা তাদের মাণ্ডলিক ইতিহাসে নিয়ে আসে।

চাইনিজ ইউনিয়ন (এল্ডার ফোলকেনবার্গ): তারা বইটি সহজ সরল ভাষায় ও চিনের ঐতিহ্যবাহী ভাষায় অনুবাদ করেছে এবং পা. ডিওয়াইট নেলসনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন যেন তিনি নেতৃবৃন্দকে পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্মের বিষয়ে নির্দেশনা দেন।

অন্যান্য অনেক চমকপ্রদ তথ্যের মধ্যে কিছু হল, বুরুণ্ডি ইউনিয়ন বলেছে যে, এই বইটির কারণে তারা ৩২০ জন প্রাক্তন সভ্য-সভ্যা, যারা মণ্ডলী থেকে চলে গিয়েছিল তাদের পুনরায় বাপ্তিস্ম দিতে সক্ষম হয়েছে।

আসাম ও গারো ভাষায় "স্টেপস টু পারসোনাল রিভাইভাল বইটি অনুবাদ ও বিতরণের জন্য আপনাদের আগ্রহের কারণে আমি খুবই খুশি। আপনাদের যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা এডোবি (ADOBE Indesign) এর মাধ্যমে বইটি পাঠাতে রাজি আছি। বইটি ভারতের তেলেগু, ওড়িষ্যা, মিজো, উর্দু, হিন্দি সহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে, এছাড়া শ্রীলংকার সিংহলি ও তামিল ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে।

বিশেষ আশীর্বাদের বিষয় হল বাংলাদেশ ইউনিয়ন মিশনের (BAUM) তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশি জনগণের জন্য বাংলা ভাষায় অনুবাদের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে এবং বাংলাদেশ ও ভারতের অন্যতম বৃহত্তম শহর কলকাতা সহ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের মধ্যে বিতরণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

আমি মণ্ডলীর নেতৃবৃন্দ ও সভ্য-সভ্যাদের জন্য প্রার্থনা করি যেন তারা তাঁর শক্তিতে শক্তিমন্ত করা তাঁর বার্তার সদ্ব্যবহার করতে পারে।

আপনাদের প্রত্যেককে অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

আমাদের প্রভু নিজে এই আদেশ করেছেন

পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে অবিরতভাবে ও বারংবার নিজেকে নবায়িত কর!

ভূমিকা

ব্যক্তিগত উদ্দীপনার জন্য পদক্ষেপ

পবিত্র আত্মা দ্বারা পূর্ণ হওন

২০১১ সালের আগস্টের ১৪ তারিখ আমি যখন সুইজারল্যাণ্ডের বার্নিস উচ্চভূমির কান্ডারগ্রাউন্ডে ছিলাম তখন একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল। আমি আত্মিক যুক্তি উপলব্ধি করতে পারলাম যে, কেন আমাদের যৌবনের অংশ হারাচ্ছি। আমি খুবই মর্মাহত হলাম। আমি আমার সন্তান-সন্ততি ও নাতি-নাতনিদের কথা চিন্তা করলাম। তখন থেকেই আমি এই বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তামগ্ন হয়ে পড়ি।

> *এখন আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের অনেকের অনেক সমস্যার পেছনেও এই একই আধ্যাত্মিক কারণ বিদ্যমান; বিশেষ করে স্থানিয় মণ্ডলী ও বিশ্বব্যপি মণ্ডলীতে ব্যক্তিগত জীবনে এই সমস্যা রয়েছে। আর এটা হল পবিত্র আত্মার অভাব।*

এটা যদি কারণ হয় তাহলে আমাদের জরুরীভাবে এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে হবে। এই সমস্যাটি যদি দূর করা যায় বা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা যায় তাহলে অনেক সমস্যাই দূর হবে বা সমাধান হয়ে যাবে।

এই শূন্যতার বিষয়ে অন্যরা কি বলেনঃ

- **এমিল বার্নারঃ** নামের একজন সংস্কারপন্থী ধর্মতত্ত্ববিদ লিখেছেন যে, "ধর্মতত্ত্বে সব সময়ই পবিত্র আত্মার কম বা বেশি সৎ-ছেলে-মেয়ে থাকে।"

- **ডি. মার্টিন লয়ড জোনসঃ** "আমি যদি সত্য কথা বলি, তাহলে বাইবেলের বিশ্বাসের উপর পবিত্র আত্মার মত আর অন্য এমন কোনো বিষয়বস্তু নাই যা অতীতে বা বর্তমান সময়ের মত এতটা অবেহলিত হয়েছে। . . . আমি নিশ্চিত যে, সুসমাচার প্রচার বিষয়ক বিশ্বাসে দুর্বলতার এটাই প্রধান কারণ।"
- **লেরভ ই, ফরুমঃ** "আমি বিশ্বাস করি পবিত্র আত্মার অভাবই আমাদের মারাত্মক সমস্যা।"
- **ডিউইট নেলসনঃ** "আমাদের মণ্ডলীতে উন্নয়নের প্রশংসনীয় ধারা, পরিকল্পনা ও কার্যক্রম রয়েছে কিন্তু অবশেষে আমরা যদি আমাদের আধ্যাত্মিকতার দেউলিয়াত্ব (পবিত্র আত্মার অভাব) স্বীকার না করি, যা আমাদের মধ্যকার অনেক পুরোহিত ও নেতাকে আঁকড়ে ধরেছে, তাহলে এই প্রো-ফর্মা খ্রীষ্টিয়ানিটি (pro forma Christianity) থেকে বেরিয়ে আসতে পারব না।"
- **গেরি এফ. উইলসনঃ** "এটা দেখে মনে হয় অনেক অ্যাডভেন্টিস্টের প্রাত্যহিক জীবনে ও মাণ্ডলীক জীবনে পবিত্র আত্মার সামান্য ভূমিকা পালন করছে। তবুও এটি খ্রীষ্টেতে আনন্দ, আকর্ষণ, ও ফলদানকারী জীবনের ভিত্তিস্বরূপ।"
- **এ.ডাব্লিউ. ট্রোজারঃ** "বর্তমান সময়ে যদি আমাদের মণ্ডলী থেকে পবিত্র আত্মা উঠিয়ে নেওয়া হয় তাহলে আমরা যে সব কাজ করছি তার ৯৫% কাজই চলমান থাকবে, আর কেউই পার্থক্য বুঝতে পারবে না। কিন্তু প্রাথমিক মণ্ডলী থেকে যদি পবিত্র আত্মা উঠিয়ে নেওয়া হত তাহলে তারা যে কাজ করছিলেন তার ৯৫% কাজ থেমে যেত এবং প্রত্যেকেই পার্থক্য বুঝতে পারত।

সর্ব প্রথমে ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে জানতে চাই আমাদের দ্বারা কত শত ফলাফল অর্জন করা সম্ভব। এরপর, আসুন পবিত্র আত্মার বিষয়ে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আবেদনের দিকে দৃষ্টি দেই।

ফলাফলকে বহুগুণে বৃদ্ধি করা

প্রিয় নেতৃবৃন্দ,

আপনি কি চান আপনার এলাকার লোকজন আত্মিকভাবে ও সংখ্যাগতভাবে বৃদ্ধি পাক? কিন্তু বর্তমান যুগেও কি এটা সম্ভব? হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবে সম্ভব। কিভাবে?

"পরাক্রম দ্বারা নয়, বল দ্বারাও নয়, কিন্তু আমার আত্মা দ্বারা, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন।" সখরিয় ৪:৬।

এটা কিভাবে হবে? আমার মনে হয় এখনও এখান থেকে আমাদের অনেক কিছুই শিখতে হবে। আমরা কি অন্যদের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে চাই? আমি এ বিষয়ে একমত। ঈশ্বর যেন তাঁর পবিত্র আত্মার মাধ্যমে সব সময় আমাদের পথ দেখিয়ে দেন।

"ব্যক্তিগত পুনর্জাগরণের জন্য পদক্ষেপ" বইয়ের মাধ্যমে সহভাগকৃত অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দেয় যে, এই পুস্তিকাটি আমাদের জন্য খুবই মূল্যবান সহায়িকা হতে পারে। কিন্তু আধ্যাত্মিক ও সংখ্যাগত দিক থেকে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য এই পুস্তিকাটি কেবল একবার পড়ে যাওয়া বা বিতরণ করার চেয়ে অনেক বেশি কিছু করতে হবে। এই বইয়ে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু বাস্তবতার নিরিখে অনুশীলন করতে হবে। এর জন্য আপনার আন্তরিক সংশ্লিষ্টতা প্রয়োজন। আমি জোর গলায় বলতে চাই: "আপনি যতদূর যাবেন বা সমৃদ্ধ হবেন, আপনার এলাকাও তত দূরই এগিয়ে যাবে। কোনো পথে চলার পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলে কোনো ব্যক্তিই অন্যকে দিকনির্দেশনা দিতে পারে না। আমাদের জীবন, আমাদের প্রার্থনা, আমাদের সাক্ষ্য, আমাদের কথোপকথন, প্রভাব, ধর্মোপদেশ, ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত

হবে। মূলত, বারংবার পড়া একটি চাবিকাঠি মনে হতে পারে: শিক্ষাগত গবেষণায় দেখা গেছে যে, আমাদের জীবনের জন্য এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু সম্পূর্ণভাবে বোঝার আগে বইটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ছয় থেকে দশ বার পড়া প্রয়োজন। অন্ততপক্ষে একবার চেষ্টা করে দেখুন। ফলাফল আপনাকে বিমোহিত করবে।

যুক্তরাষ্ট্রের অবসরপ্রাপ্ত একজন পুরোহিত ও একটি ইউনিয়নের বিভাগীয় প্রধানের দুটো সাক্ষ্য:

১) সাক্ষ্য– আমি আপনার লেখা "ব্যক্তিগত উদ্দীপনার জন্য পদক্ষেপ" বইটি তিনবার পড়েছি। এই বইটিতে প্রার্থনা সম্বন্ধে এমন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যাবে তা আমি কখনোই ভাবিনি। প্রার্থনা– যা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত– তা আপনি সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। তখন থেকে, ঈশ্বর আমার জীবনে বিজয় লাভ করেছেন, যা কখনো সম্ভব হবে বলে আমি কল্পনাও করিনি। একটি ক্যাম্প মিটিংয়ে প্রচার করার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আপনার বইই আমাকে কথা বলার বিষয়বস্তু যুগিয়ে দিয়েছে। জুন ২৬, ২৭ – এফ. এস ।

২) সাক্ষ্য– যখন থেকে আমি আপনার লেখা বইটি পড়তে শুরু করেছি (এই বইয়ে উল্লিখিত পরামর্শ অনুসারে আমি পুরো বইটি ছয় বার পড়েছি) এবং জেনেছি যে কিভাবে প্রতিজ্ঞার সঙ্গে প্রার্থনা করতে হয়, তখন থেকেই আমার জীবন পরিবর্তিত হয়ে গেছে। . . .একটি ক্যাম্প মিটিং-এ, ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার সতেজকারী বর্ষনের বিষয়েজন্য ধর্মোপদেশ বা বক্তৃতা তৈরির জন্য সদাপ্রভু আমাকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। সেদিনের মিলনায়তনে উপস্থিত ৩০০০ লোকের মধ্যে যেভাবে পবিত্র আত্মার আলোড়ন দেখেছিলাম, আমার পরিচর্যা কাজের সুদীর্ঘ জীবনে এর আগে কখনোই পবিত্র আত্মায় আন্দোলিত করা এমন শক্তি উপলব্ধি করতে পারিনি। আমার স্ত্রী আমার মধ্যে সম্পূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন। এমন কি নিজেকে দেখে আমিও বিস্মিত হয়ে গেছি। জুন ২৫, ২০১৭– এফ. এস।

১৭ থেকে ৬৫ জন সদস্য-সদস্যার জন্য ৪০ দিনের ধারণা

জার্মানের কলোগনি-কাল্ক এলাকার ছোট একটি মণ্ডলীতে জার্মান, স্পেন দেশীয় ও পর্তুগালের ১৭ জন সভ্য-সভ্যা ছিল। পুরোহিত জো লটজ তাদের ৪০ দিনের ধারণাটি চালিয়ে নেবার জন্য আহ্বান জানান। তারা এ ফোর্টি ডেজ বুক– বইটি দলবদ্ধ হয়ে অধ্যয়ন করেছিল, প্রতিটি দলে দুজন করে লোক ছিল, এবং প্রত্যেকে প্রতিদিন পাঁচজন লোকের জন্য প্রার্থনা করতেন– যাদের কাছে কখনোই সুসমাচার প্রচার করা হয়নি, আর এরপর তারা সেই সব লোকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করতে শুরু করেন। ৪০তম দিনের বিশ্রাম দিনে তাদের পরিদর্শনকারী বিশ্রামবার ছিল আর এরপর তারা ১৪ দিনের একটি প্রচার সভা পরিচালনা করেন। তারা খুব অল্প সময়ের মধ্যে ১৩ জন লোককে বাপ্তিস্ম দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তারা এই ৪০ দিনের ধারণাটি বেশ কয়েকবার বারংবার করলেন এবং ৪ বছরের মধ্যে তাদের মণ্ডলী বৃদ্ধি পেয়ে ৬৫ জন সভ্য-সভ্যা সমৃদ্ধ হল। (৪০ দিনের ধারণার জন্য এ ফোর্টি ডেজ বুক– নামক বইটি পড়ুন এবং ১৯ নং এর অভিজ্ঞতাগুলো দেখুন)।

লুগানো, সুইজারল্যাণ্ডে বসবাসকৃত ইতালি ভাষাভাষি– খুবই পার্থিব মনাসুসমাচার প্রচারের মিশনারি হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকায় কাজ করার জন্য পাস্টর ম্যাথিয়াস ম্যাগের অসাধারণ সব অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই কাজের সময় তিনি ডেনিস স্মিথের রচিত ফোর্টি ডেস বুকস বইটি ব্যবহার করেছেন। সুইজারল্যাণ্ডে ফিরে আসার পরই তিনি এই ধারণা নিয়ে কাজ করতে শুরু করেন। তার কাজের ফলে প্রথম বছরে ১৫ জন লোক বাপ্তিস্ম নেয় (যা এই অঞ্চলে অসাধারণ কাজ)। একজন মহিলা ১৫ বছর ধরে নিয়মিত গির্জায় আসতেন। এই ৪০ দিন ব্যাপি কার্যক্রমের সময়ে তিনি বাপ্তিস্ম নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

যুবক– আমার নাম এলিনা ভান রেনসবার্গ, আমি দক্ষিণ কুইনসল্যান্ড কনফারেন্সের ইয়ং এডাল্ট ডিরেক্টর (অস্ট্রেলিয়ায় ১২,২০০ সভ্য-সভ্যা রয়েছে)। এই বছরের শুরুতে আমার পরিচিত একজন যুবতি, আমাকে 'স্টেপস টু পরসোনাল রিভাইভাল' বইটি দিয়েছিলেন, সত্যিকার অর্থে বইটি

পড়ে আমি বিমোহিত হয়ে যাই। ঈশ্বর আমার স্বামী ও আমার হৃদয়ে যে মূল বিষয় রেখেছিলেন, ঠিক সেই বিষয়টিই বইটি ফুটিয়ে তুলেছে: আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মাকে জাগিয়ে তুলেছে!! এ বিষয়ে আমি আপনাকে অনেক ঘটনা বলতে পারি, কিন্তু মোদ্দা কথা হল, আমরা এই ছোট্ট বইটির মাধ্যমে এত বেশি আশীর্বাদ পেয়েছি যে, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। গ্রেগ প্রাট (ডিসাইপলশিপ অ্যাণ্ড স্প্রিরিচুয়াল ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর অব এসকিউসি) এর কাছে অতিরিক্ত ৩০০ টি বই ছিল যা আমি এ বছরের শুরুতে লিডারশিপ সেমিনারের সময় সব যুব পরিচালকদের কাছে বিতরণ করি, আর এর ফলে যে ব্যাপক সাড়া পেয়েছিলাম তা এক কথায় অবিশ্বাস্য। তাই এ বছরের বড় একটি ক্যাম্পের জন্য আমি আরও ১৫০টি বই এনে জমা রাখতে চাই যেন যুবক-যুবতিদের দিতে পারি, যেন তারা লাইফ গ্রুপ সেশন চলাকালিন বইটি পড়তে পারে।

৩৬৬ জন বাপ্তিস্ম নেয় এবং ৩৫টিরও বেশি বাপ্তিস্ম ক্লাশ

বারন্ডি ইউনিয়নের সচিব, পল ইরাকোজ, (১,৩০,০০০ সভ্য-সভ্যা এবং কিরাণ্ডি ভাষায় ১,০০,০০০ "স্টেপস টু পারসোনাল রিভাইভাল" বই) বলেছেন যে, এই বইয়ের প্রভাবে সামগ্রিকভাবে ৩২০ জন প্রাক্তন সভ্য-সভ্যা আবার মণ্ডলীতে নিয়মিত ও সক্রিয় হয়েছেন। তারা ২০১৭ সালের মার্চ মাসে নতুনভাবে বাপ্তিস্ম নিয়েছেন।

বধির লোকেরা বইটি তিন বার পড়েন। আর এরপর তারা তাদের অভিজ্ঞতা কানে শোনা লোকদের কাছে সহভাগ করেন। এর ফলে ২০১৭ সালের মার্চ মাসে আমরা ২৫ জন বধির লোককে বাপ্তিস্ম দিতে সক্ষম হয়েছি।

কারারক্ষক– আমরা এই বইটি পিম্বা কারাগারে আমাদের মণ্ডলীর সভ্য-সভ্যাদের মাঝে বিতরণ করেছি। তারা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন এবং তাদের বিশ্বাস অন্যদের সঙ্গে সহভাগ করতে শুরু করেছেন। গত বিশ্রামবারে, ২১ জন বন্দি বাপ্তিস্ম নিয়েছে এবং আরও ৩৫ জন বাপ্তিস্ম নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আর এ সবই হচ্ছে স্টেপস টু পারসোনাল রিভাইভাল পুস্তিকার প্রভাব ও ফল।

অধ্যয়নের সময়/ প্রার্থনা সপ্তাহ

বারন্ডি ইউনিয়ন মিশন পুনরায় "স্টেপস টু পারসোনাল রিভাইভাল" বইটি ব্যবহার করে তাদের ১৩০,০০০ জন সভ্য-সভ্যার জন্য ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে একটি প্রার্থনা সপ্তাহের আয়োজন করে। এই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে আমাদের সচিব মহোদয়ের বক্তৃতা প্রতিদিন সন্ধ্যায় অ্যাডভেন্টিস্ট রেডিওতে সম্প্রচার করা হয়।

শিক্ষার্থী– পাস্টর ডুয়াইট নেলসন, এন্ড্রুজ ইউনিভার্সিটির একজন নেতৃস্থানিয় পরিচালক বলেছেন যে, এই ছোট বইটি "আমার ভিতরের আমাকে পরিবর্তিত করে দিয়েছে"। আমি চাই আপনার জীবনেও এমনটা ঘটুক।" তিনি তিনটি বক্তৃতার একটি ধারাবাহিকের দ্বিতীয় ধাপ থেকে শুরু করেছেন,: "গ্রাউণ্ড জিরো অ্যান্ড দ্যা নিউ রিফরমেশন: পবিত্র আত্মার দ্বারা কিভাবে বাপ্তিস্ম নিতে হয়? 'স্টেপস টু পারসোনাল রিভাইভাল' বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, এবং বইটি সবাইকে পড়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। এর ফলে এই বইটি ওয়েবসাইট থেকে ৪০০০ হাজারের বেশি বার ডাউনলোড হয়েছে এবং হাজার হাজার কপি বইয়ের অর্ডার পাওয়া গেছে। এই বক্তৃতাগুলো এবং তার ব্লগের ঠিকানা হল :http://www.pmchurch.tv/sermons

একটি চমৎকার ধারণা– যুক্তরাষ্ট্র থেকে একজন বলেছেন,গতকাল আমি ডিউইট নেলসনের বক্তৃতা শুনেছি। আমি যেভাবে "স্টেপস টু পারসোনাল রিভাইভাল" বইটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিব, একই সঙ্গে আমি প্রথম পাঁচ মিনিট আশা নিয়ে প্রার্থনা করব যেন, এই বইয়ের বিষয়ে তার সাক্ষ্য অবশ্যই লোকদের মধ্যে কিছু আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে। পটলাকের পর, আমাদের মণ্ডলীর পুরোহিতের অনুমতিক্রমে পুনরায় এই বক্তৃতার বাকি অংশ আগ্রহী লোকদের দেখাব। ডি.ডাব্লিউ।

সুসমাচার প্রচার–ডিউইট নেলসন ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসে তার ব্লগে লিখেছেন, (সংক্ষিপ্ত ও সম্পাদন করে তুলে ধরা হল):

জাজার্ব অ্যাড্ভেন্টিস্ট মণ্ডলীর রাতের বেলার নব্বই মিনিটের অনুষ্ঠানে একানব্বই জন "অতিথি" (তাদের বক্তব্য অনুসারে) যোগ দিয়েছিল। ব্যক্তিগত তথ্য ও আপনাদের মধ্যস্থতাকারী প্রার্থনার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বরূপ, আমি সাক্ষ্য বহন করতে চাই যে, এত বছর যাবৎ সুসমাচার প্রচার কাজে সঙ্গে জড়িত থেকেও আমি জাজার্ব মণ্ডলীর জনসম্মুখে প্রচার কাজেরমত অভিজ্ঞতা আগে কখনও অর্জন করতে পারি নি। আমি যেভাবে আগেই পুরোহিতকে বলেছি, আমি একেবারেই নিশ্চিত যে, এটা একান্ত মনের প্রার্থনার কারণে পবিত্র আত্মার উত্তর। আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আমাদের মধ্যকার অনেকেই প্রতিদিন পবিত্র আত্মার মাধ্যমে বাপ্তাইজিত হওয়ার জন্য সেপ্টেম্বর মাসে ফিরে গিয়ে ঈশ্বরের অন্বেষণ করতে শুরু করেছিলেন (খ্রীষ্ট যেভাবে আমাদের করার জন্য লূক **১১:১৩** পদে আহ্বান জানিয়েছেন)। জাজার্বে ব্যক্তিগত ভাবে আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি এবং সাক্ষ্য বহন করেছি তা পবিত্র আত্মার প্রত্যক্ষ কাজ। যার কোনো কিছুই আমার নিজের সম্বন্ধে কিছু বলে না কিন্তু যীশুর প্রতিজ্ঞায় বিজয় লাভের কথা বলে: "কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত হইবে; আর তোমরা যিরূশালেমে, সমুদয় যিহূদিয়া ও শমরিয়া দেশে এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত আমার সাক্ষী হইবে।" (প্রেরিত **১:৮**)। সুতরাং আমরা যা কিছুই করি না কেন, আসুন আমরা যেন প্রতিদিন সকালে ঈশ্বরের তাজা, শক্তিমন্তকারী পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের জন্য অনুরোধ করতে ভুলে না যাই।

মিমাংসা - এ বিষয়ে ব্যক্তি বিশেষ ও পরিবারের জন্য অনেক ভালো ভালো অভিজ্ঞা রয়েছে (এ জন্য অভিজ্ঞতা নং **২/১৭**; ৩/৩, ৩৫; ৩/৪০; ৪/৫২; ৪/৫৬ দেখুন)। প্রেমময়, শান্তিপ্রিয়, ক্ষমাশীল ও মিমাংসাকারীর প্রতি পুরো মণ্ডলীর দুশ্চিন্তা, ঝগড়া বিবাদ, বিভক্তি, দলাদলি, আঘাত, ক্ষমাহীনতা, মানসিক আঘাত এবং ব্যক্তিগত আক্রমণের অভিজ্ঞতা দেখুন (অভিজ্ঞতা নং **১/১০**; ৭/৮৪)।

যুব মা ও সন্তানেরা – যুক্তরাষ্ট্র: নিশ্চিতভাবে ছোট ছোট তিনটি ছেলেকে বড় করার জন্য আমার বিশাল এক দায়িত্ববোধ রয়েছে। প্রতিদিন আমাকে গঠন

করার জন্য পবিত্র আত্মার সাহায্য চাওয়াতেই আমার একমাত্র আশা। যখন থেকে আমি আপনার বইটি পড়তে শুরু করেছি, তখন থেকেই আমি খেয়াল করেছি বইটি আমার ছেলেদের মধ্যে কি ধরণের পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। যে সব ক্ষেত্রে সাধারণত আমি অধৈর্য হয়ে পড়তাম সে সব ক্ষেত্রেও এখন আমি ধৈর্য দেখাতে পারি, যে সব ক্ষেত্রে আমি খুবই হতাশ হয়ে পড়তাম সে সব ক্ষেত্রে আমি এখন প্রেম ও সহানুভূতি দেখাতে পারি। আর তারাও আগের মত না করে বাধ্যতার হৃদয় নিয়ে সাড়া দেয়। নিশ্চিতভাবে আমরা বৃদ্ধি পাচ্ছি, আর যীশু কিভাবে আমার মধ্যে বাস করতে পারেন, এই অতি সহজ সত্যটা উপলব্ধি করার পর আমি কতই না কৃতজ্ঞ! ডি.ডাব্লিউ।

কিভাবে আগ্রহ বাড়িয়ে তুলবেন? এই তালিকার অধিনে আপনি মহামূল্যবান পরামর্শ খুঁজে পাবেন। একটি বিষয়, যা শুরু করা খুব সহজ, তা হল "সহযোগিতার মাধ্যমে অধ্যয়ন করার" পরামর্শ। সেমিনার আয়োজন করার মাধ্যমে প্রবল উদ্দীপনা জাগানো যায়। আপনি নিজে নিজেই এটি করতে পারেন, অথবা একজন অতিথি বক্তাকে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন (অথবা ভিডিও ব্যবহার করতে পারেন: বোধগম্য ভাষায় যে ভিডিওগুলো সচরাচর পাওয়া যায়)। আপনি সেমিনারের মাধ্যমে অভিজ্ঞতার ঝুঁলি আরও সমৃদ্ধ করতে পারেন যদি কিনা আপনি সেমিনারের আগে বা পরে "সহভাগিতার অধ্যয়ন" কাজটি করে থাকেন।

আমার অনুরোধঃএকজন বয়োজ্যেষ্ঠ ভাই হিসেবে, আমি আপনাকে পরামর্শ দিয়ে বলছি: প্রার্থনা করুন এবং আপনার কাছে যে রয়েছে তার সঙ্গে সহভাগ করে এই পুস্তিকাটি বেশ কয়েকবার পড়ুন। এতে আপনার দলের মধ্যে, মণ্ডলীতে, মিশনে, ইউনিয়নে ও কনফারেন্সে লক্ষ্যনীয় উন্নতি দেখতে পাবেন।

আপনার পরবর্তী পদক্ষেপ কি পুরোহিত, এল্ডার, এবং যে কোনো একজন সভ্য-সভ্যার সঙ্গে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি বা অভিজ্ঞতা সহভাগ করার বিষয় হতে পারে? তাদের অন্তরের কাছে পৌঁছানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এভাবেই ইথিওপিয়ায় কাজ শুরু হয়েছিল। ২০১৭ সালের জুলাই মাসে একটি উদ্দীপনা সভার শেষে ৫০০ জন পুরোহিত এমহেরিক ভাষায় এই

পুস্তিকাটি গ্রহণ করেছিলেন। ২০১৭ সালে উত্তর ফিলিপাইন ইউনিয়নে ফিলিপিনো ভাষায় ১৫,০০ জন এল্ডারের কাছে বইট তুলে ধরা হয়েছিল।

অভিজ্ঞতা

আপনি কি ব্যক্তিগতভাবে এবং আমাদের পত্রিকার মাধ্যমে আপনার অভিজ্ঞতা সহভাগ করবেন? আপনার অভিজ্ঞতাগুলোর মধ্যে মহা অনুপ্রেরণার বাণী রয়েছে। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে :www.steps-to-personal-reviveal.info ওয়েবসাইট থেকেও সাক্ষ্যগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রিয় নেতৃবৃন্দ!

আসুন আমরা পবিত্র আত্মায় বৃদ্ধি লাভ করি। পিতা ঈশ্বর নিজে এই আদেশ করেছেন (এমবি ২০.৩)।
"কিন্তু আত্মাতে পরিপূর্ণ হও" (ইফিষীয় ৫:১৮)।

খ্রীষ্ট আমাদের সঙ্গে আছেন এবং পবিত্র আত্মা আমাদের "সুসমাচার প্রচারকারিনী" করবেন (যিশাইয় ৪০:৯)। পৃথিবীতে যীশুর শেষ কথাগুলো ভুলে যাবেন না।

"কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত হইবে; আর তোমরা যিরূশালেমে, সমুদয় যিহূদিয়া ও শমরিয়া দেশে, এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত আমার সাক্ষী হইবে। [সামর্থ্য, সুসজ্জিত, অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী]" (প্রেরিত ১:৮)।

যীশু খ্রীষ্টেতে আপনাদের ভাই
হেলমুট হাউবেইল।

১ম অধ্যায়

যীশুর মহামূল্যবান উপহার

পবিত্র আত্মা সম্বন্ধে যীশু কি শিক্ষা দিয়েছেন?

আপনি কি যীশুর সবচেয়ে ক্ষমতাধর
বার্তার সঙ্গে পরিচিত?

প্রথম দিকের কতিপয় ব্যক্তিগত সাক্ষ্য:

আমাদের "প্রথম প্রেমের" কাছে ফিরে যাই: এক বোন আমার কাছে এই কথাগুলো লিখেছিলেন : "আমার বান্ধবী এবং আমি দুজনে মিলে "স্টেপস টু পারসোনাল রিভাইভাল" বইয়ের বিকল্প হিসেবে বর্তমানে "৪০ দিন" নামক বইটি তৃতীয় বারের মত পড়ছি। আগে আমরা আমাদের বিশ্বাসের অভিজ্ঞতার এবং প্রার্থনার জীবনের উপাদানগুলো আবিষ্কার করেছি, যা এর আগে কখনোই করতে পারি নি। আমরা দুজনেই আমাদের "প্রথম প্রেম" খুঁজে বের করার জন্য আকাঙ্ক্ষি ছিলাম। আমরা এটি খুঁজে পেয়েছি! আমরা সর্বান্তঃকরণে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের প্রেমময় পিতা ঈশ্বর যেভাবে আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেন এবং তাঁর পবিত্র আত্মা আমাদের প্রতি এবং আমরা যাদের জন্য প্রার্থনা করি তাদের প্রতি যেভাবে কাজ করেন তার প্রকাশ খুবই চমৎকার। এমএস।

যীশু আমাদের জীবনে প্রবেশ করেন: অন্য একজন লোক এই বই সম্বন্ধে লিখেছেন: " . . . তারা আমার জীবনের জন্য বহু প্রতিক্ষিত এবং মহা আশীর্বাদস্বরূপ হয়ে উঠেছে। অন্যান্য মণ্ডলীর অনেক সভ্য-সভ্যা এবং আমাদের মণ্ডলীর অনেক বোনদের লাভ করা অভিজ্ঞতার মত, আমাদের বিশ্বাসের অভিজ্ঞতায় সব সময়ই কিছু একটার ঘাটতি ছিল, কিন্তু যীশু কিভাবে আমাদের জীবনে প্রবেশ করেন এবং আমাদের জীবন পরিবর্তনের কাজ শুরু করেন, এখন তা দেখার সেই সুবর্ণ সুযোগ এসেছে। তিনি এখনও আমাদের জীবনে কাজ করছেন, এবং প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদেরকে তাঁর কাছে টেনে নিচ্ছেন।" এস.কে।

যীশুর শিষ্যরা কি নিজেদের জিজ্ঞেস করেছিলেন: যীশু কিভাবে এমন মহান প্রভাব বিস্তার করেছিলেন? এটি কি তাঁর প্রার্থনাশীল জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল? আর এ কারণেই তারা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন?: "প্রভু, আমাদিগকে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিউন"। যীশু তাদের বিনতিতে সাড়া দিয়েছিলেন।

লূক **১১:১-১৩** পদে তাঁর শেখানো প্রার্থনায় তিনটি অংশ রয়েছে: প্রভুর প্রার্থনা, মধ্যরাতে আসা বন্ধুর দৃষ্টান্ত এবং পরিশেষে পবিত্র আত্মার জন্য অবিরত প্রার্থনা করা।

দৃষ্টান্তে (৫-৮ পদে) এক ব্যক্তির ঘরে মধ্যরাতে একজন অতিথি এল, কিন্তু গৃহ কর্তার কাছে এমন কিছুই ছিল না যা দিয়ে তাদের আতিথ্য করতে পারতেন। তার প্রয়োজনের দিকে গুরুত্ব দিয়ে সে তার প্রতিবেশির কাছে গেল। সে তার কাছে সবিস্তারে বলল যে, "তাঁহার সম্মুখে রাখিবার আমার কিছুই নাই" আর এরপর তার কাছে কিছু রুটি চাইল। যতক্ষণ সে রুটি না পেল ততক্ষণ সে বিনতি সহকারে চাইতেই লাগল। আর এখন তার কাছে রুটি আছে– জীবন রুটি– তার নিজের জন্য এবং তার ঘরে আসা অতিথির জন্য। তার নিজের জন্য কিছু আছে, আর এখন সে এমন একটি অবস্থানে আছে যখন সে অন্যদের সঙ্গে কিছু সহভাগও করতে পারে।

এখন যীশু এই দৃষ্টান্তটিকে (সমস্যা: আমার কিছুই নাই) পবিত্র আত্মার জন্য বিনতির সঙ্গে তুলনা করেছেন, তিনি বলেছেন, : "যাচঞা কর তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে, অন্বেষণ কর পাইবে। (লূক **১১:৯**)।

যীশুর বিশেষ বিনতি: পবিত্র আত্মার জন্য যাচঞা কর

বাইবেলের নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে যেখানে যীশু আমাদের জোরালোভাবে আদেশ করেছেন যেন আমরা পবিত্র আত্মার জন্য যাচঞা করি। আমি অন্য কোনো পদ জানি না যেখানে যীশু এতটা প্রেমের সঙ্গে অন্য কিছু চাইতে বলেছেন। এই পদগুলো লূক **১১** অধ্যায়ে প্রার্থনা শেখানোর অংশে পাওয়া যায়। এখানে তিনি ১০ বার জোর দিয়ে বলেছেন যে আমাদের পবিত্র আত্মার জন্য যাচঞা করতে হবে। লূক **১১:৯-১৩**।

"আর আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, **যাচঞা কর**, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; **অন্বেষণ কর**, পাইবে; **দ্বারে আঘাত কর**, তোমাদের জন্য

খুলিয়া দেওয়া যাইবে। কেননা যে কেহ **যাচঞা করে**, সে গ্রহণ করে, এবং যে **অন্বেষণ করে**, সে পায়; আর যে **দ্বারে আঘাত করে**, তদাহার জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে। তোমাদের মধ্যে এমন পিতা কে, যাহার পুত্র রুটি **চালিলে** তাহাকে পাথর দিবে? কিম্বা মাছ **চাহিলে** মাছের পরিবর্তে সাপ দিবে? কিম্বা ডিম **চাহিলে** তাহাকে বৃশ্চিক দিবে? অতএব তোমরা মন্দ হইয়াও যদি তোমাদের সন্তানদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করিতে জান, তবে ইহা কত অধিক নিশ্চয় যে, স্বর্গস্থ পিতা, যাহারা তাঁহার কাছে **যাচঞা** করে, তাহাদিগকে পবিত্র আত্মা দান করিবেন।"

উপরের কয়েকটি (ইংরেজি সংস্করণ অনুসারে) পদে যীশু "যাচঞা কর" ক্রিয়া পদটি ছয় বার ব্যবহার করেছেন; এরপর তিনি যাচঞা করার পরিবর্তে "চাওয়া" ক্রিয়া পদটি দুবার ব্যবহার করেছেন– এটি একটি কাজ বুঝায়–এরপর আরও দুই বার দ্বারে আঘাত করার বিষয়টি বলেছেন যেটিও কোনো কাজ করাকে বুঝায়। তিনি কি আমাদের স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিচ্ছেন না যে, পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হবার জন্য আমাদের কাজ করতে হবে? শেষ "যাচঞা কর" ক্রিয়াপদটি গ্রিক ভাষায় চলমান কালে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হল আমাদের কেবল একবার যাচঞা করলেই চলবে না কিন্তু অবিরতভাবে যাচঞা করতে হবে। এখানে যীশু জরুরী প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই যাচঞা করতে বলেন নি কিন্তু তিনি অবিরত যাচঞা করতে বলেছেন। নিশ্চিতভাবে তিনি আন্তরিক আমন্ত্রণের মাধ্যমে পবিত্র আত্মার জন্য আমাদের বাসনা জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। এই অতীব প্রয়োজনীয় আমন্ত্রণটি আমাদেরকে যীশুর স্বীকারোক্তি দেখায় যে, যদি আমরা অবিরতভাবে পবিত্র আত্মার বর্ষণের জন্য অবিরত বিনতি না করি তাহলে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু হারাব। পবিত্র আত্মা যে আমাদের একান্ত প্রয়োজন সে বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছেন। এভাবে তিনি চান আমরা যেন অবিরতভাবে পবিত্র আত্মার উত্তম উত্তম সব আশীর্বাদ লাভ করি।

'খ্রীষ্টের দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা' বইয়ে বলা হয়েছে, "ঈশ্বর কখনোই বলেন নি মাত্র একবার যাচঞা কর, আর তাতে তোমরা পাবে। তিনি আমাদের বারংবার যাচঞা করতে বলেছেন। ক্লান্তিহীনভাবে নাছোড়বান্দা হয়ে প্রার্থনা করতে হবে। ক্লান্তিহীন প্রার্থনা বিনতিকে আরও আন্তরিক

মনোভাবে পরিণত করে, এবং যে বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে তা লাভ করার জন্য প্রার্থনাকারীকে আরও দৃঢ় ও একাগ্রচিত্তের বাসনা দান করে।"

এরপর যীশু তিনটি উদাহরণ দিলেন, যা পাপী মানবের পক্ষে দয়াময় পিতার অকল্পনিয় কিছু আচরণ প্রকাশ করে। তিনি আমাদের দেখাতে চান যে, আমরা যখন পবিত্র আত্মার জন্য বিনতি করব তখন আমাদের স্বর্গীয় পিতা পবিত্র আত্মা দেবেন না– এমন কল্পনাও করা যায় না। যীশু চান আমরা যেন নিশ্চিত থাকি যে, আমরা যখন সঠিক ভাবে পবিত্র আত্মার জন্য যাচঞা করব তখন তা নিশ্চিতভাবে পাব। এই প্রতিজ্ঞাসহ অন্যান্য প্রতিজ্ঞায় নির্ভর করে আমরা আস্থা সহকারে প্রার্থনা করতে পারি এবং বিশ্বাস করতে পারি যে, আমরা যার জন্য প্রার্থনা করেছি তা ইতোমধ্যে পেয়ে গেছি। (১ যোহন ৫:১৪, ১৫, আরও তথ্য জানার জন্য ৫ম অধ্যায় দেখুন)।

এই বিশেষ আমন্ত্রণটি আমাদের দেখায় যে, যীশুর কথা অনুসারে আমরা যখন পবিত্র আত্মার জন্য একান্তভাবে নিরবিচ্ছিন্ন প্রার্থনা না করি তখন অতীব গুরুত্বপূর্ণ কিছু অভাব থেকে যায়। আমাদের একান্তভাবে পবিত্র আত্মা প্রয়োজন– এ বিষয়ে তিনি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। তিনি চান আমরা যেন অবিরতভাবে পবিত্র আত্মার উন্নত সব আশীর্বাদের অভিজ্ঞতা লাভ করি।

প্রার্থনার উপরে শিক্ষার এই অংশটি অনন্য পদ্ধতি। পবিত্র আত্মা হল ঈশ্বরের মহা আশীর্বাদ– যে উপহার সঙ্গে করে অন্য সব উপহারও নিয়ে আসে। এটা হল তাঁর শিষ্যদের জন্য যীশুর মুকুট লাভের উপহার এবং তাঁর প্রেমের স্পষ্ট প্রমাণ। আমার মনে হয় আমরা সবাই এ বিষয়টা বুঝতে পেরেছি যে এমন একটি মহা গুরুত্বপূর্ণ উপহার কারও প্রতি জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হবে না। এটা কেবল সেই লোকদেরই দেওয়া হবে যারা এই বর লাভের জন্য তাদের বাসনা প্রকাশ করবে এবং সঠিকভাবে এর মূল্যায়ন করবে।

যারা তাদের জীবন যীশুর কাছে সমর্পণ করবে কেবল তাদেরই এই বর দেওয়া হবে: যারা অবিরত অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করে কেবল

তাদেরই এই বর দেওয়া হবে । (যোহন ১৫:৪, ৫) অঙ্গীকার প্রকাশিত হয়:

- ঈশ্বরের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ("যে কেহ তৃষ্ণার্ত" যোহন ৭:৩৭)
- ঈশ্বরের উপর পূর্ণ আস্থা ("যে আমাতে বিশ্বাস করে, শাস্ত্রে যেমন বলে"–যোহন ৭:৩৮)।
- ঈশ্বরের উপর আস্থারাখার ফল হিসেবে সম্পূর্ণভাবে আত্ম সমর্পণ করা (তোমরা আপন আপন দেহকে জীবিত, পবিত্র, ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গ কর।)
- সব কিছুতে ঈশ্বরকে অনুসরণ করা (যারা তাঁর বাধ্য প্রেরিত ৫:৩২)।
- নিজের পথ ত্যাগ করে এবং ঈশ্বরের পথ অনুসারে চলে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে কাজ করে ("মন ফিরাও, এবং তোমরা প্রত্যেক জন তোমাদের পাপ মোচনের নিমিত্ত যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও" প্রেরিত ২:৩৮)।
- কোনো ভুল পরিকল্পনা না করা ("যদি চিত্তে অধর্মের প্রতি তাকাইতাম, তবে প্রভু শুনিতেন না"– গীত ৬৬:১৮)।
- নিজের শূন্যতা ও অভাব উপলব্দি করা ও স্বীকার করা ("আমার কিছুই নাই"– লূক ১১:৬)
- পবিত্র আত্মার জন্য অবিরত প্রার্থনা করা (লূক ১১:৯-১৩)।

আপনি কি এই প্রত্যাশার মধ্যে স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছেন না আমাদের জন্য ঈশ্বরের রাখা এই উপহার বা বর কতটা মূল্যবান? আপনি যখন এই সব পূর্ব প্রস্তুতির বিষয়ে চিন্তা করবেন তখন আপনি নিজের মধ্যে নূন্যতা বা অসম্পূর্ণতা দেখতে পাবেন।

যোহন ৭:৩৭ পদের আহ্বানের আলোকে পবিত্র আত্মা পাবার বাসনায় আমি নিজে নিজে প্রতিদিন প্রার্থনার অভ্যাস গড়ে তুলেছি। এখানে বলা আছে, *"কেহ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, তবে আমার কাছে আসিয়া পান করুক।"*

আমরা এভাবে প্রার্থনা করতে পারি: "প্রিয় যীশু, পবিত্র আত্মা পাবার সব পূর্বশর্তের পরিপ্রেক্ষিতে আমি সর্বসম্মতিক্রমে হ্যাঁ বলছি। আমি

আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করছি, এখন আজকের জন্য পূর্বশর্তগুলো পূর্ণ কর।" আমাদের চমৎকার ঈশ্বর পূর্বশর্তগুলো পূরণ করার জন্য এখানেও আমাদের সাহায্য করবেন।

পবিত্র আত্মা হল পরিপূর্ণ জীবনের উৎস

যীশুর কথা অনুসারে, কেন তিনি এই পৃথিবীতে এসেছিলেন? তিনি বলেছেন: *"আমি আসিয়াছি, যেন তাহারা জীবন পায় ও উপচয় পায়।" (যোহন ১০:১০)।*

যীশু চান আমরা যেন এখন এই নতুন জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করি এবং এই অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতা তাঁর দ্বিতীয় আগমনের পরে ঈশ্বরের রাজ্যে অনন্ত জীবন হিসেবে ভিন্ন মাত্রায় সম্পূর্ণভাবে চালিয়ে যেতে পারি।

তিনি আমাদের দেখিয়েও দিয়েছেন যে, পরিপূর্ণ জীবনের উৎস হলেন পবিত্র আত্মা: *" . . . কেহ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, তবে আমার কাছে আসিয়া পান করুক। যে আমাতে বিশ্বাস করে, শাস্ত্রে যেমন বলে, তাহার অন্তর হইতে জীবন্ত জলের নদী বহিবে। যাহারা তাঁহাতে বিশ্বাস করিত, তাহারা যে আত্মাকে পাইবে, তিনি সেই আত্মার বিষয়ে এই কথা কহিলেন।" (যোহন ৭:৩৭-৩৯)*

"জীবন্ত জলের নদী" এটা কি জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য চমৎকার তুলনা নয়?

পৃথিবীতে তাঁর জীবদ্দশায় যীশু কি আমাদের একটি আদর্শ উদাহরণ দেখিয়েছেন?

আমরা জানি যে পবিত্র আত্মার মাধ্যমেই মরিয়ম যীশুকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন (মথি ১:১৮)। আমরা এও জানি যে,তার বাপ্তিস্মের পর তিনি প্রার্থনা করেছিলেন, *" . . . এবং পবিত্র আত্মা দৈহিক আকারে, কপোতের ন্যায়, তাঁহার উপরে নামিয়া আসিলেন . . . ,"* (লূক ৩:২২)। এই সব পরিস্থিতির অধীনে তাঁর জন্য প্রতিদিন পবিত্র আত্মা লাভ করা কি

অত্যাবশ্যক ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল? এই কথাগুলো আমি ঈলেন জি. হোয়াইটের লেখনি থেকে নিয়েছি:

"প্রতিদিন খুব ভোরে তিনি তাঁর স্বর্গীয় পিতার সঙ্গে যোগাযোগ করতেন, প্রতিদিন তাঁর কাছ থেকে পবিত্র আত্মার মাধ্যমে বাপ্তাইজিত হতেন।"

"এক্টস অব এপোজলস" নামক বইয়ে একটি উদ্ধৃতি রয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে, : "উৎসর্গীকৃত কর্মীদের জন্য জ্ঞানের মধ্যে একটি সান্ত্বনা রয়েছে যা এমনকি তাঁর জাগতিক জীবনে খ্রীষ্টও তাঁর পিতার কাছ থেকে চেয়ে নিতেন, তা হল প্রতিদিন প্রয়োজনীয় অনুগ্রহের সতেজ প্রবাহ . . . "।

এক্ষেত্রে যীশু খ্রীষ্ট নিশ্চিতভাবে আমাদের জন্য আদর্শ। আমাদের নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে: স্বয়ং যীশুরই যদি প্রতিদিন প্রফুল্লজনক কিছুর প্রয়োজন হত তাহলে আপনার আমার জন্য এটি কতই না গুরুত্বপূর্ণ?

প্রেরিত পৌল প্রকৃতপক্ষেই যীশুর উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ইফিষীয় মণ্ডলীর প্রতি তাঁর লেখা পত্রের ১:১৩ পদে তিনি নিশ্চিত করেছেন যে, তারা যখন বিশ্বাসী হয় তখন তারা পবিত্র আত্মা দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হয়। ৩:১৬, ১৭ পদে তিনি তাদের অনুপ্রাণিত করেছেন যেন তারা আত্মাতে দৃঢ় হয় এবং ৫:১৮ পদে পৌল একজন ক্ষমতাধর প্রেরিতের মত ইফিষীয় এবং একই সঙ্গে আমাদেরও আহ্বান করেছেন, "আত্মাতে পরিপূর্ণ হও" অথবা "নিজেদের অবিরতভাবে এবং পুনর্বার পবিত্র আত্মায় পূর্ণ কর।" আমরা দেখতে পাই যে, আমাদের যখন নতুন জন্ম হয় তখন যদিও আমরা পবিত্র আত্মা লাভ করি তারপরও স্বাভাবিকভাবেই আমাদের প্রতিদিন পবিত্র আত্মার মাধ্যমে সবল হওয়া প্রয়োজন। আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য এবং খ্রীষ্টিয় জীবনে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য প্রতিদিন পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের শাব্বাথ স্কুল সহায়িকা নির্দেশনাটি ইফিষীয় ৫:১৮ পদের বিষয়ে নিচের কথাগুলো বলে, "প্রতিদিন পবিত্র আত্মার মাধ্যমে বাপ্তাইজিত হওয়ার অর্থ কি? প্রভু যীশু লক্ষণ সহ আমাদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। যখন কোনো ব্যক্তির উপর পবিত্র আত্মা নেমে আসে (৮ পদ) তখন সে পবিত্র আত্মার মাধ্যমে "বাপ্তাইজিত হয়" প্রেরিত ১:৫।

বাপ্তাইজিত হওয়ার অর্থ কোনো কিছুর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত হওয়া–সাধারণত জলের মধ্যে নিমজ্জিত হওয়া। এতে সমগ্র ব্যক্তির সম্পৃক্ততার প্রয়োজন হয়। পবিত্র আত্মার মাধ্যমে বাপ্তাইজিত হওয়ার অর্থ সম্পূর্ণভাবে পবিত্র আত্মার প্রভাবাধীন হওয়া–পবিত্র আত্মার মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ হওয়া। এটা কেবল একবারের অভিজ্ঞতা নয়, কিন্তু এমন এক অভিজ্ঞতা যা বারংবার ঘটবে, যা প্রেরিত পৌল ইফিষীয় ৫:১৮ পদে গ্রিক "পরিপূর্ণ হও" ক্রিয়াপদের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

যীশুর স্বর্গারোহণের কথাগুলো এবং পবিত্র আত্মা

যীশুর স্বর্গারোহণের আগের কথাগুলো এবং পবিত্র আত্মা বর্ষণের আগ মুহূর্তে যীশুর কথাগুলো শিষ্যদের মধ্যে আনন্দ ও আশার আলো জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তখন তিনি বলেছিলেন যে তাঁর পরিবর্তে পবিত্র আত্মা আসবেন। যীশু, যোহন ১৬:৭ পদে শিষ্যদের বিস্ময়কর কিছু বলেছিলেন।

"তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে, সেই সহায় তোমাদের নিকটে আসিবে না; কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব।"

একটি নতুন সুবিধাজনক সমাধান

যীশু তাঁর শিষ্যদের অবাক করা কিছু বলেছিলেন, "আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল"। এর অর্থ নতুন সমাধান, আর এটি হল– পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তিনি সব সময়ই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন– এটি যীশুর স্বশরীরে আমাদের কাছে থাকার চেয়ে আরও বেশি লাভজনক। এভাবে তিনি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছেন না কিন্তু এর চেয়ে বরং তিনি বর্তমানে যেখানেই থাকুন না কেন এটা কোনো ব্যাপার না, তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গেই থাকতে পারেন।

একজন শিক্ষিকা এবং তার একজন ছাত্রের ব্যক্তিগত সাক্ষ্যবহন

প্রায় এক বছর আগে আমরা মণ্ডলীতে হেলমুট হাউবিল এর লেখা "স্টেপস টু পারসোনাল রিভাইভাল" বইটি যখন হাতে পেলাম, আমি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বইটি পড়ে শেষ করলাম। এমন কি আমি যখন বইটি পড়ছিলাম তখনই ঈশ্বরের সঙ্গে এমন কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করলাম যা আগে কখনও লাভ করিনি– এতে আমি আরও প্রবলভাবে আকৃষ্ট হলাম এবং আমাকে অনুপ্রেরণা যোগাল।

এই ছোট বইটির মুখবন্ধের মধ্যে আমি নিচের পরামর্শগুলো পেয়েছি:

"শিক্ষাবিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা দেখিয়েছে যে, কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বই সম্পূর্ণভাবে বোঝার জন্য ছয় থেকে দশ বার পড়া বা শোনা আবশ্যক।"

নিচের এই অনুপ্রেরণার শব্দগুলো আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে "অন্ততপক্ষে একবার চেষ্টা কর। ফলাফল তোমাকে মুগ্ধ করবে।"

আমি এই মুগ্ধকারী ফলাফলের অভিজ্ঞতা লাভ করতে চেয়েছিলাম এবং ইতোমধ্যে তৃতীয় বার পড়ার সময়ই এটি আমাকে মুগ্ধ করেছে; আর আমি আমাদের ত্রাণকর্তার জন্য এক মহা প্রেম উপলব্ধি করেছি, যার জন্য সারা জীবন আকুল আকাঙ্ক্ষা ছিল।

এটা এমন ছিল যে, যীশু যখন আমাদের একান্ত কাছে আসেন এবং আমরা তাঁর নির্মল, দয়ালু ও প্রেমময় চোখের দিকে তাকাই তখন কি ঘটবে তা যদি আমি বুঝতে পারতাম। তারপর থেকে আমাদের মুক্তিদাতা যীশুতে যে আনন্দ রয়েছে তা ব্যতিরিকে একটি মুহূর্তও কাটাতে চাইনি।

পরবর্তী দিন ভোর বেলা আমি যখন জেগে উঠলাম, তখন ঈশ্বরের সঙ্গে পুনরায় সহভাগিতা লাভ করার জন্য সকালের উপাসনা করার জন্য আমি আকুল আকাঙ্ক্ষা অনুভব করলাম, আর সারা দিন বার বার আমি নীরবে প্রার্থনা করলাম যেন আমার কথোপকথন, আমার জীবন যাপন, শিক্ষকতার কাজ এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রের চিন্তা চেতনায় পবিত্র আত্মা আমাকে সাহায্য করেন।

যখন কোনো শিক্ষার্থী মনোযোগ কেড়ে নিয়ে কাজে ব্যাঘাত ঘটাত তখন তার সঙ্গে সঠিক ব্যবহার করার জন্য ঈশ্বর আমাকে শক্তি ও বিজ্ঞতা দিতেন।

তখন থেকেই আমার কাজের দিনগুলো সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য পেয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করত। আমার প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেতেই তিনি আক্ষরিকভাবেই আমাকে সাহায্য করতেন। তখন থেকেই আমি সকাল বেলা এবং সময় পেলেই পবিত্র আত্মার বর্ষণের জন্য প্রার্থনা করতাম। সব সময় আমার যেন মনে হত আমি স্বর্গের খুব কাছেই আছি এবং ইতোমধ্যেই স্বর্গে যেমন হবে তার কিছুটা অগ্রিম স্বাদ ভোগ করতে পারছি।

আমি যখন ছোট্ট এই বইটি পড়ছিলাম তখন একটি চিন্তা আমার মাথায় এল, বিদ্যালয়ে আমার ছাত্র-ছাত্রীরাও তো আমার মত একই অভিজ্ঞতা সহভাগ করতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার ভোরারবার্গ এলাকায় আমাদের অ্যাডভেন্টিস্ট বিদ্যালয়– ইলিশায়-এ আমি ১০ থেকে ১৫ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেই। সুতরাং আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম যেন তিনি এই কাজের জন্য আমাকে সুযোগ করে দেন। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই আমি এমন একটি অভিজ্ঞতা লাভ করলাম, যাতে বুঝতে পারলাম পবিত্র আত্ম যুবক যুবতিদের হৃদয়েও কাজ করতে পারেন।

রাফিয়ান নামক ১৩ বছর বয়সী একজন বালক ও পবিত্র আত্মা

এই অভিজ্ঞতাটি এক বছর আগে শুরু হয়েছিল, যখন আমি পবিত্র আত্মার উপরে লেখা এই বইটি পড়েছিলাম। একজন নতুন শিক্ষার্ক্ষী আমাদের বিদ্যালয়ে এল কিন্তু মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই শান্তশিষ্ট শান্তিময় শ্রেণীকক্ষটি মারপিটের আড্ডাখানায় পরিণত হল। ছেলেটির বয়স ছিল মাত্র ১৩ বছর, সে সব শিক্ষার্থীর চেয়ে লম্বায় বড় ছিল এবং গায়ে জোরও বেশি ছিল। বিদ্যালয়ের কর্ম জীবনে আমাকে অনেক কিছুই শিখতে হয়েছে, এর ফলে, ক্ষণিকের মিলিয়ে যাওয়া মুহূর্তেও চমৎকার ফল আনতে পেরেছি।

আসুন আমরা তার মুখ থেকেই তার সম্বন্ধে শুনি: "আমি যখন এই বিদ্যালয়ে আসি, তখন আমার কোনো ধারণাই ছিল না আমার জন্য কি অপেক্ষা করছে। বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় দিনেই আমি এক সহপাঠির উপর

ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলাম, তাকে কামড় দিলাম এবং তার সঙ্গে মারামারি করতে শুরু করলাম। যদিও সে আমার চেয়ে অনেক অনেক দুর্বল ছিল তবুও আমি প্রচণ্ড মার দিলাম, অনেক পেটালাম এবং দ্বিতীয়বার তার মুখ দেখতেও অনিচ্ছুক ছিলাম।

পরবর্তী সময়ে আমার ভুল বুঝতে পারলাম এবং তার কাছে দুঃখ প্রকাশ করলাম, ঠিক যেভাবে অতীতে আমি সব সময় করে এসেছি। এর পরে প্রধান শিক্ষক আমাকে ডাকলেন এবং আমার সঙ্গে কথা বললেন। পরবর্তী মাসে আমার মধ্যে একটি পরিবর্তন শুরু হল। এটা বিস্ময়কর যে, আমি একজন পুরোহিতের সন্তান এই জন্যই আমার মধ্যে এই পরিবর্তনটি আসতে শুরু করেছিল। আমি যীশুর সঙ্গে আরও বেশি সময় কাটাতে শুরু করলাম।"

আমি মনে করেছিলাম এই যুবকের বেলায় অতিরিক্ত বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। সে তার ব্যর্থতা নিয়ে সচেতন ছিল, এর জন্য অনুতপ্ত ছিল, কিন্তু তার নিজের শক্তিতে যে দীর্ঘস্থায়ি সফলতা ধরে রাখতে পারল না। প্রথম দিকে অনেক কষ্টে সে একদিন মারামারি না করে কাটাতে পারত, কিন্তু ধীরে ধীরে সে আরও ধৈর্যশীল হয়ে উঠল এবং সমস্যা কাটিয়ে উঠল।

ছয় মাস পরে সে বলল, সে মনে করেছিল প্রার্থনাই তাকে ঈশ্বরের কাছে এনেছে। ইতোমধ্যে ঈশ্বরের কাছ থেকে শক্তি পাবার জন্য সে প্রতিদিন সকালে প্রার্থনা করতে শুরু করেছিল। ক্রোধ ও মারামারির জন্য যথোপযুক্ত দেহ ঐ কাজের জন্য ধীরে ধীরে কম ব্যবহৃত হতে লাগল।

সে আমাদের বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে প্রায় এগারো মাস হয়ে গেছে, আমরা তার মধ্যে এখনও উন্নতি দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তার রাগ, রাগে ফেটে পড়ে দিব্য করার অভ্যাস এবং মুষ্টিবদ্ধ হাত এখনও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি।

এটা ছিল খুবই স্বাভাবিক– সে তার নিজের শক্তি এবং বুদ্ধিতে সফল হতে চেষ্টা করেছিল, যা কোনো কোনা সময় সফলতা এনে দেয় কিন্তু কখনো কখনো মোটেও সফলতা দেয় না। আমাদের প্রার্থনার ফলে অনেক সাফল্য অর্জিত হয়েছে, কিন্তু তার মনোভাব এখনও সঠিক নয় এবং পবিত্র আত্মার নবায়নকারী শক্তির অভাব রয়েছে।

যখন কোনো ব্যক্তি নিজের ভুল দেখতে পায়, তার মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করে এবং কিন্তু পরক্ষণেই আবার ব্যর্থ হয় তখন এতে কি মঙ্গল হতে পারে? ঠিক যখন আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে, আমি বিভ্রান্ত হওয়ার শেষ ধাপে যখন এসে পৌঁছেছি, ঠিক তখনই আমি "স্টেপস টু পারসোনাল রিভাইভাল" বইটি হাতে পেলাম। এটি একেবারে উপযুক্ত সময়ে আমার হাতে এসে পৌঁছেছে। তখন আমি বুঝতে পারলাম, আমার জীবনে কিসের ঘাটতি রয়েছে। এটা ছিল পবিত্র আত্মার শক্তির ঘাটতি। এমন কি আমরা তাঁকে আমাদের সাহায্য করার অনুরোধও করিনি।

যেহেতু আমি "স্টেপস টু পারসোনাল রিভাইভাল" বইয়ের বার্তার মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়েছি, তাই আমি তাকে জিজ্ঞেস করার সাহস পেলাম, সে কখনও পবিত্র আত্মার জন্য প্রার্থনা করেছে কিনা। সে উত্তরে বলল, না, কখনও না। আর তখন আমি এই বইটির বিষয়ে তার আগ্রহ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করলাম। যদিও আমি তাকে বইটি দেইনি। তার আন্তরিকভাবে বইটির জন্য বাসনা থাকতে হবে। আর খুব অল্প দিনের মধ্যেই সে বইটি চাইল।

পুনরায় তার নিজের ভাষায়ই শুনুন : "২০১২ সালের নভেম্বর মাসে আমার শিক্ষিকা আমাকে "স্টেপস টু পারসোনাল রিভাইভাল" বইটি দিয়েছিলেন। আমি প্রবল আগ্রহ নিয়ে বইটি পড়েছি। ঐ সময়ে আমি পবিত্র আত্মার কাজের বিষয়ে তেমন কিছুই জানতাম না।"

প্রথম দিনেই সে প্রায় দুটো অধ্যায় পড়ে শেষ করল, আর এরপর সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, কতবার বইটি পড়তে হবে। অতি সত্বর সে পুনরায় অধ্যায়গুলো পড়া শুরু করল এবং বইয়ে যে পরামর্শগুলো দেওয়া আছে সেগুলো অনুসরণ করতে চেষ্টা করল: বইটি ৬ থেকে ১০ বার পড়ুন।

তারপর থেকেই তার মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা গেল। ২০১২ সালে ডিসেম্বরের পর থেকে সে আর মারামারি বা বিবাদ করেনি– যা আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে। যে সব ছেলেদের সে আগে প্রতিদিন মারত তারাই তার বন্ধু হয়ে উঠল এবং সব সময় একসঙ্গে ওঠাবসা করতে লাগল।

সে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল– তার উগ্র মেজাজের পরিবর্তে এখন সে নম্র, ভদ্র, এবং শান্তশিষ্ট স্বভাব বিশিষ্ট হয়ে গেছে। তার

সহপাঠিরা নিশ্চিত করেছে যে, ঈশ্বর তার মধ্যে কাজ করেছেন। আপনিও প্রতিদিন এর প্রভাব দেখতে পাবেন। ঈশ্বরের গৌরবের জন্য আমি উল্লেখ করতে চাই যে, এই ছেলেটি ২০১৩ সালের জুন মাসে বাপ্তিস্ম নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটা কি পবিত্র আত্মার কাজ নয় . . .।

আমি সব সময়ই চিন্তা করতাম যে, আমি যে কোনো ছেলেমেয়েকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারব এবং যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারব। ধৈর্য, মনোযোগ এবং প্রচুর কথার মাধ্যমেই এটা করতে পারব, কিন্তু এটা দীর্ঘমেয়াদি ভাবে কাজ করত না। এতে ঈশ্বরকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে এবং তিনি আমাকে শিখিয়েছেন যে, অসম্ভবকে সম্ভব করা কেবল তাঁর আত্মার মাধ্যমেই সম্ভব।

কোনো একদিন যখন এই ছেলেটি স্বর্গে যাবে, তখন আমি জানতে পারব যে, ঈশ্বর কিভাবে তার মধ্যে কাজ করেছেন। আমার বুদ্ধিতে আর যখন কুলোচ্ছিল না আর শেষ পর্যন্ত যখন বুঝতে পারলাম তাকে নির্দেশনা দেওয়া আমার সাধ্য নয়, তখনই ঈশ্বর তার উপর গঠনমূলক কাজ করতে শুরু করলেন। এই ঘটনাটি আমাকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করল যে, ঈশ্বরের পক্ষে সবই সাফল করা সম্ভব। সি.পি.

প্রার্থনা: *আমাদের স্বর্গীয় পিতা, পবিত্র আত্মার জন্য যীশুর একান্ত জরুরী আমন্ত্রণের জন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই। পবিত্র আত্মার অভাবের কারণে আমি যে সব ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছি– সেজন্য আমি দুঃখিত। আমার স্বর্গীয় আশীর্বাদ প্রয়োজন যেন আমার অন্তরে যীশু আরও বড় আসন পেতে পারেন। আমার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। তোমাকে ধন্যবাদ জানাই কারণ পবিত্র আত্মা আমাদের চরিত্রকে পরিবর্তন করতে পারেন এবং আমাকে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারেন। আমি ও আমার যা কিছু আছে সব কিছু নিয়ে তোমার কাছে নিজেকে সমর্পণ করছি। আমাকে গ্রহণ করার জন্য এবং আশীর্বাদ করার জন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। আমাকে জ্ঞানে ও পবিত্র আত্মায় বৃদ্ধি পেতে সাহায্য কর। আমেন।*

২য় অধ্যায়

আমাদের সমস্যার মূল কি?

আমাদের সমস্যার মূলে কি কোনো আধ্যাত্মিক কারণ রয়েছে? সেই কারণটা কি পবিত্র আত্মার অভাবের ফলে?

অভাবের কারণ

পবিত্র বাইবেলের উত্তর হল: "*তোমরা অভিলাষ করিতেছ, কিন্তু প্রাপ্ত হও না; তোমরা নরহত্যা করিতেছ ও ঈর্ষা করিতেছ, কিন্তু পাইতে পার না; তোমরা বিবাদ ও যুদ্ধ করিয়া থাক, কিছু প্রাপ্ত হও না, কারণ তোমরা যাচঞা কর না। যাচঞা করিতেছ, তথাপি ফল পাইতেছ না; কারণ মন্দভাবে যাচঞা করিতেছ, যেন আপন আপন সুখাভিলাষে ব্যয় করিতে পার।*" যাকোব ৪:২, ৩।

আমাদের প্রভু যীশু প্রেমের সঙ্গে এবং একনিষ্ঠভাবে পবিত্র আত্মার জন্য মিনতি করার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন (লূক ১১:৯-১৩)। আমরা উপলব্ধি করতে পারছি যে, আমাদের এটি অবিরতভাবে করতে হবে। এই বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ে আরও ব্যাপকভাবে দেখতে পাব।

তারা খ্রীষ্টের বিষয়ে কথা বলে এবং পবিত্র আত্মার বিষয়ে কথা বলে, তবুও তারা কোনো ফল লাভ করে না। কারণ তাদের দেহ মন প্রাণ স্বর্গীয় প্রতিনিধির নির্দেশনা ও নিয়ন্ত্রণের কাছে সমর্পণ করে না।" (ঈলেন জি. হোয়াইট, *সর্ব যুগের বাসনা*, ৬৭২ পৃষ্ঠা)।

আমরা অনেক সময় উদ্দীপনা পাবার জন্য প্রার্থনা করেছি। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঈলেন জি. হোয়াইট *মেনুস্ক্রিপ্ট রিলিজেজ* বইয়ের ৭ম খণ্ডের ২৬৭ পৃষ্ঠায় বলেছেন, "বর্তমান সময়ের মণ্ডলীগুলোর পবিত্র আত্মার মাধ্যমে বাপ্তিস্ম একান্ত প্রয়োজন।" "যেহেতু পবিত্র আত্মাই একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে আমরা শক্তিপ্রাপ্ত হতে পারি তাহলে আমরা কেন পবিত্র আত্মার বরের জন্য ক্ষুধা ও তৃষ্ণা বোধ করি না? আমরা কেন পবিত্র আত্মার বিষয়ে

কথা বলি না, এর জন্য প্রার্থনা করি না, এ বিষয়ে প্রচার করি না?" (ঈলেন জি হোয়াইট, *টেস্টিমনিজ ফর দ্যা চার্চ*, খণ্ড ৮, ২২ পৃষ্ঠা)।

আমরা উদ্দীপনা পাবার জন্য প্রার্থনা করি এটা খুবই ভালো বিষয়, কিন্তু আমাদের কেবল এর জন্য প্রার্থনা করলেই চলবে না, মার্ক ফিনলের মতে, "উদ্দীপিত হবার জন্য বাইবেল ভিত্তিক উপাদানগুলোর চর্চা করতে হবে" *রিভাইভ আস অ্যাগেইন*। ব্যক্তিগতভাবে উদ্দীপিত হবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আমি কি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাতে পারি? অনেকের জীবনে এই বিষয়টা হয়তো শক্তিশালী ও পরিপূর্ণ জীবনের দিকে পরিচালিত করবে।

কাজ শুরু করার জন্য, আমরা সমস্যা চিহ্নিত করতে চাই। আমরা এটি সম্পূর্ণভাবে করতে চাই: অন্যথায় পরিবর্তনকে ততটা প্রয়োজনীয় এমন কি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে না দেখার বিপদের মধ্যে থাকব। এরপর আমরা ঈশ্বরের দেওয়া সমাধানের দিকে দৃষ্টি দেব, যা আমাদের চমৎকার আশীর্বাদ লাভের সুযোগ দিচ্ছে এবং অবশেষে আমরা দেখব, কিভাবে আমরা এটি প্রয়োগ করতে পারি এবং এ থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি।

আমাদের জন্য পবিত্র আত্মার অভাব এটা প্রকাশ করে না যে, আমরা যা কিছু করেছি এবং করছি তা সবই অসার। অনেক ভালো ভালো পরিকল্পনা ও কার্যক্রম আগেও ছিল এখনও আছে। ঈশ্বর নিশ্চিতভাবে মানবের প্রচেষ্টাকে আশীর্বাদ করেন। কিন্তু আমরা যখন প্রকৃতপক্ষে পবিত্র আত্মার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে জীবন যাপন করব তখন ফলাফল কতটা সাফল্যমণ্ডিত হবে এবং পরিস্থিতি কতটা মঙ্গলজনক হবে, তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।

হেনরি টি. ব্লাকাবাই যেভাবে বিষয়টি প্রকাশ করেছেন: "যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত তাকে দিয়ে তিনি ছয় মাসের মধ্যে যা করাতে পারেন তাঁকে ছাড়া আমরা ষাট বছরেও তা করতে পারি না।" (*এক্সপ্রিয়েন্সিং গড: নোয়িং অ্যাণ্ড ডুয়িং দ্যা উইল অব গড*। পৃষ্ঠা ৩১।)

এটি ঈশ্বরের পরিচালনায় অতিসত্ত্বর সঠিক পথে চলার প্রশ্ন এবং এভাবে মহত্তর সাফল্য অর্জনের প্রশ্ন। এটা ঠিক সেই সময় যখন আমরা পবিত্র আত্মা দ্বারা পূর্ণ হই।

উদাহরণঃ কোনো ব্যক্তি গির্জায় ধর্মোপদেশ দেওয়ার সুযোগ পেল। সে কথা বলে চলছে– হয়তো কেউই শুনছে না, আবার হতে পারে মুষ্টিমেয় কয়েকজন শুনল আবার এমনও হতে পারে সবাই বার্তাটি গ্রহণ করল। যদি অনেকেই বা সবাই বার্তাটি গ্রহণ করে থাকে তা জীবনে চর্চা করে তাহলেই কেবল এটি ব্যাপকভাবে ফলপ্রসু হবে। আর এটাই পবিত্র আত্মা দান করেন।

তিন ধরণের লোক এবং ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক

ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে ঈশ্বরের বাক্য লোকদেরকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে। বাবা-মায়ের শিক্ষা, চরিত্র, নিজে নিজে শিক্ষা লাভ, বয়স, কৃষ্টি, শিক্ষা ইত্যাদির কারণে শিক্ষা এই প্রতিটি দলের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের রূপভেদ রয়েছে। কিন্তু সব ধরণের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও **ঈশ্বরের কাছে মাত্র তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য ধরা দেয়ঃ**

- কোনো সম্পর্ক নেই– পবিত্র বাইবেল একে প্রাণিক মনুষ্য স্বভাবের বলে।
- সম্পূর্ণ, প্রকৃত সম্পর্ক– পবিত্র বাইবেল এই ধরণের ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিক ব্যক্তি বলে।
- বিভক্ত বা ভান করা সম্পর্ক– পবিত্র বাইবেল এই ধরণের ব্যক্তি **মাংসিক মনা বা ভোগাসক্তি** ব্যক্তি বলে অভিহিত করে।

"প্রাণিক মনুষ্য স্বভাবের" "আধ্যাত্মিক" এবং "ভোগাসক্তি" শব্দগুলো ঈশ্বরের বাক্যের এই ক্ষেত্রে মূল্যায়িত হয় না। এগুলো ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পর্ক তুলে ধরে না বললেই চলে।

এই তিন ধরণের লোকের কথা ১ করিন্থীয় ২:১৪-১৬ এবং ১ করিন্থীয় ৩:১-৪ পদে বর্ণনা করা হয়েছে। এখন আমরা খুব সংক্ষেপে প্রাণিক মনুষ্য স্বভাবের লোকদের নিয়ে আলোচনা করব। সে এই পৃথিবীতেই বাস করে। দুই দলের মধ্যে এক পলকের জন্য চোখ বুলিয়ে গেলেই মণ্ডলী আমাদের বুঝতে সাহায্য করবে প্রকৃত পক্ষে সমস্যা কোথায় লুকিয়ে আছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আপনি কোন দলভুক্ত তা

উপলব্ধি করা। এভাবে আমাদের পরীক্ষণ নিজেকে সনাক্ত করতে সাহায্য করবে। আমরা অন্যদের জীবনের দিকে নয় কিন্তু নিজের জীবনের দিকে এক পলকের জন্য তাকাতে চাই।

যে কোনো একটি দলভুক্ত হবার জন্য বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি? আমরা নিশ্চিত যে, এই তিনটি দলের প্রতিটিতে পবিত্র আত্মার সঙ্গে লোকদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতেই পদমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বাভাবিক স্বভাবের লোকেরা

"কিন্তু প্রাণিক মনুষ্য ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি গ্রহণ করে না, কেননা তাহার কাছে সেই সকল মূর্খতা; আর সেই সকল সে জানিতে পারে না, কারণ তাহা আত্মিক ভাবে বিচারিত হয়।" (১ করিন্থীয় ২:১৪)।

প্রাণিক মানুষের প্রকৃতপক্ষে পবিত্র আত্মার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। সে জাগতিক মানসিকতা নিয়ে জগতে বসবাস করে এবং সে ঈশ্বরের ব্যাপারে মোটেও আগ্রহী নয় অথবা কখনও ঈশ্বরের বিষয়ে জানতেও চায় না।

মণ্ডলীর আধ্যাত্মিক ও ভোগাসক্ত লোকেরা

এই দুই দলের লোকদের বিষয়ে ১ করিন্থীয় ২ ও ৩ অধ্যায়ে একই ভাবে রোমীয় ৮:১-১৭ পদে এবং গালাতীয় ৪ ও ৬ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। আমাদের স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, পবিত্র আত্মার সঙ্গে তাদের সম্পর্কই তাদের বিচারের মানদণ্ড। এমন হওয়ার কারণ ঈশ্বর শর্ত আরোপ করেছেন যে, পবিত্র আত্মাই স্বর্গের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের একমাত্র মাধ্যম। (সর্ব যুগের বাসনা, পৃষ্ঠা-৩২২; মথি ১২:৩২)। "পবিত্র আত্মার মাধ্যমে প্রভাবান্বিত হবার জন্য হৃদয়কে অবশ্যই উন্মুক্ত করতে হবে নতুবা ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করা যাবে না।" (ঈলেন জি হোয়াইট, স্টেপস টু খ্রাইস্ট- ৬৯ পৃষ্ঠা)।

মণ্ডলীর আধ্যাত্মিক মনা সভ্য-সভ্যারা

আসুন আমরা ১ করিন্থীয় ২:১৫, ১৬ পদ পড়ি:

"কিন্তু **যে আত্মিক**, সে সমস্ত বিষয়ের বিচার করে; আর তাহার বিচার কাহারও দ্বারা হয় না। কেননা "কে প্রভুর মন জানিয়াছে যে, তাঁহাকে উপদেশ দিতে পারে?" (যিশাইয় ৪০:১৩) **কিন্তু খ্রীষ্টের মন আমাদের আছে**।"

"আত্মিক মনা লোকেরা সব বিষয় নিয়ে বিচার বিবেচনা করে, কিন্তু এই ধরণের লোকেরা খুব কমই মানবিক বিচারের অধীন হয়, কারণ কে প্রভুর মন জানিয়াছে যে তাঁহাকে উপদেশ দিতে পারে? **কিন্তু আমাদের খ্রীষ্টের মন আছে**।"

আত্মিক মনা লোকেরাই প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ান। তাকে 'আত্মিক' বলা যায় কারণ সে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ। এখানেও একজন আত্মিক মনা ব্যক্তির মর্যাদা পরিমাপের মানদণ্ড হল পবিত্র আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক। পবিত্র আত্মার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ ও বর্ধনশীল সম্পর্ক রয়েছে। যীশু হলেন *"জীবনের উৎস"*আমরা বলে থাকি যে, আমাদের হৃদয় সিংহাসনে যীশু বসে আছেন। আত্মিক মনা ব্যক্তি অপরিহার্যভাবে ও সম্পূর্ণভাবে যীশুর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দেয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় সে যা, এবং তার যা কিছু আছে সব কিছু নিয়ে প্রতিদিন সকালে যীশুর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে বিষয়টি দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করে। লায়দোকিয়া মণ্ডলীর প্রতি বার্তায় এই ধরণের লোকদের 'উষ্ণ' বলা হয়েছে, দশ কুমারীর দৃষ্টান্তে তাদের "বুদ্ধিমতি" বলা হয়েছে। রোমীয় ৮:১-১৭ এবং গালাতীয় ৫ এই ধরণের ব্যক্তির বিষয়ে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়। তারা জীবন পায় ও উপচয় পায় (যোহন ১০:১০), অথবা প্রেরিত পৌল যেভাবে প্রকাশ করেছেন, *"যেন ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতার উদ্দেশে পূর্ণ হও।"* (ইফিষীয় ৩:১৯; কলসীয় ২:৯)।

মণ্ডলীর জাগতিক মনা সভ্য-সভ্যারা

কোনো ব্যক্তি অল্প সময়ের জন্য বা দীর্ঘ সময়ের জন্য মণ্ডলীর সভ্য-সভ্যা হলেও সে মাংসিক সভ্য-সভ্যা হতে পারে। আপনার নিজের কাছেও অবাক করা বিষয় হতে পারে যে, এই মুহূর্তে পরীক্ষা নিরীক্ষা

করলে আপনি হয়তো নিজেকেও জাগতিক-মনা সভ্য/সভ্যা হিসেবেই দেখবেন, সেই কাতারে দেখলেও বিমর্ষ হবেন না , কিন্তু এর পরিবর্তে আনন্দ করুন কারণ এই পরিস্থিতি থেকে উত্তোরণের জন্য আপনার অপার সম্ভাবনা রয়েছে। পবিত্র আত্মার আশীর্বাদে মহা আনন্দ লাভের অপূর্ব সুযোগ আপনার হাতের নাগালেই রয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস অধিকাংশ জাগতিক-মনা খ্রীষ্টিয়ানই তাদের অবস্থান সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং বিশ্বাসে বলিয়ান হয়ে আরও মহা অভিজ্ঞতা লাভের বাসনায় রয়েছে। তাদের এই অজ্ঞতার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের কোনো দোষ দেওয়া যায় না। চিন্তা করে দেখুন: পবিত্র আত্মার সাহায্যে আপনার হৃদয় মধ্যে খ্রীষ্টকে স্থান দিলে আপনি মহা আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করবেন। (যোহন ১৫:১১ পদে যীশু বলেছেন, "তোমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়")। এই পরিবর্তনের মাধ্যমে আপনি ধীরে ধীরে জীবনের সম্পূর্ণতার অভিজ্ঞতা লাভ করবেন (যীশু যোহন ১০:১০ বলেছেন, যেন তাহারা জীবন পায় ও উপচয় পায়) আর আনন্ত জীবনের জন্য আপনার দৃঢ় মনোবল পাবেন।

প্রার্থনা: আমাদের স্বর্গীয় পিতা, আমাকে আশীর্বাদ করুন যেন আমি নিজেকে এই প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক হই। আমি যদি মাংসিক খ্রীষ্টিয়ান হই, তাহলে সঠিক পথটি বুঝতে আমাকে সাহায্য করুন। আপনি যা চান তা করার জন্য আগ্রহী হতে আমাকে অনুপ্রাণিত করুন। অনুগ্রহ করে আমাকে সুখি ও সমৃদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান জীবনের দিকে পরিচালিত করুন, প্রতিজ্ঞাত জীবনের ও অনন্ত জীবনের দিকে পরিচালনা করুন।

আসুন, ১ করিন্থীয় ৩:১-৪ পদে জাগতিক মনা সভ্য/সভ্যাদের প্রতি প্রেরিত পৌল যা বলেছেন সেদিকে দৃষ্টি দেই: "আর হে ভ্রাতৃগণ, আমি তোমাদিগকে আত্মিক লোকদের ন্যায় সম্ভাষণ করিতে পারি নাই, কিন্তু মাংসিক লোকদের ন্যয়, খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় শিশুদের ন্যায় সম্ভাষণ করিয়াছি। আমি তোমাদিগকে দুগ্ধ পান করাইয়াছিলাম, অন্ন দিই নাই, কেননা তখন তোমাদের শক্তি হয় নাই; এমন কি এখনও তোমাদের শক্তি হয় নাই, কারণ এখন তোমরা মাংসিক রহিয়াছ; বাস্তবিক যখন তোমাদের মধ্যে ঈর্ষা ও বিবাদ রহিয়াছে, তখন তোমরা কি মাংসিক নও, এবং মনুষ্যের রীতিক্রমে

কি চলিতেছ না? কেননা যখন তোমাদের এক জন বলে, আমি পৌলের, আর এক জন, আমি আপল্লোর, তখন তোমরা কি মনুষ্যমাত্র নও?"

এখানে কি আপনি স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছেন এই দলের মধ্যে মর্যাদার মানদণ্ড হল পবিত্র আত্মার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক? এই কয়েকটি মাত্র পদে প্রেরিত পৌল চারবার উল্লেখ করেছেন যে, তারা মাংসিক। মাংসিক লোক হওয়ার অর্থ কি? এর অর্থ হল: এই ধরণের ব্যক্তি মাংসের শক্তির অধীনে বসবাস করে, আর সেটাই তার স্বাভাবিক শক্তি ও সামর্থ্য। এছাড়া, এর অর্থ হল সে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ নয় অথবা যথার্থভাবে পবিত্র আত্মার শক্তি পায় নি।

কোনো কোনো লোক চিন্তা করে এই ধরণের লোকেরা এমন দলের অন্তর্ভুক্ত যারা জঘন্য পাপের মধ্যে বাস করে। কিন্তু এটা কেবল অনেকগুলো দিকের মধ্যে একটি দিক। আমি পুনরায় জোর দিয়ে বলতে চাই, এই প্রতিটি দলের মধ্যে ব্যাপক প্রভেদ রয়েছে।

প্রেরিত পৌল মাংসিক লোকদেরও "প্রিয় ভ্রাতৃগণ" বলে সম্বোধন করেছেন। এটা দেখায় যে, তিনি মণ্ডলীর সভ্য-সভ্যাদের বিষয়েই কথাগুলো বলেছেন। প্রেরিত পৌল তাদের সঙ্গে "আত্মিক লোকদের মত" কথা বলতে পারতেন না। এর অর্থ হল : **তারা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ ছিলেন না অথবা পর্যাপ্তভাবে পবিত্র আত্মার পরিচালনা পান নি।** তিনি তাদের সঙ্গে "খ্রীষ্ট সম্বন্ধিয় শিশু" বৎ হিসেবে কথা বলেছেন। এটা দেখায় যে, বিশ্বাসে তাদের যতটা পরিপক্ব হওয়া উচিৎ ছিল তারা ততটা পরিপক্ব ছিলেন না। কোনো ব্যক্তির বাইবেল সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান থাকতে পারে তথাপি সে আত্মিকভাবে অপরিপক্ব হতে পারে। যীশু খ্রীষ্টেতে আমাদের সম্পূর্ণ আত্মৎসর্গের মাধ্যমেই এবং প্রতিনিয়ত পবিত্র আত্মার আবেশ জীবন যাপন করলেই আত্মিক জীবন সমৃদ্ধ হয়।

মণ্ডলীর অনেক মাংসিক সভ্য-সভ্যারা এই অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে অথবা এই অবস্থা নিয়েই পরিতৃপ্ত, তাই তারা হয়তো বলে: আমরা অধম পাপী! আর এ বিষয়ে আমাদের করার কিছুই নেই!

একইভাবে অন্য আর একদল আত্মিক খ্রীষ্টিয়ান আবার প্রবল উৎসাহী। তারা এটা ভেবে আত্মতৃপ্তি লাভ করে যে, বাইবেল সম্বন্ধে তাদের প্রচুর জ্ঞান রয়েছে। মণ্ডলীর মাংসিক সভ্য-সভ্যরাও মাণ্ডলীক কাজে খুবই

সক্রিয় হতে পারে এমন কি স্থানীয় মণ্ডলীতে নেতৃত্বের অধিকারীও হতে পারে অথবা এমন কি মণ্ডলীর পরিচালনা পরিষদের সভ্য-সভ্যাও হতে পারে। এমন কি প্রভুর জন্য অনেক কাজও করতে পারে।

মথি ৭:২২, ২৩ পদ বলে *"সেই দিন অনেকে আমাকে বলিবে, হে প্রভু, হে প্রভু, আপনার নামেই আমরা কি ভাববাণী বলি নাই? আপনার নামেই কি ভূত ছাড়াই নাই? আপনার নামেই কি অনেক পরাক্রম কার্য করি নাই? তখন আমি তাহাদিগকে স্পষ্টই বলিব, আমি কখনও তোমাদিগকে জানি নাই; হে অধর্মচারীরা, আমার নিকট হইতে দূর হও।"*

এখানে সমস্যাটা কোথায় লুকানো আছে? যীশু বলবেন যে, তিনি তাদের চেনেন না। প্রকৃত পক্ষে খ্রীষ্টের সঙ্গে তাদের কোনো আন্তরিক সম্পর্কই ছিল না, এর পরিবর্তে ভনিতা করার সম্পর্ক ছিল। এমন কি সেখানে প্রকৃত কোনো দৃঢ় প্রত্যয় ছিল না এবং যা ছিল তাও পালন করা হয়নি। পবিত্র আত্মার মাধ্যমে যীশু তাদের হৃদয়ে বাস করেন নি। এভাবে খ্রীষ্টের সঙ্গে তাদের কোনো ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল না। "তাদের মধ্যে দৃশ্যত একটি যোগাযোগ দেখা যেতে পারে . . . " খ্রীষ্ট কখন আমাদের মধ্যে থাকেন না? এ বিষয়ে আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ লেখা পড়েছি। সেগুলো উল্লেখ করার আগে আমি বলতে চাই যে, যদি আমরা পবিত্র আত্মার সঙ্গে জীবন যাপন করি তাহলে আমরা নিচের বিষয়গুলো থেকে মুক্ত থাকতে পারি:

"পেশা যা-ই হোক না কেন খ্রীষ্টের আত্মার বিপরীতমুখী কোনো আত্মা অবশ্যই তাঁকে অস্বীকার করবে। লোকেরা মন্দ কথা বলে, বাজে কথা বলে, অসত্য বা নির্দয় কথা বলে খ্রীষ্টকে অগ্রাহ্য করতে পারে। তারা পাপপূর্ণ বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে জীবনের বোঝা হালকা করার চেষ্টা করে তাঁকে অস্বীকার করতে পারে। তারা জগতের অনুরূপ হয়ে তাঁকে অস্বীকার করতে পারে, অসৌজন্যমূলক আচরণ করে, নিজের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে, নিজের বিচার বিবেচনায় নির্ভর করে, সন্দেহকে সযত্নে লালন পালন করে, সমস্যা বয়ে এনে, এবং অন্ধকারে বসবাস করে যীশু খ্রীষ্টকে অস্বীকার

করতে পারে। **এই সব কাজের মাধ্যমে তারা ঘোষণা করে যে, খ্রীষ্ট তাদের মধ্যে নেই।"** (ঈলেন জি হোয়াইট; ডিজায়ার অব এজেজ, পৃষ্ঠা ৩৫৭)।

"অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বরের নানা করুণার অনুরোধে আমি তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি, তোমরা আপন আপন দেহকে জীবিত, পবিত্র, ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গ কর, ইহাই তোমাদের চিত্ত সঙ্গত আরাধনা।"

ঈশ্বরের অনুগ্রহের মাধ্যমে এই পরিস্থিতি খুব দ্রুতই পরিবর্তন হতে পারে। তৃতীয় ও পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা পুনরায় এই বিষয়ে ফিরে আসব।

আমাদের জীবন ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করা এবং ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞবদ্ধ হওয়া কেন এত গুরুত্বপূর্ণ?

ঈশ্বরের বাক্য বলে: "অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বরের নানা করুণার অনুরোধে আমি তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি, তোমরা আপন আপন দেহকে জীবিত, পবিত্র, ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গ কর, ইহাই তোমাদের চিত্ত সঙ্গত আরাধনা" (রোমীয় ১২:১)।

ঈশ্বরের বাসনা আমরা যেন আরোগ্য লাভ করি, তিনি আমাদের মুক্ত করতে চান (আমাদের তীব্র অহম বোধ ও পাপের দাসত্ব থেকে)। কিন্তু, যেহেতু এর জন্য সম্পূর্ণ পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে তাই আমাদের সমস্ত প্রকৃতিকে নবায়িত করার মাধ্যমে নিজেদের অবশ্যই সামগ্রিকভাবে তাঁর

কাছে সমর্পণ করতে হবে।" (ঈলেন জি হোয়াইট ; স্টেপস টু খ্রাইস্ট, ৪৩ পৃষ্ঠা) আমাদের প্রবণতা হল আইন লঙ্ঘন করা, ঈর্ষা করা, বিরক্ত বোধ করা এবং ক্রুদ্ধ হওয়া সহ ইত্যাদি ইত্যাদি। ঈশ্বর আমাদের এই সব আচরণ থেকে মুক্ত করতে চান।

"তিনি আমাদের আহ্বান জানিয়েছেন যেন আমরা নিজেদের তাঁর কাছে সঁপে দেই, যেন তিনি তাঁর ইচ্ছামত আমাদের মধ্যে কাজ করতে পারেন। এতে, আমরা পাপের দাসত্ব থেকে মুক্ত হব কিনা, ঈশ্বরের পুত্রের মহিমান্বিত স্বাধীনতার সহভাগী হব কিনা সিদ্ধান্ত নিয়ে তা মনোনয়ন করার সুযোগ থাকে।" (ঈলেন জি হোয়াইট ; স্টেপস টু খ্রাইস্ট, ৪৩ পৃষ্ঠা)।

আমাদের নূতন জন্মের (যোহন ৩:১-২১) মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের মৌলিক অঙ্গীকারের উত্তর দেন। এর পরবর্তী সময়ে আমাদের তাঁর প্রতি সমর্পিত জীবন যাপন করতে হবে (যোহন ৫:১-১৭)। এ বিষয়ে তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা আরও বিস্তারিত আলোচনা করব।

আমাদের জীবন যীশুতে সমর্পণ করার বিষয়ে মরিস ভেনডেন বলেছেন: "আংশিক সমর্পণ করা বলতে এমন কিছু নাই, এটা কিছুটা-গর্ভবতী বলার সামীল। আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্পিত হতে হবে নতুবা একেবারেই সমর্পণহীন থাকতে হবে। এই দুইয়ের মধ্যবর্তী কোনো স্থান নেই।" মরিচ ভেনডেন- দিজ অন রাইচাসনেস বাই ফেইথ, ৬৩ পৃষ্ঠা।

প্রাত্যহিক সমর্পণের বিষয়ে ঈলেন জি. হোয়াইট বলেছেন, "যারা কেবল খ্রীষ্টের সঙ্গে সহ কার্যকারী হবে, কেবল যারা বলবে, প্রভু আমার যা কিছু আছে এবং আমি যা, সবই তোমার, কেবল তারাই ঈশ্বরের পুত্র কণ্যা হিসেবে স্বীকৃতি পাবে।" *ডিজায়ার অব এজেজ*, ৫২৩ পৃষ্ঠা)।

সুতরাং কোনো ব্যক্তি মণ্ডলীর নিয়মিত সভ্য-সভ্যা হতে পারে এবং তবুও হারিয়ে যেতে পারে। কতটা মর্মান্তিক বিষয়! (দশ কুমারীর দৃষ্টান্ত এবং লায়দোকিয়ার মণ্ডলীর প্রতি বার্তা এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে)।

মাংসিক খ্রীষ্টিয়ানদের চিহ্নিত করা এত কঠিন কেন?

যেহেতু একজন মাংসিক খ্রীষ্টিয়ানের জীবন "ধর্মকর্মে" ভরপুর, তাই প্রায়শ ক্ষেত্রে সে উপলব্ধি করে না যে, সে অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু হারাচ্ছে: ঈশ্বরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ও পরিত্রাণকারী সম্পর্ক। খ্রীষ্টকে যদি আমাদের সামগ্রিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে সুযোগ দেওয়া না হয় তাহলে তিনি সামনের দরজায় দাঁড়িয়ে করাঘাত করতে থাকেন (প্রকাশিত বাক্য ৩:২০)। আর তখন তিনি বলেন, এতে যদি পরিবর্তন না আসে তাহলে আমি তোমাকে বাইরে ছুঁড়ে মারব।

আর তখন অন্য কেউ একটি ভূমিকা নেয়। আমাদের শক্তিশালী বাইবেল ভিত্তিক, মতবাদীয় ভিত্তি থাকা সত্ত্বেও আমাদের জোরালোভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। (একই সময়ে আমরা তবুও আরও জ্যোতির জন্য উন্মুক্ত থাকতে চাই)। আমাদের এই নিশ্চয়তা আছে যে, আমরা সত্যে বিশ্বাস করি; যা আমাদের শিহরিত করে। আমাদের প্রচুর পরিমাণে সুবুদ্ধি রয়েছে। আমরা সঠিক কথাই বলি। আর এসব কারণেই মাংসিক লোকদের পৃথকভাবে চিহ্নিত করা এতটা কঠিন। আমি যদি সত্যিই কখনো পবিত্র আত্মার সঙ্গে বসবাস করে থাকি তাহলে এটি কি কোনো ভূমিকা পালন করে নি? যদি না করে থাকে, তাহলে আমি কি কখনো কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করেছি?

একজন পুরোহিত লিখেছেন: "ঠিক একটু আগেই আমি একজন বোনের কাছ থেকে একটি ফোন কল পেয়েছি, যে আমাদের ৪০ দিনের প্রার্থনার সময়ে অংশগ্রহণ করেছিল। (৪০ দিনের প্রার্থনার সময় নিয়ে নির্দিষ্টভাবে ৫ম অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে) সে সাক্ষ্য দিয়েছে যে এই প্রার্থনার সময়টি তার জীবনকে পরিবর্তিত করে দিয়েছে। সে বলেছে যে, জীবনে এই প্রথমবার সে খেয়াল করেছে যে, ঈশ্বরের সঙ্গে তার একটি জীবন্ত সম্পর্ক রয়েছে। . . . অন্য লোকেরাও ইতোমধ্যে তার জীবনের পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে।" আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, একজন ব্যক্তি খেয়াল করে দেখতে পারে যে, সে কিছু একটা হারাচ্ছে, কিন্তু বুঝতে পারছে না সেই জিনিসটা কি। অনেকেরই অনেক বিষয়ের জন্য বাসনা থাকে কিন্তু

তারা জানে না তারা ঠিক কিসের জন্য বাসনা করছে অথবা এটি কিভাবে পেতে হবে।

আমি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ কারণ ১ করিন্থীয় ৩:১-৪ পদে রহিয়াছ/চলিতেছ ধরণের শব্দ তিনবার ব্যবহার করা হয়েছে–"কারণ এখনও তোমরা মাংসিক রহিয়াছ"। এটি আমাদের দেখায় যে, মাংসিক লোকদের আত্মিক লোক হওয়া সম্ভব।

বিবেচনা করার জন্য অন্য একটি দিক হল ঈর্ষা, এবং বিবাদ অথবা নূতন নিয়ম যেভাবে তুলে ধরে, "তোমাদের মধ্যে ঈর্ষা ও বিবাদ রহিয়াছে।" এই আচরণ পৌলের কাছে প্রমাণ দেয় যে, মণ্ডলীর মাংসিক লোকেরা যদিও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের পরিমণ্ডলে বাস করে তবু তারা পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয়ে জীবন যাপন করে না, কিন্তু এর পরিবর্তে তারা অন্য লোকদের মত মাংসিক লোকের মত অভিনয় করে। (এটা কি বুঝায় যে, মণ্ডলীর মাংসিক মনা সভ্য-সভ্যারাই মূল অংশ? (যিহূদা ১৯ পদ দেখুন)। যীশুর সময়ে ফরীশী ও সদ্দূকীরা কি একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বি ছিল না? এর অর্থ হল সেই প্রাচীন কাল থেকেই রক্ষণশীল ও উদারপন্থীদের মধ্যে স্নায়ুবিক চাপ ছিল। একটি দল ছিল খুবই খুঁতখুঁতে এবং অন্যরা বিষয়টিকে হালকাভাবে নিত। কিন্তু উভয় দলই মনে করত যে, তাদের কাছে বাইবেলের সঠিক ব্যাখ্যা রয়েছে এবং তারা সঠিক আচরণ করছে। কিন্তু যীশু আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন যে, এই উভয় দলই মাংসিক দলভুক্ত, এর অর্থ তারা পবিত্র আত্মা দ্বারা পূর্ণ নয়। বর্তমান যুগেও একই ঘটনা ঘটছে। রক্ষণশীল খ্রীষ্টিয়ানরাও মাংসিক খ্রীষ্টিয়ান হতে পারে।

দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমান সময়ের লোকেরাও অধিকাংশ সময়েই "রক্ষনশীলতার বা উদারতার" কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখে। সুবিধা হল, পর্যবেক্ষক মাঝে মাঝে আসে। যা হোক, "মাংসিক অথবা আত্মিক" লোকদের বাইবেলীয় শ্রেণীকরণের মাধ্যমে আমাদের আত্মিক পরিসংখ্যান নেওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। নিজেদের মঙ্গলের জন্যই আমাদের এটা করা উচিৎ। এ বিষয়ে ঈশ্বর স্পষ্টভাবে আমাদের কি বলেছেন তা গালাতীয় ৬:৭, ৮ পদে খেয়াল করুন:

"কেননা মনুষ্য যাহা কিছু বুনে তাহাই কাটিবে। ফলতঃ আপন মাংসের উদ্দেশ্যে যে বুনে, সে মাংস হইতে ক্ষয়রূপ শস্য পাইবে; কিন্তু আত্মার উদ্দেশ্যে যে বুনে, সে আত্মা হইতে অনন্ত জীবনরূপ শস্য পাইবে।"

মাংসিক লোকেরা যীশুকে অনুসরণ করতে চায় এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চায়, কিন্তু সে তার সমস্ত জীবন যীশুর কাছে সমর্পণ করে না অথবা যদি কখনো করেও থাকে তবুও যে কোনোভাবে হোক সে পিছলে পড়ে যায়। (গালাতীয় ৩:৩; প্রকাশিত বাক্য ২:৪-৫) এর অর্থ হল সে হয়তো অসচেতনবশত, ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে জীবন যাপন করতে চায় একই সঙ্গে নিজের ইচ্ছাও বজায় রাখতে চায়। কিন্তু এটা করা সম্ভব নয়। এর পরিণাম হল সে তার নিজের হাতে নিজের জীবন বহন করছে। প্রবাদে যেভাবে বলা আছে, তার বক্ষের মধ্যে দুটো আত্মা বিরাজ করছে। এমন কোনো ব্যক্তির হৃদয়ে কি ঈশ্বর পবিত্র আত্মাকে পাঠাতে পারেন? যাকোব ৪:৩ এই প্রশ্নের উত্তর দেয়: "যাচঞা করিতেছ, তথাপি ফল পাইতেছ না; কারণ মন্দ ভাবে যাচঞা করিতেছ, যেন আপন আপন সুখাভিলাষে ব্যয় করিতে পার।" আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, এভাবে যাচঞা করার অর্থ হল আমরা মাংসিক মনোভাব নিয়ে যাচঞা করছি। এমন একটি প্রার্থনার উত্তর দেওয়ার মানে কি অহংবোধকেই জাগিয়ে তোলা নয়? ফল স্বরূপ, মণ্ডলীর এই ধরণের সভ্য-সভ্যারা মানবের স্বাভাবিক শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে বাস করে। প্রকাশিত বাক্য ৩:১৬ পদে এই ধরণের লোকদের "না শীতল না তপ্ত" এবং মথি ২৫ অধ্যায়ে "নির্বোধ" বলে অভিহিত করা হয়েছে।

যীশু কেন মণ্ডলীর মাংসিক সভ্য-সভ্যাদের না শীতল না তপ্ত বলেছেন?

কেন এত বেশি খ্রীষ্টিয়ান পবিত্র আত্মার অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের প্রথমে লায়দোকিয়ার বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। লায়দোকিয়ার মণ্ডলীর লোকদের যীশু কেন না শীতল না তপ্ত বলে আখ্যা দিয়েছেন? এ বিষয়ে তিনি আমাদের একটি স্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন: "দেখ, আমি দ্বারে দাঁড়াইয়া আছি ও আঘাত করিতেছি" (প্রকাশিত বাক্য ৩:২০)। যীশু ঐ সব বিশ্বাসীদের জীবনের মধ্যমণি ছিলেন না, কিন্তু কেবল বাহ্যিক দিকেই ছিলেন। তিনি বাইরে দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন ও করাঘাত করছিলেন। কেন তিনি ভিতরে ঢুকতে

পারেন নি? কারণ তাঁকে ভিতরে ঢোকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় নি। তিনি কখনো জোর করে ভিতরে ঢোকেন না, কারণ তিনি আমাদের স্বাধীন মনোনয়ন শক্তিকে সম্মান করেন।

বিশ্বাসীরা কেন যীশুকে দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখে? এর পিছনে ভিন্ন ভিন্ন কারণ ও যুক্তি রয়েছে। কেউ কেউ তাদের আত্মিক জীবনে সোজাসাপ্টা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সমতলে চলতে চায়, ঠিক যেভাবে নিকোদীম করেছিলেন, এবং তারা বুঝতে চায় না যে, প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টিয় জীবন কি (যোহন ৩:১-১০ এর সঙ্গে তুলনা করুন)। অন্যদের ক্ষেত্রে শিষ্যত্বের "মূল্য" অত্যধিক, তাদের এর জন্য চড়া ত্যাগস্বীকার করতে হয়, ঠিক সেই "ধনী শাসনকর্তার মত" (মথি ১৯:১৬-২৪ পদের সঙ্গে তুলনা করুন)। যীশুকে অনুসরণ করতে হলে আত্ম অস্বীকার করার প্রয়োজন হয় এবং নিজের জীবন পরিবর্তন করার ইচ্ছাশক্তি থাকতে হয় (মথি ১৬:২৪, ২৫ পদের সঙ্গে তুলনা করুন) এবং নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করতে হয় (রোমীয় ১২:১)। যীশুকে দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখার অন্যতম মানে হতে পারে শ্রেফ তাঁকে উপেক্ষা করা– যীশুর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় না দেওয়া।

আমি পুনরায় বলছি: প্রকাশিত বাক্য ৩:২০ পদের "না শীতল না তপ্ত" অবস্থার কারণ হল, "দেখ, আমি দ্বারে দাঁড়াইয়া আছি"। যীশু তাদের জীবনের মধ্যমণি নয়, কিন্তু তাদের জীবনাচারের বাহ্যিক অংশে আছেন অথবা চলার পার্শ্ববর্তী পথে থাকেন। সুতরাং না শীতল না তপ্ত বিষয়টি খ্রীষ্টের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত। অন্য ক্ষেত্রে এই ব্যক্তি হয়তো নিশ্চিতভাবে না শীতল না তপ্ত না হওয়ার ক্ষেত্রে সচেতন।

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক: একজন ব্যক্তি তার অবসর কালিন সময়ে ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রচুর বিনিয়োগ করল, একই সময়ে সে তার স্ত্রীকে অবহেলা করল, উপেক্ষা করল। সে তার কাজের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ, কিন্তু বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে না শীতল না তপ্ত। কোনো ব্যক্তি মণ্ডলীর অঙ্গীকারাবদ্ধ সভ্য-সভ্যা হতে পারে, মণ্ডলীর তুখোড় নেতা হতে পারে, অথবা চমৎকার পুরোহিত হতে পারে অথবা জাদরেল প্রেসিডেন্ট হতে পারে, আর এতকিছুর পরেও সে কিন্তু খ্রীষ্টের সঙ্গে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে না শীতল না তপ্ত হতে পারে। এই ব্যক্তি তার দায়িত্ব পালনের জন্য এতটাই

নিবেদিত যে, সে খ্রীষ্টের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ককে উপেক্ষা করছে। এটাই সেই না শীতল না তপ্ত অবস্থা– যা যীশু দূর করতে চান। এটা খুবই দুঃখের বিষয় যে, কোনো ব্যক্তি ঈশ্বরের কাজ (মণ্ডলীতে বা মিশনের কাজে) এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়তে পারে যে, সে কাজের প্রভুকেই উপেক্ষা করে বসে।

দশ কুমারীর দৃষ্টান্ত

যীশুর দেওয়া দশ কুমারী বিষয়ক দৃষ্টান্তটি মণ্ডলীর আত্মিক ও মাংসিক সভ্য-সভ্যাদের বিষয়ে কি দেখিয়ে দেয়?

- দশ জনই কুমারী ছিলেন
- প্রত্যেকেরই প্রকৃত বাইবেলীয় বিশ্বাস ছিল
- প্রত্যেকের সঙ্গেই বাতি বা প্রদীপ ছিল
- প্রত্যেকেরই বাইবেল ছিল
- তাদের সবাই বরের সঙ্গে দেখার করার জন্য গিয়েছিলেন
- প্রত্যেকেই দ্বিতীয় আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন
- সবাই-ই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন
- সবাই বর আসার শব্দ ও ডাক শুনতে পেয়ে জেগে উঠেছিলেন
- সবার বাতিই জ্বলছিল
- তাদের মধ্যে অর্ধেকে খেয়াল করলেন যে তাদের বাতি তেলের অভাবে নিভে যাচ্ছে।

তাদের সবাই-ই নিজ নিজ বাতি প্রস্তুত করেছিলেন, **আর সবার বাতিই জ্বলছিল; কিন্তু বাতি জ্বলার জন্য তেলের প্রয়োজন। শক্তি ক্ষয় হচ্ছিল।** অল্প কিছু সময় পরেই তাদের মধ্যে পাঁচজন লক্ষ করলেন যে, **তাদের বাতি নিভে যাচ্ছে।** নির্বুদ্ধি কুমারীদের বাতি কেবল কিছু সময়ের জন্য জ্বলছিল যা আমাদের দেখায় যে, তারা পবিত্র আত্মার কিছু অংশ পেয়েছিলেন। কিন্তু তা যথেষ্ট ছিল না। তাদের বাতিতে খুব অল্পই তেল ছিল। **আর এটাই ছিল একমাত্র পার্থক্য।**

আর এই নির্বুদ্ধি পাঁচজন যখন ফিরে এসে নগরে প্রবেশের জন্য যীশুর কাছে অনুমতি চাইলেন তখন যীশু উত্তর দিলেন: **"আমি তোমাদিগকে চিনি না"**। তারা পবিত্র আত্মা রূপ তেলের খোঁজ পেতে খুব বেশি দেরী করে ফেলেছিল। তাদের জন্য দরজা চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

যীশুর কথাগুলো আমাদের বলে যে, তাঁর সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে পবিত্র আত্মার করণীয় কিছু রয়েছে। যে কেউ পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হতে চায় না, যীশু তাদের স্বীকার করবেন না। রোমীয় ৮:৮, ৯ পদে বলে : *"আর যাহারা মাংসের অধীন থাকে, তাহারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করিতে পারে না। . . . কিন্তু খ্রীষ্টের আত্মা যাহার নাই, সে খ্রীষ্টের নয়।"*

প্রকৃত পক্ষে, **একমাত্র** পবিত্র আত্মার মাধ্যমেই আমরা কেবল খ্রীষ্টের সঙ্গে সত্যিকার ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি। ১ যোহন ৩:২৪ পদ বলে : "আর তিনি আমাদিগকে যে আত্মা দিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা আমরা জানি যে, তিনি আমাদের মধ্যে থাকেন।" এর অর্থ হল, আমি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছি– আমার জন্য এই যে আশ্বাসবাণী আছে তাতে দ্বিতীয় প্রাপ্তি হল, আমি যীশুতে আছি এবং তিনি আমাতে আছেন।

আর ঠিক এই অভিজ্ঞতাই ঐ বোনের হয়েছিল, যিনি চল্লিশ দিনের প্রার্থনায় যোগ দিয়েছিলেন। তার জীবনে পবিত্র আত্মার উপস্থিতির মাধ্যমে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক ভিন্ন উপায়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন আর অন্যরাও তার জীবনের এই পরিবর্তন খেয়াল করেছিলেন। জার্মানির দক্ষিণ অঞ্চলের এক বোন পুস্তিকাটি পড়ার পর নিচের কথাগুলো লিখে পাঠিয়েছেন: "ডেনিস স্মিথ এর লেখা **'প্রেয়ার অ্যান্ড ডিভোশনস টু প্রিপেয়ার ফর দ্যা সেকেন্ড কামিং'** এবং ৪০ দিন নামক পুস্তিকাটি একসঙ্গে আমার জীবনে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত আশীর্বাদ স্বরূপ ছিল। মণ্ডলীর অন্য অনেক সভ্য-সভ্যা এবং আমাদের মণ্ডলীর এক বোনও একই অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, আমাদের বিশ্বাসের অভিজ্ঞতায় অবিরতই কিছু একটার অভাব বোধ করতাম, আর এখন আমাদের সেই অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ হয়েছে যে, যীশু কিভাবে আমাদের জীবনে প্রবেশ করেছেন এবং আমাদের পরিবর্তন করতে শুরু করেছেন। তিনি এখনও আমাদের মধ্যে কাজ করছেন

আর ধীরে ধীরে তাঁর আরও কাছে টেনে নিচ্ছেন।" (২০১৩ সালের ৩১ মার্চ তারিখের একটি ই-মেইল)।

একজন ভাই নিচের কথাগুলো লিখে পাঠিয়েছেন: '*স্টেপস টু পারসোনাল রিভাইভাল*' বইটি আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। দশ কুমরীর উপরে লেখা অধ্যায়টি এবং বিশেষ করে রোমীয় ৮:৯ পদটি "কিন্তু খ্রীষ্টের আত্মা যাহার নাই, সে খ্রীষ্টের নয়" কথাটি সত্যিই আমাকে নাড়িয়ে দিয়েছে। হতবাক হয়ে গিয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম না যে, আমার মধ্যে কি পবিত্র আছে, আর তিনি কি আমার মধ্যে কাজ করছেন, কারণ আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমার জীবনে ঐ ধরণের "ফলের" অভাব বোধ করছিলাম। পরবর্তী বিশ্রামবার বিকালের মধ্যেই আমি পুস্তিকাটি পড়ে শেষ করলাম এবং আর গভীর বিষণ্নতা আমাকে আঁকড়ে ধরল। আর এরপর আমি ১০৮ পৃষ্ঠার প্রার্থনার বিষয়ে পড়লাম, আর তখন পবিত্র আত্মা লাভ করার জন্য আমার মনের মধ্যে গভীর বাসনা জেগে উঠল, যে পবিত্র আত্মা আমার হৃদয়কে বদলে দেবে এবং পিতা ঈশ্বর আমার জীবনকে তাঁর ইচ্ছামত পরিবর্তন করবেন। . . . এই চমৎকার পুস্তিকা এবং এর সুন্দর শব্দগুলোর আমাকে গভীরভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে, এর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

মাংসিক খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য মহা বিপদ হল তাদের অবস্থার যদি পরিবর্তন না হয় তাহলে তারা কোনোমতেই অনন্ত জীবন লাভ করতে পারবে না। রোমীয় ৮:৯ পদ বলে: "কিন্তু খ্রীষ্টের আত্মা যাহার নাই, সে খ্রীষ্টের নয়"।

উপসংহারে বলা যায়: মণ্ডলীর আত্মিক এবং মাংসিক সভ্য-সভ্যাদের মধ্যে প্রধান প্রভেদ পবিত্র আত্মার মাধ্যমেই নিরূপিত হয়। আত্মিক খ্রীষ্টিয়ানরা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে পূর্ণ হন। আর মাংসিক খ্রীষ্টিয়ানরা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে পর্যাপ্তভাবে পূর্ণ নয়।

আপনি যদি বিচার বিশ্লেষণ করে উপলব্ধি করেন যে, আপনি একজন মাংসিক খ্রীষ্টিয়ান তাহলে ক্রুদ্ধ হবেন না। ঈশ্বর আপনার জন্য একটি প্রতিবিধান দিচ্ছেন: আর তা হল পবিত্র আত্মা।

কোনো কোনো বৃত্তে পবিত্র আত্মাকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়, আবার কোনো কোনো স্থানে পবিত্র আত্মাকে উপেক্ষা করা হয়। বাইবেলের সত্য অনুসারে পথ চলতে ঈশ্বর আমাদের পরিচালনা দান করুন।

তুলনা: প্রাথমিক মণ্ডলী এবং শেষ কালের মণ্ডলী

বর্তমান সময়ের মণ্ডলীগুলোর সঙ্গে প্রাথমিক যুগের মণ্ডলীর তুলনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, প্রাথমিক মণ্ডলী আত্মিক লোকদের দ্বারা ভরপুর ছিল। প্রেরিত পুস্তক দেখায় যে, এই কারণেই তখনকার মণ্ডলী খুবই দ্রুত ও ইতিবাচকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাদের অন্য কোনো সহায় ছিল না। কিন্তু তাদের পবিত্র আত্মা নামক সহায় ছিলেন। আমাদের প্রচুর পরিমাণে অন্যান্য সহায় রয়েছে। কিন্তু আমাদের পবিত্র আত্মার ঘাটতি রয়েছে।

এ. ডাব্লিউ টোজার যা বলেছিলেন, তা স্মরণ করুন, তিনি বলেছেন : "বর্তমান সময়ে আমাদের মণ্ডলী থেকে যদি পবিত্র আত্মাকে উঠিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে আমরা এখন যা করছি তার ৯৫ ভাগ কাজই চলমান থাকবে, কোনো সমস্যা হবে না, এবং কেউই কোনো পার্থক্য বুঝতে পারবে না। প্রাথমিক মণ্ডলী থেকে যদি পবিত্র আত্মাকে উঠিয়ে নেওয়া হত তাহলে তারা যা করছিল, তার ৯৫ ভাগ কাজ (এর অর্থ প্রায় সব কিছুই) থেমে যেত, আর প্রত্যেকেই এর পার্থক্য বুঝতে পারতেন।"

আমরা কি পবিত্র আত্মা ছাড়া একাকী পথ চলতে শিখেছি? বর্তমান সময়ের মণ্ডলী কি প্রাথমিক ভাবে মাংসিক খ্রীষ্টিয়ানদের নিয়ে গঠিত হয়েছে?

ফলাফল স্বরূপ আমরা কি প্রায়ই শক্তিহীণ হয়ে পড়ছি এবং বৃহত্তর স্বার্থে বিজয়হীন থাকছি? আমাদের মধ্যকার মাংসিক আচরণের ফলে বিভিন্ন স্থানে দুর্বল মণ্ডলীর বৃদ্ধি ঘটাচ্ছি? মাংসিক আচরণের কারণে বিভিন্ন এলাকায় কি মারাত্মক সব সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে? আমাদের ব্যক্তিগত ও পারস্পারিক সমস্যার ক্ষেত্রে দিন দিন আরও বেশি বেশি করে এগুলো দেখব, যা পবিত্র আত্মার অভাবের কারণেই ঘটবে। ব্যক্তিগত দিকগুলোতে ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমরা অতি সহজেই এই পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে পারব।

নিচের কথাগুলো স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেক পরিচারকের জন্য বলা হয়েছে:

জোহান্নিস মেগার বলেছেন: প্রেরিত পৌল আত্মিক ও মাংসিক খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে দিয়েছেন; একদল পবিত্র আত্মায় পূর্ণ এবং অন্যদের অন্তরে পবিত্র আত্মার জন্য কোনো স্থান নেই; তারা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে বাপ্তিস্ম নিয়েছে কিন্তু পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়নি।

একজন পরিচারকের জন্য এর অর্থ হল: আমি ধর্মতত্ত্বের প্রশিক্ষণে শেখা বুলি আওড়াতে পারি, ঝুড়ি ঝুড়ি বাইবেলের পদ মুখস্থ বলতে পারি, এবং দক্ষতার সঙ্গে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা দিতে পারি; আমি বাইবেলের মহা সত্য বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারি এবং খুব সহজেই সেগুলো আত্মস্থ করতে পারি এবং বিভিন্ন শতাব্দির গোঁড়া ধর্মতত্ত্বের যুক্তি বিজ্ঞতার সঙ্গে তুলে ধরতে পারি; আমি ধর্ম প্রচার বিদ্যায় পারদর্শীতা অর্জন করতে পারি এবং প্রাসঙ্গিক ও বাস্তবসম্মত ধর্মোপদেশ প্রচার করতে পারি– আর এ সত্ত্বেও আমার বিদ্যা ও বুদ্ধি পবিত্র আত্মা দ্বারা পূর্ণ না-ও হতে পারে। বই-পত্র, শিক্ষা-দীক্ষা, অত্যাধুনিক কারিগরি যন্ত্রপাতি, এমন কি অসাধারণ দক্ষতা পবিত্র আত্মাহীন জীবনের জন্য বিকল্প কিছু গঠন করতে পারে।

প্রচার, জনসম্মুখে প্রার্থনা, মণ্ডলীক জীবন গড়ে তোলা, সুসমাচার প্রচারের পরিকল্পনা করে প্রস্তুতি নেওয়া, পৌরহিত্যের পরামর্শ দেওয়া– এই সবগুলোই শেখা যায় এবং পবিত্র আত্মার আশীর্বাদ ছাড়াই চর্চা করা যায়। ঈলেন জি. হোয়াইট এই ভয়াবহ সম্ভাবনাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন: "কেন ঈশ্বরের আত্মা এত কম পরিলক্ষিত হচ্ছে তার কারণ পরিচারকেরা ঈশ্বরের আত্মা ছাড়াই কাজ করতে শেখে।" (ঈলেন জি. হোয়াইট, *টেস্টিমনিজ ফর দ্যা চার্চ*, খণ্ড ১. ৩৮৩ পৃষ্ঠা)।

জোহান্না মেগার একাধারে ছিলেন একজন পুরোহিত, অন্যদিকে তিনি বহু বছর যাবৎ সিস্টেমেটিক থিওলজি বিষয়ের একজন সুপরিচিত অধ্যাপক ছিলেন। শেষ দিকে তিনি সুইজারল্যাণ্ডের বেরান এলাকার ইউরো-আফ্রিকা ডিভিশনের (বর্তমানে ইন্টার ইউরোপিয়ান ডিভিশন) মিনিস্ট্রিরিয়াল ডিপার্টমেন্টের সচিব হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি বর্তমানে অবসরে আছেন, এবং জার্মানির ফ্রেইডেনসাউতে বসবাস করছেন।

সারমর্মে বলা যায়: মাংসিক সভ্য-সভ্যা হওয়ার মানে পবিত্র আত্মা ছাড়াই বা পবিত্র আত্মার অপর্যাপ্ত সাহায্য ছাড়াই সাধারণ মানবিক শক্তি ও সামর্থ্যে বসবাস করা।

পবিত্র বাইবেলের মহা বিধান হল– তোমার শত্রুকে প্রেম কর, সব কিছুর জন্যই লোকদের ক্ষমা করে দেও, পাপের উপর বিজয়ী হও ইত্যাদি– আর এগুলো একমাত্র পবিত্র আত্মার শক্তিতেই করা সম্ভব, মানবিক শক্তিতে কোনো মতেই করা সম্ভব নয়। এটা আমাদের দেখায় যে, মাংসিক খ্রীষ্টিয়ান জীবনে প্রধান সমস্যা হল এটি মানবের সীমাবদ্ধ শক্তিতে সসীম একটি জীবন। আমাদের নিজেদের শক্তিতে আমরা একাকী ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে পারি না। আসুন, এ বিষয়ে আমরা পবিত্র বাইবেলের কয়েকটি পড় পড়ি:

যিশাইয় ৬৪:৬: "আমাদের সর্বপ্রকার ধার্মিকতা মলিন বস্ত্রের সমান"

যিরমিয় ১৩:২৩ : "কূশীয় কি আপন ত্বক, কিম্বা চিতাবাঘ কি আপন চিত্রবিচিত্র পরিবর্তন করিতে পারে? তাহা হইলে দুষ্কর্ম অভ্যাস করিয়াছ যে তোমরা, তোমরাও সৎকর্ম করিতে পারিবে।"

যিহিষ্কেল ৩৬:২৬, ২৭: "আর আমি তোমাদিগকে নূতন হৃদয় দিব, ও তোমাদের অন্তরে নূতন আত্মা স্থাপন করিব; আমি তোমাদের মাংস হইতে প্রস্তরময় হৃদয় দূর করিব, ও তোমাদিগকে মাংসময় হৃদয় দিব। আর আমার আত্মাকে তোমাদের অন্তরে স্থাপন করিব, এবং তোমাদিগকে বিধিপথে চালাইব, তোমরা আমার শাসন সকল রক্ষা করিবে ও পালন করিবে।"

রোমীয় ৮:৭ : "কেননা মাংসের ভাব ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা, কারণ তাহা ঈশ্বরের ব্যবস্থার বশীভূত হয় না, বাস্তবিক হইতে পারেও না।" নিউ ইন্টারন্যাশনাল সংস্করণে বলা হয়েছে "যে হৃদয় মাংসের দ্বারা শাসিত হয় সেই হৃদয় ঈশ্বর বিদ্বেষী; তা ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত হয় না, বাস্তবিক হতে পারেও না।"

ঈলেন জি. হোয়াইট নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট করে বলেছেন,
"যে ব্যক্তি আজ্ঞা পালনের মাধ্যমে নিজ কাজের মাধ্যমে স্বর্গরাজ্যে যেতে চায়, সে অসম্ভবের লক্ষে কাজ করছে। বাধ্যতা ছাড়া মানুষ পরিত্রাণ পেতে পারে না, এমন কি তার কাজও তার পক্ষে কাজ করতে পারে না; একমাত্র খ্রীষ্টকে তার মঙ্গলজনক আনন্দের জন্য তার মধ্যে কাজ করতে হবে।"

আমি মনে করি এই তথ্যসূত্রটি আমাদের দেখানোর জন্য যথেষ্ট যে, পবিত্র আত্মার সাহায্য ছাড়া আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে সমর্থ্য নই। আমাদের মূল লক্ষ হল, আমাদের সবসময় ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আর ঈশ্বরই আমাদের তা পালনের জন্য শক্তিমন্ত করবেন। বিশ্বাসে ধার্মিকতার তত্ত্বের বিষয়ে এই জ্ঞান থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মুক্তিদায়ক। যা হোক, এই স্বল্প পরিসরে এই বিষয়টি এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়।

যদি কেউ সামর্থ্যের বা শক্তির বাইরে গিয়ে কিছু করার চেষ্টা করে তাহলে কি হতে পারে?

আমি প্রায়ই যখন বিষয়টি উপলব্ধি করি তখন কি ঘটে: আমি এটি করতে পারি না! এখন আমি আবারও ব্যর্থ হয়েছি! আমি মনে করি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা হতাশাজনক অভিজ্ঞতা লাভ করি।

আমার মনে হয়, বয়স্কদের তুলনায় নতুন প্রজন্মের কাছে এই সমস্যাটি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বয়স্ক লোকেরা পরিবারে, বিদ্যালয়ে এবং ব্যবসা ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিজ্ঞতার সিদ্ধান্ত নিতে অভ্যস্থ। এভাবে তারা খুব সহজেই হতাশায় ডুবে যায় না, কিন্তু যুব প্রজন্ম এমন নয়। কিন্তু

বয়স্ক হোক বা নতুন প্রজন্ম হোক সবার কাছেই সমস্যা সমানভাবে উপস্থিত হয়। একজন যুবক বা যুবতিই কেবল একে স্পষ্টভাবে দেখে। প্রত্যেক মাংসিক খ্রীষ্টিয়ানের নিজের শক্তিতে বিশ্বাসের পথে চলাই তাদের জন্য অন্যতম প্রধান সমস্যা, এটা সে জানুক বা না জানুক এটাই সত্য।

কিভাবে আমরা এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করি? কোনো ব্যক্তি হয়তো আরও একাগ্র হয়ে ঈশ্বরের সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করতে পারে এবং আরও কঠোরভাবে চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে। আবার অন্য ব্যক্তি হয়তো চিন্তা করে আমাদের একটা সংকীর্ণ মনের হওয়া উচিৎ নয়। এখন সে বিষয়টিকে আরও নৈমিত্তিক ভাবে দেখে ও হালকা বোধ করে। এরপরও অন্যরা সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস পরিত্যাগ করে এবং এমনকি এতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। একমাত্র সমস্যার দৃশ্যত উপস্থিত সমাধান হল ভুল সমাধান, কারণ এর পরিণতি আজ হোক, কাল হোক একসময় আসবেই। সঠিক সমাধান হল, ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে একান্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা কারণ এগুলো প্রেমের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের মঙ্গলের জন্যই দেওয়া হয়েছে। যা হোক, এ কাজের জন্য আমাদের ঈশ্বরের সাহায্যের প্রয়োজন আছে। সঠিক পদ্ধতি হল, পবিত্র আত্মার শক্তিতে বর্ধমান আনন্দ, অনুপ্রেরণা, শক্তি, সফলতা ও বিজয়ে জীবন যাপন করা।

মাংসিক সমস্যা

আমার মনে হয়, আমরা ইতোমধ্যে বুঝতে পেরেছি যে, এগুলো সবই মাংসিক খ্রীষ্টিয়ানদের ক্ষেত্রেই ঘটে। এখনও কি এটা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়নি যে, যীশু কেন 'না শীতল না তপ্ত' অনুসারি চান না? ঈশ্বর আমাদের জীবনের প্রাচুর্যতা সহকারে যেমন জীবন দিতে চান তেমন জীবন তাদের নেই এবং যদিও তাদের মধ্যকার অনেকেই জানে না– তবুও তারা অন্যদের কাছে মন্দ উদাহরণ। আমরা যতটা চিন্তা করি সমস্যা তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। "দ্বিধা বিভক্ত হৃদয়ের খ্রীষ্টিয়ানরা নাস্তিকদের চেয়েও খারাপ; কারণ তাদের প্রতারণাপূর্ণ বাক্য এবং কোনো দিকেই মতামত না দেওয়ার অবস্থান অন্যদের ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করে।" ঈলেন জি. হোয়াইট, চিঠি ৪৪।

মাংসিক খ্রীষ্টিয়ান হওয়ার দিকে পরিচালিত করার সম্ভাব্য বিষয়গুলো

নিচের ঘটনাগুলো লোকদের মাংসিক খ্রীষ্টিয়ান হওয়ার দিকে পরিচালিত করার সম্ভাব্য কারণ:

১) **অজ্ঞতা:** পবিত্র আত্মার সঙ্গে জীবন যাপন করার জন্য আমরা পর্যাপ্ত ভাবে নিজেদের সমর্পণ করি না অথবা আমরা পবিত্র আত্মার সঙ্গে জীবন যাপনের পদ্ধতি চর্চা করার চাবিকাঠিই জানি না।

২) **অবিশ্বাস বা বিশ্বাসের ঘাটতি–**যীশু খ্রীষ্টের প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পিত জীবন যাপনের পূর্বশত হল পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়া। অজ্ঞতার কারণেও এটা হতে পারে, আবার আমাদের ইচ্ছামত না চলতে দিয়ে প্রভু আমাদের ভিন্ন পথে চালাবেন এই ধারণার কারণেও হতে পারে। এর অর্থ হল ঈশ্বরের প্রেমের উপর আমাদের আস্থা নাই এবং তাঁর বিষয়ে জ্ঞানের ঘাটতি রয়েছে।

৩) **ভুল ধারণা:** কোনো ব্যক্তি মোটেও পবিত্র আত্মায় পূর্ণ না থেকে বা পর্যাপ্তভাবে পবিত্র আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক না গড়েও মনে করতে পারে সে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ। এই বিষটিকেই সচরাচর ঘটিত সমস্যা বলে মনে হয়।

৪) **অতি ব্যস্ত:** বর্তমান সময়ের লোকেরা এতটাই বোঝাগ্রস্ত ও ব্যস্ত যে তারা মনে করে খ্রীষ্টের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার বা গড়ে তোলার জন্য তাদের হাতে সময় নেই বা পর্যাপ্ত সময় নেই। অথবা তারা হয়তো সম্পর্ক গড়ার জন্য কিছুটা সময় ব্যয়ও করে কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে দায়সারা কাজের বাইরে আরও সমৃদ্ধি অর্জনের চেষ্টা করে না।

৫) **গুপ্ত পাপ, সম্ভবত অনুতাপের অভাব:** এটা অনেকটা সর্ট-সার্কিটের মত, এর অর্থ হল এখানে ঈশ্বরের শক্তির সঙ্গে কোনো যোগসূত্র নেই।

৬) **অধিকাংশ সময় নিজের ইচ্ছামত কাজ করা:** ঈশ্বরের বাক্য বলে: "ধার্মিক ব্যক্তি বিশ্বাস হেতুই বাঁচিবে"। আমি কি ঈশ্বরের উপর আস্থা রেখে সিদ্ধান্ত নেই নাকি আমার ইচ্ছা অনুসারেই নেই? রজার মরনেয়ুর এই কথাগুলো সত্যিই আমাকে মুগ্ধ করেছে: "আত্মারা লোকদেরকে খ্রীষ্ট এবং তাঁর ভাববাদীদের বাক্যে কর্ণাপাত না করে নিজেদের ইচ্ছার দিকে মনোনিবেশ করার জন্য প্ররোচিত করতে পারে। কি ঘটছে তা উপলব্ধি না করতে দিয়েই এই আত্মারা লোকদের জীবনের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়।" রজার মরনেয়ু, ***এ ট্রিপ ইনটু দ্যা সুপারন্যাচারাল, রিভিউ অ্যাণ্ড হেরাল্ড ১৯৮২, পৃষ্ঠা ৪৩।***

কেন আমি পবিত্র আত্মার জন্য প্রার্থনা করব, যদিও আমি ইতিমধ্যে পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিপূর্ণ

একদিকে, আমাদের মধ্যে থাকার জন্য পবিত্র আত্মাকে দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে বিশ্বাস সহকারে পবিত্র আত্মার জন্য প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে। আমরা কিভাবে এই আপাত দ্বন্দ্বের সমাধান করব?

একদিকে, যোহন ১৪:১৭ পদে যীশু বলেছেন, "কারণ তিনি তোমাদের নিকটে অবস্থিতি করেন ও তোমাদের অন্তরে থাকিবেন।" প্রেরিত ২:৩৮ পদে বলে "মন ফিরাও, এবং তোমরা প্রত্যেক জন তোমাদের পাপমোচনের নিমিত্ত যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও; তাহা হইলে পবিত্র আত্মারূপ দান প্রাপ্ত হইবে।"

অন্যদিকে,যীশু যখন প্রার্থনার বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছিলেন, লূক ১১:৯-১৩ পদ অনুসারে তখন তিনি বলেছিলেন, " . . . যাচঞা কর তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; . . . তবে ইহা কত অধিক নিশ্চয় যে, স্বর্গস্থ

পিতা, যাহারা তাঁহার কাছে যাচঞা করে, তাহাদিগকে পবিত্র আত্মাদান করিবেন।" ইফিষীয় ৫:১৮ পদে প্রেরিত পৌল লিখেছেন, " . . . আত্মাতে পরিপূর্ণ হও"। উভয় ক্ষেত্রেই মূল গ্রিক লেখনি অনুসারে, এটা একটি অবিরত চলমান নিবেদন।

সমাধানঃ

ঈলেন জি হোয়াইট তার '*অ্যাকট অব অপোজলস*' বইয়ে বলেছেন, "পবিত্র আত্মার কাজ সব সময়ই পবিত্র বাইবেলের বাক্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এটা যেভাবে প্রাকৃতিক দিক থেকে একইভাবে আধ্যাত্মিক দিক থেকেও সত্য। প্রাকৃতিক জীবন প্রতিটি মুহূর্তে ঐশ্বরিক শক্তিতে টিকে আছে; তবুও এটি সরাসরি অলৌকিক কাজের মাধ্যমে টিকে থাকে না, কিন্তু আমাদের নাগালের মধ্যকার রাখা আশীর্বাদের মাধ্যমেই টিকে থাকে। সুতরাং ঐ সব উপায় ব্যবহার করেই আত্মিক জীবন টিকে থাকে যা ঈশ্বর দিয়েছেন। খ্রীষ্টের অনুসারিরা যদি সঠিক মানব হিসেবে বেড়ে উঠতে চায় "সিদ্ধ পুরুষের অবস্থা পর্যন্ত, খ্রীষ্টের পূর্ণতার আকারের পরিমাণ পর্যন্ত" (ইফিষীয় ৪:১৩), বেড়ে উঠতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই জীবন খাদ্য গ্রহণ করতে হবে এবং পরিত্রাণের জল পান করতে হবে। তাকে অবশ্যই পর্যবেক্ষণ করতে হবে, প্রার্থনা করতে হবে এবং কাজ করতে হবে, আর এই সব নির্দেশনা ঈশ্বরের বাক্যে আগেই দেওয়া রয়েছে" (২৮৪ পৃষ্ঠা)।

জন্মের মাধ্যমে আমরা জীবন লাভ করি। এই জীবনে বেঁচে থাকার জন্য আমাদের খাবার খেতে হয়, পান করতে হয় এবং ব্যায়াম সহ অন্য অনেক কিছুই করতে হয়। আমাদের আত্মিক জীবনের ক্ষেত্রেও ঠিক একই পদ্ধতি প্রযোজ্য। জলে ও পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্মের মাধ্যমে পবিত্র আত্মাকে পেয়েছি (নতুন জন্ম) সুতরাং এই সমগ্র জীবন ব্যপি এই আত্মিক জীবন আমাদের মধ্যে টিকে থাকে। এই আত্মিক জীবনকে টিকিয়ে রাখার জন্য ঈশ্বর প্রদত্ত আত্মিক বিষয়গুলো আমাদের ব্যবহার করা অপরিহার্য, এগুলো হলঃ পবিত্র আত্মা, ঈশ্বরের বাক্য, প্রার্থনা, আমাদের সাক্ষ্য, ইত্যাদি।

যোহন ১৫:৪ পদে যীশু বলেছেন, "আমাতে থাক, আর আমি তোমাদের মধ্যে থাকি।" এ বিষয়ে '*সর্বযুগের বাসনা*' বইয়ে ঈলেন জি.

হোয়াইট বলেছেন, "খ্রীষ্টেতে থাকা মানে অবিরত পবিত্র আত্মা লাভ করা, তাঁর সেবার জন্য অখণ্ড বা অকুণ্ঠ সমর্পিত জীবন যাপন করা।"

এ কারণেই আমাদের প্রতিদিন অবশ্যই বিশ্বাসে পবিত্র আত্মার জন্য প্রার্থনা করতে হবেএবং আমাদের সহায় সম্বল যা কিছু আছে সব কিছু নিয়ে প্রতিদিন সকালে নিজেদের প্রভুর কাছে সমর্পণ করতে হবে।

আমার অবস্থান কোথায়?

এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আমি কোন দলে আছি তা নির্ণয় করা। আমার অবস্থান কোথায়?

আমার প্রিয় মায়ের বয়স যখন ২০ বছর ছিল, তখন তিনি এ কথা বলে একজন লোকের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন যে, তিনি বিশ্বাস নিয়ে আগ্রহী নন। আর ঐ লোকটি তখন উত্তর দিয়েছিলেন, "আর তুমি যদি আজ রাতেই মারা যাও তাহলে কি হবে?" এই কথাটি মায়ের মনে গভীরভাবে আঘাত করেছিল। কিন্তু এর খুব ইতিবাচক একটি প্রভাব পড়েছিল। এটি তাকে যীশু ও তাঁর মণ্ডলীর জন্য একটি সিদ্ধান্ত নিতে পরিচালিত করেছিল। হয়তো এই প্রশ্নটি আপনাকেও সাহায্য করবে:

ধরুন . . . আজ রাতে আপনি মারা গেলেন (হার্ট অ্যাটাত? দুর্ঘটনা, স্ট্রোক?) আপনার কি কোনো নিশ্চয়তা আছে যে আপনি যীশুর সঙ্গে অনন্ত জীবন ভোগ করবেন? কখনোই অনিশ্চতা নিয়ে জীবন কাটাবেন না?

সতর্ক সংঙ্কেত দেখিয়ে দেওয়া কিছু

যখনই আমি এই সমস্যার গুরুত্ব বুঝতে শুরু করেছি, তখন থেকে আমি খুবই সচেতন। এই অনুচ্ছেদটি যোগ করা উচিৎ কিনা এ বিষয়ে আমি অনেক ভেবেছি ও প্রার্থনা করেছি। যেহেতু এটি বর্তমান জীবনের ও অনন্ত জীবনের সুখ বিষয়ক এবং যেহেতু বৈবাহিক জীবনে মাণ্ডলীক জীবনে এবং কর্মজীবনে এর একটি বিশেষ প্রভাব রয়েছে তাই আমি একটি সুযোগ

নিচ্ছি। আমি ঠিক জানি না কে এটি প্রয়োগ করবে। কিন্তু যেহেতু আমি এর মাধ্যমে সাহায্য পেয়েছি তাই আমার ইচ্ছা যারা সচেতন তারা যেন এটা থেকে সাহায্য পায়। এটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে প্রত্যেক মাংসিক লোকের বিষয়টি উপলব্ধি করা উচিৎ; অন্যথায় সে ঈশ্বরের সাহায্য নিয়ে পরিবর্তিত হতে পারবে না। যীশু খ্রীষ্টের ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্কের মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর প্রেমে আমাদের প্রচুর আশীর্বাদ করতে চান। এর ফলে মহা ক্ষতি এড়িয়ে চলা সম্ভব এবং অপরিমেয় আশীর্বাদের অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব। আর সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হল, ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমরা খুব সহজেই প্রতীকার পেতে পারি (বিস্তারিত জানার জন্য ৩য় ও ৫ম অধ্যায় দেখুন)।

মাংসিক খ্রীষ্টিয়ানদের সমস্যাগুলো পবিত্র বাইবেলে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আলাদা আলাদা দল ও দলের আলাদা আলাদা ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা থাকতে পারে, কিন্তু মূল সমস্যা একটিই। পার্থক্যগুলো এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

- **"মাংসিক বা আত্মিক"–** রোমীয় ৮:১-১৭; ১ করিন্থীয় ৩:১-৪, গালাতীয় ৫:১৬-২১ এবং অন্যান্য পদগুলোতে বর্ণিত।

- **"নির্বোধ"** – মথি ২৫:১-১৩ পদের দশ কুমারীর দৃষ্টান্ত।
  "নির্বোধ কুমারীদের মাধ্যমে মণ্ডলীর অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে, লায়দোকিয়ায় অবস্থার বিষয়েও বলা হয়েছে।" ঈলেন জি. হোয়াইট, *রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড*, ১৮৯০।

- **"না শীতল না তপ্ত"** – প্রকাশিত বাক্য ৩:১৪-২১ পদের লায়দোকিয়া মণ্ডলীর প্রতি পত্র দেখুন।
  "তুমি হয় শীতল হইলে, নয় তপ্ত হইলে ভাল হইত" (প্রকাশিত ৩:১৫)। এটা কি বিস্ময়কর বিষয় নয়? নাতিশীতোষ্ণদের যীশু শীতল হতে বলেছেন। এ কথা বলার পেছনে তাঁর কি যুক্তি রয়েছে? "দ্বিধাবিভক্ত খ্রীষ্টিয়ানরা নাস্তিকদের চেয়েও খারাপ; কারণ তাদের প্রতারণাপূর্ণ বাক্য এবং কোনো দিকেই মতামত না

দেওয়ার অবস্থান অন্যদের ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করে। নাস্তিক নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে। কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ খ্রীষ্টিয়ানরা উভয় দলকেই প্রতারিত করে। সে না একদম খাঁটি জাগতিক না খাঁটি খ্রীষ্টিয়ান। অন্যরা যা করতে না পারে তা করার জন্যই শয়তান তাকে ব্যবহার করে।" ঈলেন জি. হোয়াইট, চিঠি ৪৪।

- **"নূতন জন্ম" হয়নি অথবা একই অবস্থানে স্থির নেই–** যোহন ৩:১-২১

"বর্তমান যুগের পৃথিবীতে নূতন জন্ম লাভের অভিজ্ঞতা খুবই দুর্লভ অভিজ্ঞতা। আর এ কারণেই মণ্ডলীর মধ্যে এত বেশি জটিলতা। অনেক লোক, এমন কি অধিকাংশ লোক খ্রীষ্টের নাম ধারণ করে কিন্তু তারা বিশুদ্ধ ও পবিত্র নয়। তারা হয়তো বাপ্তিস্ম নিয়েছে কিন্তু তারা জীবন্ত অবস্থায় সমাহিত হয়েছে। তাদের মধ্যকার অহম মারা যায় নি, আর তাই তারা খ্রীষ্টের নতুনত্বে জেগে ওঠেনি।" ঈলেন জি. হোয়াইট, *মেনুস্ক্রিপ্ট*, পৃষ্ঠা- ১৪৮।

- **ভক্তির অবয়বধারী–** "ভক্তির অবয়বধারী, কিন্তু তাহার শক্তি অস্বীকারকারী হইবে।" ২ তিমথীয় ৩:৫, এ বিষয়ে আর্থার জি. ডেনিয়েলস বলেছেন :

" . . . কিন্তু আচারনিষ্ঠা এমন কিছু যা চরমভাবে প্রতারণাপূর্ণ এবং ধ্বংসাত্মক। এটি গুপ্ত, অপ্রত্যাশিত গভীর খাদ, যা শতাব্দীব্যাপি বিভিন্ন সময়ে মণ্ডলীকে ভেঙ্গে চুরমার করে ধ্বংস করার জন্য হুমকী স্বরূপ ছিল। প্রেরিত পৌল আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে এই "ভক্তির অবয়বধারী"রা (২ তিমথীয় ৩:৫) যাদের ঈশ্বরীয় কোনো ক্ষমতা নেই [পবিত্র আত্মা দ্বারা পূর্ণ হয়নি] শেষ কালে অন্যতম ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে; আর তিনি আমাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, আমরা যেন এই আরামদায়ক ও আত্ম প্রতারণার আচরণ দ্বারা প্রতারিত না হই।" এ. জি. ডেনিয়েলস, *খ্রাইস্ট আওয়ার রাইচাসনেস*, পৃষ্ঠা- ২০।

ঈলেন জি. হোয়াইটের লেখনীতেও কিছু মর্মপীড়ক মন্তব্য রয়েছে:

- **খুব, খুবই অল্প সংখ্যক**

  "আমার দর্শনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাসাদসম দালানের দরজায় একজন পাহারাদার দাঁড়িয়ে ছিলেন, এবং যারাই ভেতরে যাবার জন্য দরজার কাছে আসতেন তাদের জিজ্ঞেস করতেন, "আপনি কি পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করেছেন?" পরিমাপক যন্ত্র তার হাতে ছিল, আর খুব অল্প, খুবই অল্প সংখ্যক লোক প্রাসাদের ভেতরে যাবার অনুমতি পেয়েছিলেন।" ঈলেন জি. হোয়াইট, *সিলেক্টেট ম্যাসেজ*, ১০৯ পৃষ্ঠা।

- **বিশজনের মধ্যে একজনও প্রস্তুত নয়**

  "এটি একটি ভাবগম্ভীর ও তৎপর্যপূর্ণ বিষয় যা আমি মণ্ডলীকে বলতে চাই, যাদের নাম মণ্ডলীর বইয়ে নিবন্ধিত আছে সেই বিশ জনের একজনও তাদের পার্থিব ইতিহাস বন্ধ করার জন্য প্রস্তুত নয়, আর জগতে একজন সাধারণ পাপী হিসেবে ঈশ্বরবিহীন ও আশা বিহীন থাকবে।" ঈলেন জি. হোয়াইট, *খ্রীষ্টিয়ান সার্ভিস*, ৪১ পৃষ্ঠা।

- **আমরা কেন এত নিষ্ক্রিয়?**

  "খ্রীষ্টের সৈনিকেরা কেন এত নিষ্ক্রিয় এবং উদাসীন? কারণ খ্রীষ্টের সঙ্গে তাদের সংযোগ নেই বললেই চলে; কারণ তারা তাঁর আত্মার বিষয়ে নিঃস্ব।" ঈলেন জি. হোয়াইট, *মহাসংঘর্ষ*, পৃষ্ঠা ৫০৭।

➢ **মহা বিপদ**

"আমি এখানে ঘাটতি ও অনিশ্চয়তার জীবন যাপন করব না; কিন্তু এখানে মহা ভয়াবহ বিপদ রয়েছে– এমনই এক বিপদ যা যথার্থভাবে উপলব্ধি করা হচ্ছে না– পাপে জীবন যাপন করার সময় ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার কাকুতির স্বরে কর্ণপাত করছি না; কারণ এমন ধরণের বিলম্ব সত্যিই ঘটে।" সিলেক্টেড ম্যাসেজ, ১০৯ পৃষ্ঠা। পাপের মূল কি? "কেননা তাহারা আমাতে বিশ্বাস করে না" যোহন ১৬:৯)। আমরা সত্যিই যীশুকে বিশ্বাস করি ও তাঁর উপর আস্থা আছে তার চিহ্ন হল তাঁর প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। সম্পূর্ণভাবে আমাদের আত্মসমর্পণ করতে হবে; আমাদের সব কিছুতে তাঁকে অনুসরণের আগ্রহ থাকতে হবে।

আমি বিষয়টি পুনরায় বলতে চাই: আমি এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদটি যোগ করার সুযোগ নিতে চাই, কারণ আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ ও অনন্ত জীবনের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং বিশেষত আমাদের বৈবাহিক জীবন, পারিবারিক জীবন ও মাণ্ডলীক জীবনে এর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে।

প্রশ্ন এবং আরও বেশি প্রশ্ন

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, আপনি কি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছেন নাকি হন নি? কিন্তু কখন একজন ব্যক্তি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হন? পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হবার জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বশর্তগুলো কি? যে ব্যক্তি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছেন তার জীবনের ইতিবাচক দিক কি কি? আপনি যখন পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়ার ভুল ধারণার মধ্যে থাকেন তখন কি ঘটে?

সংকেতের জন্য কৃতজ্ঞ থাকুন

প্রভুকে কৃতজ্ঞতা জানাই কারণ আমরা উদ্দীপনার বিষয়বস্তুর দিকে আরও বেশি নিজেদের নিয়োজিত রাখছি। আমি মনে করি, বর্তমান সময়ে পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমাদের পুনর্জাগরণের জন্য আমাদের মহান ও

করুণাময় ঈশ্বরের গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি রয়েছে। নিচের যুক্তিগুলো কি এই কারণ হতে পারে?

- তিনি আমাদের মধ্যকার ঘাটতি বা স্বল্পতা থেকে স্বস্তি দিতে চান এবং চান আমরা যেন লায়দোকিয়ার মত স্থান থেকে বেরিয়ে আসি।
- তিনি যীশুর আসন্ন দ্বিতীয় আগমনের এবং দ্বিতীয় আগমনের ঠিক আগ মুহূর্তের বিশেষ সময়ের জন্য আমাদের প্রস্তুত করতে চান।
- যারা "ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করে ও যীশুর সাক্ষ্য ধারণ করে" (প্রকাশিত বাক্য ১২:১৭) এবং "যীশুর বিশ্বাস ধারণ করে" (প্রকাশিত বাক্য ১৪:১২) তাদের মাধ্যমে তিনি জগতে সমাপণী মহা জাগরণ সৃষ্টি করতে চান (প্রকাশিত বাক্য ১৮:১, ২)।

আসুন আমরা ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই যেন প্রত্যেক মাংসিক খ্রীষ্টিয়ান খুব দ্রুত আত্মিক খ্রীষ্টিয়ানে পরিণত হতে পারে। আর যারা পবিত্র আত্মায় বসবাস করে তারা খ্রীষ্টেতে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে। এটাই আমাদের পরবর্তী কর্তব্য। এখন এই অধ্যায়ের শেষের দিকে আর একটি অভিজ্ঞতা লাভ করব।

নতুন প্রণোদনা ও মনের মধ্যকার আনন্দ

"আমার মণ্ডলীর এক বোন আমাকে "*স্টেপস টু পারসোনাল রিভাইভাল*" পুস্তিকাটি উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। এক কথায় বলা যায়, বইটি পড়ে আমি বিমোহিত, এর বিষয়বস্তু আমাকে মুগ্ধ করেছে। অনেক দিন যাবৎ আমি এমনই একটি বই খুঁজছিলাম আর অবশেষে এটি খুঁজে পেলাম। আর তখন থেকেই আমার আত্মিক জীবন গড়ে তোলার কাজ শুরু করলাম, আর কেবল এর পর থেকেই আমি উপলব্ধি করতে শুরু করলাম যে, আমাকে কিছু একটা করতে হবে: আমি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে যীশুর কাছে সমর্পণ করলাম। আর এর পর থেকেই প্রভু আমাকে খুব ভোরে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন এবং ব্যক্তিগত আরাধনা করার জন্য সময় করে দিতেন। ৪০ দিনের বই– থেকে আমি প্রতিদিন একটি অধ্যায় পড়তাম। আমি খুব সুস্পষ্টভাবে খেয়াল করলাম যে, যীশুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আরও

সুন্দর হচ্ছে। এটি দিনকে দিন আরও গভীর ও আন্তরিক হচ্ছে। পবিত্র আত্মা আমার মধ্যে কাজ করছেন। ৪০ দিনের এই বইটি পড়া শেষ করার পর আমি বইটির দ্বিতীয় খণ্ড পড়লাম। এরপর আমি উভয় বইই চারবার করে শেষ করেছি। আমি প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছে সহভাগিতা না চেয়ে কিছুই করতে পারতাম না। এর ফলাফল ছিল অসাধারণ, কারণ আমার নতুন উন্মাদনা ও মনের মধ্যকার আনন্দ অন্যদের কাছে অলক্ষিত ছিল না। এই সময়ে ঈশ্বরের সঙ্গে অনেক অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ হয়েছে। আমি এই সব অভিজ্ঞতা অন্যদের সঙ্গে সহভাগ করার সুযোগ খুঁজছিলাম। যীশুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অনেক বিষয়কেই গুরুত্বহীন করে তোলে এবং অপ্রয়োজনীয় উদ্বেগের সমাধান দেয়। আমি আশা ও প্রার্থনা করি যে, যে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ আমার হয়েছে তা আরও অনেক লোকেরও একই ধরণের অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ হবে।" এইচ. এস.

৩য় অধ্যায়

আমাদের সমস্যা সেগুলো কি সমাধানযোগ্য-কিভাবে?

আমাদের সমস্যার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের সমাধান কি? সুখী ও একনিষ্ঠ খ্রীষ্টিয়ান হওয়ার জন্য আমরা কিভাবে বৃদ্ধি পেতে পারি?

যীশু বলেছেন,
"আমাতে থাক, আর আমি তোমাদের মধ্যে থাকি।" (যোহন ১৫:৪)
খ্রীষ্টেতে থাকার অর্থ অবিরত পবিত্র আত্মা লাভ করা, তাঁর সেবার জন্য অবিভক্ত আত্মসমর্পণের জীবন যাপন করা।" ঈলেন জি. হোয়াইট, ***ডিজায়ার অব এজেজ,*** *পৃষ্ঠা ৬৭৬।*

এই দুটি অংশ হল আমাদের সব সমস্যার মূলের এবং একই সময়ে সুখী খ্রীষ্টিয়ান জীবনের স্বর্গীয় সমাধান। কেন? যীশু এই শব্দগুলো বলেছেন, "এই সকল কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি, যেন আমার আনন্দ তোমাদের মধ্যে থাকে, এবং তোমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়।" (যোহন ১৫:১১)। এই দুটো পদক্ষেপের মাধ্যমে (অবিরত পবিত্র আত্মা লাভ এবং সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ) খ্রীষ্ট আমাদের মধ্যে বাস করেন এবং এটাই যথার্থ সুখ পাওয়ার একমাত্র উপায়। কলসীয় ১:২৭ পদ গৌরব ধন সম্বন্ধে বলে: তোমাদের মধ্যে খ্রীষ্ট। এটা কি উল্লেখযোগ্য নয় যে,যীশু, দ্রাক্ষালতার এই দৃষ্টান্ত যোহন ১৪ অধ্যায়ের পবিত্র আত্মার প্রতিজ্ঞার সঙ্গে এবং যোহন ১৬ অধ্যায়ের পবিত্র আত্মার কাজের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করেছেন।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, আমরা যা-ই হই না কেন, এবং আমাদের যা কিছু আছে সব কিছু নিয়ে প্রতিদিনই ঈশ্বরের কাছে নিজেদের সমর্পণ করতে হবে যেন আমরা প্রতিদিন বিশ্বাসে পবিত্র আত্মার জন্য প্রার্থনা করতে পারি এবং পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করতে পারি।

প্রতিদিন যীশুর কাছে নিজেদের সমর্পণ করা কেন এত অপরিহার্য?

লূক ৯:২৩ পদে যীশু বলেছেন, "কেহ যদি আমার পশ্চাৎ আসিতে ইচ্ছা করে, তবে সে আপনাকে অস্বীকার করুক, প্রতিদিন আপন ক্রুশ তুলিয়া লউক, এবং আমার পশ্চাদগামী হউক।"

যীশু বলেছেন যে, শিষ্যত্ব হল প্রতিদিনের বিষয়। নিজেকে অস্বীকার করার অর্থ হল নিজের জীবনের নিয়ন্ত্রণ যীশুর হাতে তুলে দেওয়া। ক্রুশ তুলে বহন করার অর্থ এটা বোঝায় না যে আমাদের জীবনে প্রতিদিনই সমস্যা আসবে। কিন্তু এর অর্থ হল: আমাদের অহম বোধকে প্রতিদিন অস্বীকার করা এবং স্বেচ্ছায় ও আনন্দের সঙ্গে যীশুর কাছে সমর্পিত হওয়া– ঠিক যেভাবে প্রেরিত পৌল তার বিষয়ে বলেছিলেন: "আমি প্রতিদিন মরিতেছি"। যীশুর সময়ে যখন কোনো লোক ক্রুশ বহন করত, তখন তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত এবং তা কাজে পরিণত করা হত। সুতরাং ক্রুশ বহন করার অর্থ কঠোর পরিস্থিতিকে মেনে নেওয়া, যা যীশুকে অনুসরণ করার কারণেই এসেছে।

জন্মের মাধ্যমে আমরা এই রক্ত মাংসের জীবন পেয়েছি। আমাদের জীবন টিকিয়ে রাখার জন্য, শক্তি পাওয়ার জন্য এবং সুস্বাস্থ্য লাভের জন্য স্বাভাবিকভাবেই আমরা প্রতিদিন খাবার খাই। আমাদের আত্মিক জীবনকে দৃঢ় ও সুস্থ্য রাখার জন্য আমাদের ভিতরের সত্ত্বাকে প্রতিদিন যত্ন নেওয়া একান্ত আবশ্যক। এই যত্ন নেওয়ার কাজটি যদি আমাদের মাংসিক জীবনে ও একইভাবে আত্মিক জীবনে না থাকে তাহলে আমরা দুর্বল হয়ে পড়ব

এমন কি মারাও যেতে পারি। এর ফলে আমরা না পারব খেতে, না পারব খাবার সংরক্ষণ করে রাখতে, না পারব পবিত্র আত্মার সাহচার্য।

অ্যাক্ট অব অ্যপোজলস বইয়ে এ বিষয়ে মহামূল্যবান একটি পরামর্শ রয়েছে : "প্রাকৃতিক বিশ্বে যেমন আত্মিক বিশ্বেও একইরকম। ঐশ্বরিক শক্তির মাধ্যমে প্রাকৃতিক এই দেহ প্রতি মুহূর্তে রক্ষা করা হচ্ছে; তবুও এটা সরাসরি কোনো অলৌকিক কাজের মাধ্যমে টিকে থাকছে না, কিন্তু আমাদের নাগালের মধ্যে যে সব আশীর্বাদ রাখা হয়েছে তার মাধ্যমেই টিকে আছে। সুতরাং আত্মিক জীবন সেই সব উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে টিকে আছে যেগুলো যোগানদাতা দিয়েছেন।" ঈলেন জি. হোয়াইট, ২৮৪ পৃষ্ঠা।

সর্ব যুগের বাসনা বইয়ের এই মন্তব্যটি সত্যি আমাকে মুগ্ধ করেছে: আমাদের দিনের পর দিন প্রতিদিন খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতে হবে। ঈশ্বর আগামীকালের জন্য অগ্রিম সাহায্য করেন না।" ৩১৩ পৃষ্ঠা।

"কথোপকথনে আমাদের পবিত্রতা যতই সম্পূর্ণ হোক না কেন, এর কোনোই গুরুত্ব নেই যতক্ষণ না আমরা **প্রতিদিন** নবায়িত হই . . ." (ঈলেন জি. হোয়াইট, *রিভিউ অ্যাণ্ড হেরাল্ড*, জানুয়ারি ৬, ১৮৯৫)। "প্রতিদিন সকালে নিজেকে প্রভুর কাছে পবিত্র করুন, একেই আপনার দিনের প্রথম কাজ করে তুলুন। প্রতিদিন আপনার প্রার্থনা হোক, "হে প্রভু, আমাকে তোমর উপযুক্তভাবে পবিত্র করে নেও। আমার সব পরিকল্পনা তোমার চরণে রাখছি। আজকে তোমার সেবার জন্যই আমাকে ব্যবহার কর। আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক, এবং আমার সকল কাজ তোমার দৃষ্টিতে সিদ্ধ হোক।" এটাই প্রাত্যহিক কাজ। প্রতি সকালে ঐ দিনের জন্য নিজেকে প্রভুর কাছে উৎসর্গ করুন। আপনার সব পরিকল্পনা ও কাজ তাঁর কাছে সমর্পণ করুন, যেন তিনি তা চালিয়ে নেন অথবা যেটা অবাঞ্ছিত সেটা বাদ দিয়ে দেন। এভাবে দিনের পর দিন ঈশ্বরের হাতে নিজের জীবন সমর্পণ করার প্রার্থনা করুন, আর এতে আপনার জীবন আরও বেশি করে খ্রীষ্টের জীবনের অনুরূপ হয়ে উঠবে।" ঈলেন জি. হোয়াইট, *স্টেপস টু খ্রাইস্ট*, পৃষ্ঠা ৭০।

মরিস ভেনডেন বলেছেনঃ

"আপনি যদি প্রতিদিন প্রভুর সঙ্গে কথোপকথনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করে থাকেন তাহলে এটি আপনার জীবনের বিরাট সাফল্যস্বরূপ হতে পারে। থ্রট ফ্রম দ্যা মাউন্ট অব ব্লেসিং বইয়ের ১০১ পৃষ্ঠায় এই প্রতিজ্ঞার কথা লেখা আছে: "আপনি যদি সদাপ্রভুর অন্বেষণ করেন এবং প্রতিদিন পরিবর্তিত হন . . . আপনার বিরুদ্ধে সব গুঞ্জন থেমে যাবে, আপনার সব সঙ্কট দূর হয়ে যাবে, আপনার সামনের সব জটিল সমস্যার সমাধান হবে।" *–দিস অন রাইচাসনেস অন ফেইথ*, পৃষ্ঠা ৯৬।

প্রতিদিন নবায়নের মাধ্যমে যীশুর কাছে আত্ম সমর্পণের জীবন যাপন করার বিষয়টি আমরা প্রথম যখন তাঁর কাছে এসেছিলাম তখনকার মতই গুরুত্বপূর্ণ।

মরিস ভেনডেন পুনরায় বলেছেন: "ঈশ্বরের সঙ্গে থাকার প্রতিদিনের সম্পর্কটি নিরবিচ্ছিন্ন আত্মসমর্পণের দিকে পরিচালিত করে, প্রতি মুহূর্তে তাঁর আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার দিকে পরিচালিত করে।" *–দিস অন রাইচাসনেস অন ফেইথ*, পৃষ্ঠা ২২৩।

আমরা হয়তো নিশ্চিত হতে পারি যে: প্রতি সকালে আমরা যখন সজ্ঞানে যীশুর কাছে নিজেদের সমর্পণ করি, তখন আমরা সেই কাজটিই করি যা তিনি প্রত্যাশা করেন, কারণ তিনি বলেছেন: "আমার কাছে আইস . . . " (মথি ১১:২৮) এবং " . . . যে আমার কাছে আসিবে, তাহাকে আমি কোন মতে বাহিরে ফেলিয়া দিব না।" (যোহন ৬:৩৭)।

"ঈশ্বর আমাদের জন্য মহৎ মহৎ কাজ করতে চান। আমরা সংখ্যা বাড়ানোর মাধ্যমে বিজয় লাভ করতে পারব না, কিন্তু নিজেকে প্রতিদিন যীশুর কাছে সম্পূর্ণ সমর্পণ করার মাধ্যমেই পারব। আমাদের তাঁর শক্তিতে, ইস্রায়েলের বিক্রমশালী প্রভুতে নির্ভর করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। ঈলেন জি. হোয়াইট, *সনস অ্যান্ড ডটারস অব গড*, পৃষ্ঠা ২৭৯।

আমরা যখন তাঁর কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্ম-সমর্পণ করি তখন ঈশ্বর যে আমাদের মাধ্যমে ব্যাপক প্রভাব প্রকাশ করতে পারেন তা বর্ণনা করতে গিয়ে জন ওয়েসলি লিখেছেন: "একটি সৈন্যবাহিনীর পুরো দলের

সৈনিকেরা ঈশ্বরের কাছে ৯৯% সঁপে দিলে তাদের দিয়ে তিনি যে কাজ করতে পারেন তার চেয়ে যে ব্যক্তি নিজেকে ঈশ্বরের কাছে ১০০% সঁপে দিয়েছে তার একার মাধ্যমেই ঈশ্বর অনেক বেশি কাজ করতে পারেন।"

ঈলেন জি. হোয়াইট লিখেছেন, "যারা খ্রীষ্টের সঙ্গে সহ কার্যকারী হবে কেবল তারাই, কেবল যারা বলবে, প্রভু আমার যা কিছু আছে, তা সহনিজেকে সম্পূর্ণভাবে তোমার কাছে সমর্পণ করছি, এ সবই তোমার-কেবল তারাই প্রভুর পুত্র কন্যা হিসেবে স্বীকৃতি পাবে।" *ডিজায়ার অব এজেজ*, পৃষ্ঠা ৫২৩। "যারা নিজের আত্মা, দেহ, ও মন-প্রাণ ঈশ্বরের কাছে পবিত্র ভাবে উপস্থাপন করে কেবল তারাই অবিরত নতুন নতুনভাবে শারীরিক ও মানসিক শক্তি লাভ করবে। . . . পবিত্র আত্মা তাদের মন ও হৃদয়ে সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাদের সুযোগ সুবিধা বাড়িয়ে দেয় এবং বহুগুণে বৃদ্ধি করে এবং লোকদের পরিত্রাণের কাজে স্বর্গীয় বাহিনী তাকে সাহায্য করে। . . . আর মানবীয় দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও তাদের সসীম ক্ষমতায় তারা অসীম কাজ করতে সামর্থ্য হয়।" *ডিজায়ার অব এজেজ*, পৃষ্ঠা ৮২৭।

প্রতিদিন "পবিত্রীকৃত হওয়া" বা "অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া" অথবা "আত্ম সমর্পণ করা" বা "কথোপকথন করার" অনেক মূল্য রয়েছে।

কেন একজন ব্যক্তির প্রতিদিন পবিত্র আত্মার দ্বারা বাপ্তিস্ম নেওয়ার জন্য প্রার্থনা করা উচিৎ?

পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়ার অনুরোধ করার অর্থ হল যীশুর কাছে অনুরোধ জানানো যেন তিনি আমার সঙ্গে থাকেন। কারণ পবিত্র আত্মার মাধ্যমেই তিনি আমার মধ্যে বাস করেন। কিন্তু প্রতিদিন কেন?

ঈলেন জি. হোয়াইট, *দ্যা অ্যাক্ট অব দ্যা এপোজলস* বইয়ে লিখেছেন: ঈশ্বরের কাজের জন্য পবিত্রীকৃত হওয়া কার্যকারীদের জন্য চমৎকার সান্ত্বনা রয়েছে যা এমন কি খ্রীষ্টও তাঁর পার্থিব জীবনে প্রতিদিন তাঁর পিতার কাছ থেকে যাচঞা করতেন তা হল– প্রতিদিনের প্রয়োজনীয়

আনুগ্রহের সরবরাহ । . . . তাঁর নিজের উদাহরণ আশ্বাসবাণী স্বরূপ যা বিশ্বাস সহকারে– যেবিশ্বাস ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়ার জন্য এবং তাঁর কাজের জন্য অবিভক্ত আত্ম নিবেদনের জন্য পরিচালিত করে– ঈশ্বরের কাছে আন্তরিক, নিরবিচ্ছিন্ন মনোযোগের প্রার্থনা লোকদের জন্য পবিত্র আত্মার সাহায্য নিয়ে আসে যা তাদের পাপের যুদ্ধে ঢাল স্বরূপ সুরক্ষা দেয়।"

২ করিন্থীয় ৪:১৬ পদে একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রয়েছে, "আন্তরিক মনুষ্য দিনে দিনে নূতনীকৃত হইতেছে"।

আমাদের আন্তরিক মনুষ্যের প্রতিদিন যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। কিভাবে প্রতিদিন নূতনীকৃত হওয়া যায়? ইফিষীয় ৩:১৬–১৯ পদ অনুসারে, এটি পবিত্র আত্মার মাধ্যমেই ঘটে: "যেন তিনি আপন প্রতাপ-ধন অনুসারে তোমাদিগকে এই বর দেন, যাহাতে তোমরা তাঁহার আত্মা দ্বারা আন্তরিক মনুষ্যের সম্বন্ধে শক্তিতে সবলীকৃত হও; যেন বিশ্বাস দ্বারা খ্রীষ্ট তোমাদের হৃদয়ে বাস করেন; যেন তোমরা প্রেমে বদ্ধমূল ও সংস্থাপিত হইয়া, সমস্ত পবিত্রগণের সহিত বুঝিতে সমর্থ হও যে, সেই প্রশস্ততা, দীর্ঘতা, উচ্চতা ও গভীরতা কি, এবং জ্ঞানাতীত যে খ্রীষ্টের প্রেম, তাহা যেন জানিতে সমর্থ হও, এই প্রকারে যেন ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতার উদ্দেশে পূর্ণ হও।"

এর ফলাফল:

- নিয়মানুসারে প্রতিদিন পবিত্র আত্মার মাধ্যমে নূতনীকৃত হবার জন্য প্রার্থনা করা আবশ্যক।
- এর ফলে খ্রীষ্ট আমাদের মধ্যে বাস করেন।
- আমাদের আন্তরিক মনুষ্যের জন্য আপন প্রতাপের ধন অনুসারে তিনি আমাদের শক্তি দেন। ঈশ্বরের শক্তি হল অতিপ্রাকৃত শক্তি।
- এভাবে ঈশ্বরের প্রেম আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে।
- আর এটি হল জীবনের পথ যেখানে "ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা" (যোহন ১০:১০; কলসীয় ২:১০ দেখুন)।

অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ পাওয়া যায় ইফিষীয় ৫:১৯ পদে : " . . . আত্মাতে পূর্ণ হও"। মনে রাখুন যে, এটা পরামর্শের চেয়ে অনেক বেশি কিছু। এটি স্বর্গীয় আদেশ। আমাদের পিতা ঈশ্বর আশা করেন আমরা যেন পবিত্র আত্মার সাহচর্যে জীবন যাপন করি। এ বিষয়ে গ্রিক পণ্ডিত ওয়ার্নার ই. লেঙ্গি এই পাঠ্যাংশ আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে তুলে ধরেছেন, আর আমি জোহান্না মেহারের উক্তিটি তুলে ধরছি: "নিজেকে অবিরতভাবে এবং নিয়মিতভাবে পবিত্র আত্মার দ্বারা নবায়িত করুন।"

আমাদের পাঠ অধ্যয়ন সহায়িকা বলে: পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম নেওয়ার অর্থ সম্পূর্ণভাবে পবিত্র আত্মার প্রভাবে থাকা– সম্পূর্ণভাবে তাঁর মাধ্যমে "পূর্ণ হওয়া। এটা কেবল একবারের অভিজ্ঞতা নয়, কিন্তু এমন কিছু যা অবিরত বারংবার ঘটে, ঠিক যেভাবে প্রেরিত পৌল ইফিষীয় ৫:১৯ পদে গ্রিক ক্রিয়াপদ "পরিপূর্ণ হও" দ্বারা প্রকাশ করেছেন।" **শাব্বাথ স্কুল স্টাডি গাইড**, জুলাই ১৭, ২০১৪।

প্রেরিত পৌল ইফিষীয়দের প্রতি পত্রের ৫ অধ্যায়ে লিখেছেন, এমন কি এর আগের ১:১৩ পদেও তিনি লিখেছেন, "খ্রীষ্টে থাকিয়া তোমরাও সত্যের বাক্য, তোমাদের পরিত্রাণের সুসমাচার, শুনিয়া এবং তাঁহাতে বিশ্বাসও করিয়া সেই অঙ্গীকৃত পবিত্র আত্মা দ্বারা মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছ।" ইফিষীয়রা ইতোমধ্য পবিত্র আত্মা পেয়েছেন। তবুও তাদের জন্য "তাঁর আত্মার দ্বারা শক্তিমন্ত হওয়া" এবং "পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়া" এবং "নিজেকে অবিরত ও ধারাবাহিকভাবে পবিত্র আত্মার মাধ্যমে নূতনীকৃত করা" অত্যাবশ্যক ছিল। ৪:৩০ পদে তিনি আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন যেন পবিত্র আত্মাকে দুঃখ না দেই ও অগ্রাহ্য না করি।

ঈলেন জি. হোয়াইট বলেছেন:

"প্রতিদিন পবিত্র আত্মার মাধ্যমে বাপ্তিস্ম নেওয়ার জন্য প্রত্যেক কার্যকারীর ঈশ্বরের কাছে মিনতি করা উচিৎ"। (*অ্যাকট অব এপোজলস*, ৫০ পৃষ্ঠা।)

"আমরা যেন খ্রীষ্টের ধার্মিকতা পেতে পারি এ জন্য, স্বর্গীয় প্রকৃতির অংশ হবার জন্য, আমাদের প্রতিদিন পবিত্র আত্মার প্রভাবে রূপান্তরিত হওয়া প্রয়োজন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করা, হৃদয় শুচি ও পবিত্র

করা, সমগ্র দেহকে যোগ্য করে তোলা পবিত্র আত্মার কাজ।" ঈলেন জি. হোয়াইট, **সিলেক্টেড ম্যাসেজ,** পৃষ্ঠা ৩৭৪।

অন্য একটি স্থানে প্রভু এই দাসীর মাধ্যমে বলেছেন: "যারা পবিত্র শাস্ত্রের মাধ্যমে ঈশ্বরের বাক্যে মুগ্ধ হয়েছে এবং এর শিক্ষামালা গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেছে, তাদের **প্রতিদিন** শিখতে হবে, **প্রতিদিন** আত্মিক **সাহায্য ও শক্তি** লাভ করতে হবে, যা প্রত্যেক প্রকৃত বিশ্বাসীর জন্য পবিত্র আত্মার বরের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে।" **দ্যা সাইনস অব দ্যা টাইমস**, মার্চ ৮, ১৯১০।

এর সঙ্গে যোগ করে তিনি বলেছেন, "আমাদের প্রতিদিন খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতে হবে। ঈশ্বর কখনো আগামী কালের জন্য আশীর্বাদ বর্ষণ করেন না।" *দি ডিজায়ার অব এজেজ*, ৩১৩ পৃষ্ঠা।

অন্য একটি স্থানে তিনি লিখেছেন, "আমাদের উন্নতি বা সমৃদ্ধির জন্যই প্রতি মুহূর্তে স্বর্গীয় প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের হয়তো একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ঈশ্বরের আত্মার সাহচর্য রয়েছে, কিন্তু প্রার্থনা ও বিশ্বাসের মাধ্যমে **আমাদের অবিরতভাবে আরও বেশি পবিত্র আত্মার সাহচর্য চাইতে হবে**।" ঈলেন জি. হোয়াইট, *দি রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড*, মার্চ ২, ১৮৯৮।

একটি পত্রিকায় আমি এই উক্তিটি পেয়েছি: **"আপনার প্রতিদিন প্রেমে বাপ্তিস্ম নেওয়া প্রয়োজন** যা প্রেরিতদের সময়ে তাদেরকে একসূত্রে গেঁথে রেখেছিল।" *টিস্টিমনিজ ফর দ্যা চার্চ*, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা– ১৯১।

রোমীয় ৫:৫ পদ আমাদের দেখায় যে, ঈশ্বরের প্রেম পবিত্র আত্মার মাধ্যমে অন্তরে বর্ষণ করা হয়। এই একই বিষয় আমরা ইফিষীয় ৩:১৭ পদে পাই। পবিত্র আত্মার মাধ্যমে প্রতিদিন বাপ্তিস্ম গ্রহণ (পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়া), একই সময়ে প্রতিদিন প্রেমেও বাপ্তিস্ম দেয় (ঈশ্বরের আগাপে প্রেমে পূর্ণ করে)। এছাড়া, গালাতীয় ৫:১৬ পদে এটি বলে যে, এর ফলে পাপের শক্তি কবলিত হল।

ব্যক্তিগত আরাধনার গুরুত্ব

ব্যক্তিগত আরাধনা কতটা গুরুত্বপূর্ণ? প্রতিদিন যীশুর কাছে সমর্পিত হওয়া এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য প্রার্থনা করা কি এতই গুরুত্বপূর্ণ?

প্রাত্যহিক আরাধনা এবং বিশ্রামবার পবিত্রভাবে পালন করা হল আত্মিক জীবনের ভিত্তি স্বরূপ।

আমরা ইতোমধ্যে বাইবেল পদ ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উদ্ধৃতি পড়েছি। সেগুলো আমাদের দেখিয়েছে যে, অভ্যন্তরের ব্যক্তি প্রতিদিন নরায়িত হচ্ছে। এটি আমাদের প্রতিদিনের ব্যক্তিগত আরাধনার উপর স্পষ্টভাবে আলোকপাত করেছে।

ধর্মধামের সব আরাধনা কাজের ভিত্তিস্বরূপ ছিল প্রাতঃকালিন ও সান্ধ্যকালিন হোম উৎসর্গ। বিশ্রাম দিনে প্রতিদিনের হোম উৎসর্গের পাশাপাশি অন্যান্য হোম উৎসর্গ করতে হত (গণনা ২৮:৪, ১০)। হোম উৎসর্গের কি ধরণের তাৎপর্য রয়েছে?

"হোম উৎসর্গ প্রভুর কাছে পাপীর সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণকে উপস্থাপন করে। এতে ঐ ব্যক্তি নিজের জন্য কিছুই রাখে না, কিন্তু সব কিছুই ঈশ্বরের অধীন থাকে।" ফ্রিট্জ রিনেকার।

প্রাতঃকালিন এবং সান্ধ্যকালিন হোম উৎসর্গের জন্য যে সময় নির্ধারিত ছিল, সেই সময়টি ছিল পবিত্র, এবং সমগ্র যিহূদী জাতি নির্ধারিত সময়ে তা পালন করতে আসতেন। . . . এই প্রথা অনুসারে খ্রীষ্টিয়ানদের প্রাতঃকালিন ও সান্ধ্যকালিন আরাধনার রীতি এসেছে। যেখানে ঈশ্বর আরাধনার আত্মা ছাড়া স্রেফ আনুষ্ঠানিকতাকে অযোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন, সেক্ষেত্রেও যারা তাঁকে প্রেম করে, সকালে ও সন্ধ্যায় কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চায় এবং তাদের প্রয়োজনীয় আশীর্বাদের জন্য অনুনয় বিনয় করে তাদের প্রতি তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্টি নিয়ে দৃষ্টিপাত করেন।" ঈলেন জি. হোয়াইট, *প্যাট্রিয়ার্কস অ্যান্ড প্রোফেটস*, ৩৫৩ পৃষ্ঠা।

আপনি কি খেয়াল করেছেন যে, প্রাত্যহিক আরাধনা আমাদের আত্মিক জীবনের ভিত্তির জন্য বিশ্রামবারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত? এছাড়া,

প্রতিদিন যীশু খ্রীষ্টের কাছে আত্ম সমর্পণের মাধ্যমে যারা পবিত্র আত্মাকে তাদের জীবনে আহ্বান জানায় তাদের বিষয়ে কি এটা স্পষ্ট করে কিছু বলে?

আপনার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আত্মিক নীতিমালা কি আপনি গড়ে তুলেছেন: প্রতিদিন সব কিছুর উপরে ঈশ্বরকে প্রাধান্য দেওয়া? যীশু পর্বতে দত্ত উপদেশে বলেছেন:

"কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার ধার্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা কর, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে।" (মথি ৬:৩৩)।

আপনার হৃদয়ে যখন খ্রীষ্ট থাকেন তখই এই পৃথিবীতে আপনি ঈশ্বরের রাজ্যে থাকেন। এই কারণে আমাদের প্রতিদিন আত্ম-সমর্পণ করা প্রয়োজন এবং আমাদের আরাধনার সময়ে প্রতিদিন পবিত্র আত্মা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করা উচিৎ। আমরা যখন ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াব তখন সেই চূড়ান্ত সময় হবে: আমাদের কি খ্রীষ্টের সঙ্গে রক্ষাকারী ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল এবং আমরা কি প্রতিনিয়ত তাঁতে অবস্থান করেছি? (যোহন ১৫:১-১৭ পদ দেখুন) আপনি কি আরও অতিরিক্ত কিছুর জন্য বাসনা করেন না– আপনার বিশ্বাসে জীবনের মহত্তর পরিপূর্ণতার জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না?

যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সঙ্গে সামান্য সময়ও যাপন করে না বা তাঁর সঙ্গে একান্তে সময় কাটায় না বা আরাধনার জন্য অপর্যাপ্ত সময় কাটায় যা সম্ভবত সপ্তাহে একবার বা দুবার করার মাধ্যমেই সময় কাটায়, এই সব লোকেরা সপ্তাহে একবার খাবার খাওয়ার মতই একই কাজ করছে। এটা কি সপ্তাহে মাত্র একবার খেয়েই দেহের পুষ্টিলাভের মত অযৌক্তিক না? এর অর্থ কি এটাই নয় যে– আরাধনা ছাড়া একজন খ্রীষ্টিয়ান মাংসিক খ্রীষ্টিয়ান?

”

আমরা যেন খ্রীষ্টের ধার্মিকতা পেতে পারি এ জন্য, স্বর্গীয় প্রকৃতির অংশ হবার জন্য, আমাদের প্রতিদিন পবিত্র আত্মার প্রভাবে রূপান্তরিত হওয়া প্রয়োজন।

“

এটা আরও বুঝায় যে, সে যদি তার অবস্থানে অপরিবর্তিত থাকে তাহলে সে রক্ষাপ্রাপ্ত নয়। আমরা যখন মাংসিক খ্রীষ্টিয়ান তখন আমাদের আরাধনার বিষয়টি কেবল বাধ্যবাধকতায় পরিণত হয়। আর আমরা যখন আত্মিক খ্রীষ্টিয়ান তখন আমাদের আরাধনা আরও অনেক বেশি প্রাণবন্ত ও অত্যাবশ্যকীয় বলে মনে হয়।

বেশ কিছু বছর আগে আমি জিম ভায়াস নামে এক লোকের লেখা একটি পুস্তিকা পড়েছিলাম: *আই ওয়াজ এ গ্যাংস্টার*। তিনি একজন অপরাধী ছিলেন, যিনি পরবর্তী সময়ে পরিবর্তিত হয়েছিলেন। তিনি সর্বান্তঃকরণে তার পাপ স্বীকার করেছিলেন–উদাহরণ হিসেবে বলা যায়– মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া, চুরি করা, ইত্যাদির জন্য। তিনি আসাধারণ স্বর্গীয় স্বাদ পেয়েছিলেন। বইটি আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি নিজেকেই বলেছিলাম: সব দিক থেকে আমার ভালোই চলছিল, কিন্তু ঐ লোকটার মত আমার কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। আর তখন আমি সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করলাম : “স্বর্গীয় পিতা, আমিও আমার জানা ও স্মরণে থাকা সব পাপস্বীকার করতে চাই, এমন কি যে সব পাপ তুমি আমাকে এ যাবৎ দেখিয়ে দিয়েছ সবই স্বীকার করতে চাই। এছাড়া, এখন থেকে আমি এক ঘণ্টা আগে ঘুম থেকে জেগে উঠব যেন প্রার্থনা করতে পারি ও বাইবেল পড়তে পারি। আর তারপর আমি দেখতে চাই তুমি আমার জীবনেও হস্তক্ষেপ কর কিনা।”

ঈশ্বরের গৌরব হোক! তিনি আমার জীবনে হস্তক্ষেপ করেছেন। আর তখন থেকে, বিশেষত আমার প্রাতঃকালিন উপাসনা বিশ্রামবারের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে, ঈশ্বরের সঙ্গে আমার জীবনের ভিত্তি হয়ে উঠেছে।

প্রাত্যহিক আত্ম-সমর্পণ ও প্রতিদিন পবিত্র আত্মার মাধ্যমে পরিপূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে আমাদের জীবন মঙ্গলজনকভাবে পরিবর্তিত হবে। আর আমাদের ব্যক্তিগত আরাধনার সময়েই এটি ঘটবে।

সত্যে ও আত্মায় আরাধনা করা

আসুন আমরা আরাধনার বিষয়টি নিয়ে ধ্যান করি। মানব জাতির প্রতি ঈশ্বরের শেষ বার্তায় সেই পশুকে আরাধনা করার বিষয়টি, ঈশ্বরকে আরাধনা করার সঙ্গে সাংঘর্ষিক, (প্রকাশিত বাক্য ১৪:৬-১২)। আরাধনার বাহ্যিক চিহ্ন হল বিশ্রামবার (সৃষ্টিকর্তার আরাধনা করা)। আরাধনার আভ্যন্তরীন আচরণ যোহন ৪:২৩, ২৪ পদে বর্ণনা করা হয়েছে: "কিন্তু এমন সময় আসিতেছে, বরং এখনই উপস্থিত, যখন প্রকৃত ভজনাকারীরা আত্মায় ও সত্যে পিতার ভজনা করিবে; কারণ বাস্তবিক পিতা এইরূপ ভজনাকারীদেরই অন্বেষণ করেন। ঈশ্বরের আত্মা; আর যাহারা তাঁহার ভজনা করে, তাহাদিগকে আত্মায় ও সত্যে ভজনা করিতে হইবে।"

সত্যে ভজনা করার অর্থ সজ্ঞানে আরাধনা করা, কিন্তু একই সঙ্গে পবিত্র আত্মায়ও পূর্ণ হতে হবে। সত্যে ভজনা করার অর্থ যীশুর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পিত জীবন যাপন করা, যিনি সত্যময় ব্যক্তি। যীশু বলেছেন, "আমি সত্য" (যোহন ১৪:৬)। আর এর অর্থ হল, যীশুতে বাস করার মাধ্যমে ঈশ্বরের বাক্য ও নির্দেশনা অনুসারে জীবন যাপন করা, কারণ তিনি বলেছেন: "তোমার বাক্যই সত্যস্বরূপ" (যোহন ১৭:১৭) আর গীতসংহিতা ১১৯:১৪২ পদে বলেছেন : "তোমার ব্যবস্থা সত্য"। আমাদের যদি এখন প্রকৃত সম্পর্ক না থাকে তাহলে কি আমরা সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে পরার বিপদের মধ্যে আছি না? আর সব মাংসিক খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য এটাই হবে বড় সমস্যা।

আমার মনে হয় আমরা সবাই ঈশ্বরের আশীর্বাদে উন্নতি করতে চাই এবং জ্ঞানে বৃদ্ধি পেতে চাই। এটা হতে পারে যে, নিচের মিথ্যা বিশ্বাসগুলো অনেকের এগিয়ে যাওয়ার পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ ছিল।

বাপ্তিস্ম ও পবিত্র আত্মা

কিছু কিছু লোক মনে করে তারা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ কারণ তারা বাপ্তিস্ম নিয়েছে, আর এটাই যথেষ্ট, তাই তাদের আর কিছুই করার প্রয়োজন নেই। ডি.এল. মোদি এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন: "অনেক লোক চিন্তা করে, যেহেতু তারা একবার পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছে তাই তারা সারাজীবনের জন্য পবিত্র আত্মায় পূর্ণ আছে। হে আমার বন্ধুরা, আমরা ছিদ্রযুক্ত পাত্র, তাই আমাদের পরিপূর্ণ থাকার জন্য অবিরত ঝর্ণার নিচে থাকা আবশ্যক।" ***দে ফাউন্ড দ্যা সিক্রেট–*** পৃষ্ঠা ৮৫।

যোষেফ এইচ. ওয়াগনার বলেছেন:

"সব ক্ষেত্রে, যেখানেই পবিত্র আত্মার দানের প্রমাণ হিসেবে বাপ্তিস্মকে দেখা হয়, সেখানে অনুতপ্ত পাপীকে মাংসিক নিরাপত্তার বলয়ে ঘুম পরিয়ে রাখা হয়। ধীরে ধীরে সে বিশ্বাস করে যে, বাপ্তিস্ম হল ঈশ্বরের অনুগ্রহের একটি চিহ্ন। বাপ্তিস্ম এবং পবিত্র আত্মা তার হৃদয়ে না থাকার বিষয়টি তার চিহ্ন বা "সাক্ষ্যে" পরিণত হয়।" *দ্যা স্প্রিরিট অব গড–* ৩৫পৃষ্ঠা।

নিঃসন্দেহে বাপ্তিস্ম একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়: এটি ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এর একটি মহা তাৎপর্য রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু আমরা কোনো এক সময়ে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছিলাম, অতীতের দিকে দৃষ্টি দিয়ে সেই সন্তুষ্টিতে ভোগা উচিৎ নয়। এর পরিবর্তে, আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি জানা উচিৎ এবং **এখন** আমরা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ কিনা সেই অভিজ্ঞতা যাচাই করা উচিৎ।

এমন কি অনেক লোক বাপ্তিস্ম নেওয়ার **আগেই** পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছিলেন– উদাহরণ হিসেবে বলা যায়–কর্নেলিয়াস ও তার পরিবারবর্গ অথবা শৌল। অন্যরা বাপ্তিস্ম নেওয়ার **পরে** পবিত্র আত্মা লাভ করেছিলেন– উদাহরণ স্বরূপ–শমরীয়রা অথবা ইফিষের সেই **১২** জন লোক। কিন্তু বাপ্তিস্মের আগে হোক বা বাপ্তিস্মের সময়ে বা পরে হোক পবিত্র আত্মা লাভের বিষয়টি একই ফল আনে: কিন্তু ঘটনা হল আমরা কোনো এক সময়ে পবিত্র আত্মা লাভ করেছিলাম, কিন্তু আমাদের মধ্যে এখন সেই

পবিত্র আত্মা আছে কিনা। অতীতে কি ঘটেছে এটা এত গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু এখন– আজকে অবস্থা কেমন সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।

আমি আপনাদের আবারও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই: জন্মের মাধ্যমে আমরা আমাদের দৈহিক শরীর লাভ করি। প্রাত্যহিক খাবার, পানীয়, ব্যায়াম, ঘুম, বিশ্রাম, ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের দেহ টিকে থাকে, এগুলো না থাকলে আমরা খুব বেশি সময় বেঁচে থাকতে পারতাম না। আমাদের দৈহিক জীবনের মত আত্মিক জীবনেও একই নীতি প্রযোজ্য। পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমরা নতুন জীবন লাভ করি, মূলত যখন আমরা আমাদের জীবন সম্পূর্ণভাবে খ্রীষ্টের কাছে সঁপে দেই তখনই তা লাভ করি। আমাদের আত্মিক জীবন পবিত্র আত্মা, প্রার্থনা, ঈশ্বরের বাক্য ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিপালিত হয়। ঈলেন জি. হোয়াইট বলেছেন: "প্রতি মূহূর্তে আমাদের প্রাকৃতিক জীবন স্বর্গীয় শক্তির মাধ্যমে সংরক্ষিত হচ্ছে; তবুও এটা সরাসরি অলৌকিক কাজের মাধ্যমে টিকে থাকে না, কিন্তু আমাদের সাধ্যের মধ্যে আশীর্বাদের আঁকরগুলো ব্যবহারের মাধ্যমেই টিকে থাকে। একইভাবে, আমাদের যোগানদাতা সদাপ্রভু যে সব জিনিস দিয়েছেন তার ব্যবহারের মাধ্যমেই আমাদের আত্মিক জীবন টিকে থাকে।" *অ্যাক্টস অব এপোজলস*, পৃষ্ঠা ২৮।

দৈহিক জীবন বা আত্মিক জীবন কোনোটিই স্বয়ংক্রিয়ভাবে টিকে থাকে না। ঈশ্বর আমাদের জন্য যা কিছুর যোগান দিয়েছেন তার ব্যবহারের উপরই এর টিকে থাকা নির্ভর করে।

এর অর্থ হল: আমাদের যখন পুনর্জন্ম হয় তখন আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য পবিত্র আত্মা দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের সঙ্গে সার্বক্ষণিকভাবে পবিত্র আত্মা থাকার বিষয়টি, ঈশ্বর আমাদের যে "সহায়" দিয়েছেন তা প্রতিদিন ব্যবহার করার উপর নির্ভর করে। আমরা যদি এই সব "সহায়" ব্যবহার না করি তাহলে আমরা কি ফল আশা করতে পারি?

এই সব "সহায়ের" মধ্যে পবিত্র আত্মা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া, প্রার্থনা, ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত থাকা, আরাধনার কাজে এবং অন্যান্য কাজে অংশগ্রহণ করাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমার মনে হয় আমরা একমত হতে পারি যে, বিধি হিসেবে প্রতিদিন অভ্যন্তরীণ সত্তার যত্ন নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমরা যদি তা না

করি তাহলে আমাদের দুঃখজনক পরিণতির অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে। আমরা না পারব আগে খেতে না পারব পবিত্র আত্মার সঙ্গে একীভূত হতে। "ঈশ্বর আগামীকালের জন্য আশীর্বাদ বর্ষণ করেন না" (*ডিজায়ার অব এজেজ*)। আমার মনে হয় যুক্তিসঙ্গতভাবে এটা স্পষ্ট যে, প্রতিদিন যীশুর কাছে আত্ম সমর্পণ করা একান্ত প্রয়োজন এবং একইভাবে প্রতিদিনই আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মাকে আমন্ত্রণ জানানো উচিৎ।

উভয় কাজই একই উদ্দেশ্য বহন করে– এগুলো একই পয়সার দুটো পিঠ; খ্রীষ্টের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থাকা।তাঁর কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়ার মাধ্যমে আমি নিজেকে তাঁকে দিয়ে দেই এবং পবিত্র আত্মা পাওয়ার জন্য বিনতির মাধ্যমে আমার হৃদয়ে তাঁকে আমন্ত্রণ জানাই। অন্যান্য বাইবেল পদের মধ্যে ১ যোহন ৩:২৪ (এছাড়া যোহন ১৪:১৭, ২৩ পদ দেখুন) দেখায় যে, পবিত্র আত্মার মাধ্যমে যীশু খ্রীষ্ট আমাদের মধ্যে বাস করেন: "আর তিনি আমাদিগকে যে আত্মা দিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা আমরা জানি যে, তিনি আমাদের মধ্যে থাকেন।"

পবিত্র আত্মার প্রভাব

পবিত্র আত্মা যখন আমার মধ্যে থাকেন, তখন খ্রীষ্ট যা অর্জন করেছেন তা আমার মধ্যে সম্পন্ন করেন। রোমীয় ৮:২ পদ বলে : "কেননা খ্রীষ্ট যীশুতে জীবনের আত্মার যে ব্যবস্থা, তাহা আমাকে পাপের ও মৃত্যুর ব্যবস্থা হইতে মুক্ত করিয়াছে।" আমরা "আত্মার ব্যবস্থাকে" সেই পদ্ধতি হিসেবে ব্যখ্যা করতে পারি, যেখানে পবিত্র আত্মা– ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত ব্যক্তির হৃদয়ে কাজ করেন। খ্রীষ্ট যা সম্পন্ন করেছেন তা কেবল পবিত্র আত্মাই আমার জীবনে নিয়ে আসতে পারেন। ঈলেন জি. হোয়াইট বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: **"পবিত্র আত্মাকে নতুন জন্ম লাভের প্রতিনিধি হিসেবে দেওয়া হয়েছে, এবং এটি ছাড়া খ্রীষ্টের আত্মত্যাগ আমাদের জন্য উপকারার্থক হত না**। . . . পৃথিবীর ত্রাণকর্তার মাধ্যমে যে কাজ সম্পন্ন করেছে তা এই পবিত্র আত্মাই সার্থক করেছেন। আত্মার মাধ্যমেই হৃদয় বিশুদ্ধ হয়। পবিত্র আত্মার মাধ্যমে লোকেরা স্বর্গীয় পবিত্র প্রকৃতির অংশ হয় . . . ঈশ্বরের শক্তি তাদের দাবী ও অভ্যর্থনার

অপেক্ষায় থাকে।" (ঈলেন জি. হোয়াইট- *ডিজায়ার অব এজেজ*, ৬৭১ পৃষ্ঠা)।

থমাস এ. ডেভিস বিষয়টিকে এভাবে বর্ণনা করেছে: "এর অর্থ হল, এমন কি লোকদের জন্য খ্রীষ্টের ত্যাগস্বীকারের কার্যকারীতা পবিত্র আত্মার উপর নির্ভর করে। পবিত্র আত্মাকে ছাড়া– এই পৃথিবীতে যীশু যা-কিছুই করেছেন, গেৎশিমানীতে, ক্রুশের উপর, পুনরুত্থান এবং স্বর্গে মহাযাজক হিসেবে পরিচর্যাকাজ– সবই ব্যর্থ হয়ে পড়বে। খ্রীষ্টের কাজের প্রভাব বিশ্বের অন্যান্য বড় বড় ধর্মের নেতৃবৃন্দ বা পার্থিব নেতৃবৃন্দের চেয়ে খুব বেশি সহায়ক হত না। কিন্তু যদিও খ্রীষ্ট এগুলোর চেয়ে অনেক অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ, তবুও তিনি মানব জাতিকে কেবল তাঁর উদাহরণ ও শিক্ষার মাধ্যমে রক্ষা করতে পারতেন না। লোকদের মধ্যে পরিবর্তন আনার জন্য তাদের মধ্যে কাজ হওয়া একান্ত আবশ্যক। আর এই কাজ পবিত্র আত্মার মাধ্যমেই হয়, মানুষের হৃদয়ে এই কাজগুলো করার জন্যই পবিত্র আত্মাকে পাঠানো হয়েছে– আর একমাত্র যীশুর মাধ্যমে এই পবিত্র আত্মাকে পাঠানো সম্ভব হয়েছে।" থমাস এ. ডেভিস, *হাউ টু বি এ ভিক্টোরিয়াস খ্রীষ্টিয়ান*।

আপনি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য এই একটি মাত্র কারণই কি যথেষ্ঠ নয়?

"পবিত্র আত্মা যখন হৃদয়ে অবস্থান নেন, তখন তিনি জীবনকে পরিবর্তন করে দেন। মনের সব স্বার্থপর চিন্তাভাবনা দূর হয়ে যায়, মন্দ কাজগুলো দূর হয়; এবং রাগ, ক্রোধ, হিংসা, বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্বের পরিবর্তে হৃদয়ে প্রেম, মানবিকতা ও শান্তি অবস্থান করে। আনন্দ বিষাদের স্থান গ্রহণ করে, এবং মুখমণ্ডলে স্বর্গীয় প্রভা পরিলক্ষিত হয়" ঈলেন জি. হোয়াইট– *ডিজায়ার অব এজেজ* ১৭১ পৃষ্ঠা।

পবিত্র আত্মার মাধ্যমে একটি জীবনে আরও অনেক মহামূল্যবান প্রভাব দেখা যায়, কিন্তু পবিত্র আত্মা বিহীন জীবনে আরও বেশি পরিমাণে হীনতা ও ক্ষতি দেখা যায়। পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ও পবিত্র আত্মাহীন জীবনের মধ্যে পার্থক্য নিয়ে চতুর্থ অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

আমি কি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ?

আপনি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ কিনা তা জানতে দয়াকরে নিজেকে নিচের প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করুন:

- ✓ আমার জীবনে পবিত্র আত্মার লক্ষণীয় কোনো প্রভাব আছে কি? উদাহরণস্বরূপ, তিনি কি যীশুকে আপনার কাছে বাস্তবসম্মত ও সর্বাপেক্ষা মহান হিসেবে তুলে ধরেছেন? (যোহন ১৫:১৬)।
- ✓ আমি কি পবিত্র আত্মার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শুনতে ও বুঝতে শুরু করেছি? তিনি কি আমার জীবনের ছোট কিম্বা বড় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পরিচালনা দিতে পারেন? (রোমীয় ৮:১৪)।
- ✓ আমার হৃদয়ে কি সহমানবদের জন্য নতুন ধরণের প্রেম জেগে উঠেছে? যাদের আমি সচরাচর বন্ধু হিসেবে গণ্য করি না তাদের জন্য কি পবিত্র আত্মা আমার মধ্যে কোমল সহানুভূতি ও দয়ার অনুরাগ জাগিয়ে তুলেছেন? (গালাতীয় ৫:২২; যাকোব ২:৮, ৯)।
- ✓ আমার সহ মানবদের সঙ্গে কিভাবে আচরণ করতে হবে সে বিষয়ে কি বারংবার পবিত্র আত্মার সাহায্য পাবার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি? যে সব লোকেরা ভীত-সন্ত্রস্ত ও অবহেলায় রয়েছে তাদের হৃদয়ে পৌঁছানোর জন্য তিনি কি যথাসময়ে আমার মুখে সঠিক বাক্য দেন?
- ✓ যীশুর বিষয়ে প্রচার করার জন্য পবিত্র আত্মা কি আমাকে শক্তিমন্ত করেন এবং অন্যদের তাঁর প্রতি পরিচালনা করেন?
- ✓ তিনি আমার প্রার্থনার জীবনে এবং আমার হৃদয়ের গভীর অনুভূতি ঈশ্বরের কাছে প্রকাশ করার জন্য সাহায্য করেছেন– এমন কোনো অভিজ্ঞতা কি আমি লাভ করেছি?

আমরা যখন এই প্রশ্নগুলো সম্বন্ধে ধ্যান করি, তখন আমরা দেখতে পাই যে পবিত্র আত্মায় বৃদ্ধি লাভ করার জন্য, তাঁকে আরও ভালোভাবে জানার জন্য এবং আরও বেশি প্রেম করার জন্য তাঁকে কতই না বেশি প্রয়োজন।

একজন ভাই এ বিষয়ে লিখেছেন: আমার বাবা ও আমার মধ্যে পুনর্মিলন ঘটেছে। *স্টেপস টু পারসোনাল রিভাইভাল ও ফোর্টি ডেজ বুক*

এর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড পড়ার পর আমি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হবার বিস্ময়কয় অভিজ্ঞতা লাভের বিষয়টি আবিষ্কার করলাম। বিশেষ করে পবিত্র আত্মা কিভাবে কাজ করে, এবং আমার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কিভাবে কাজ করতে চায়– সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করা আমার জন্য সত্যিই উত্তেজনাকর ছিল।

বাবা ও ছেলের মধ্যে পুনর্মিলন

বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক সব সময়ই কোনো না কোনোভাবে জটিল ছিল। বাল্যকালে ও কৌশোরে আমার আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা ছিল বাবার সঙ্গে আমার একটি চমৎকার সম্পর্ক থাকবে। কিন্তু দিন দিন এটি খারাপ থেকে আরও খারাপের দিকে যাচ্ছিল। এভাবে আরও ছয়, সাত বছর চলে গেল। আমার হৃদয়ে মহা শূন্যস্থান ঈশ্বর পূরণ করলেন। যখন পবিত্র আত্মার বিষয়ে অধ্যয়ন করছিলাম ও তাঁর জন্য প্রার্থনা করছিলাম তখন আমার স্ত্রী ও আমি ঈশ্বরের বিষয়ে এক মহা অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। আমরা আমাদের পরিবারের জন্য বিশেষত আমার বাবার জন্য প্রার্থনা করেছিলাম। এবারে মনে হল যেন বাবাকে ভালোবাসার জন্য আমার অন্তরের মধ্যে নতুন এক উদ্দীপনা পাচ্ছি। আমার বাল্যকাল অবধি তার সঙ্গে যত তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে সব কিছু ভুলে তাকে ক্ষমা করার জন্য আমি প্রস্তুত হলাম। আর এখন বাবা ও আমি চমৎকার বন্ধু। তিনিও এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি আধ্যাত্মিক হয়ে উঠেছেন এবং অন্য লোকদের কাছে ঈশ্বরের বিষয় প্রচার করতে শুরু করেছেন। এরও দুই বছর পরে, এখনও বাবার সঙ্গে আমার খুবই ভালো সম্পর্ক রয়েছে। এই অভিজ্ঞতার জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি খুবই শক্তিহীন ও একাকীত্বে ভুগতাম। কিন্তু যখন থেকে আমি নিয়মিত পবিত্র আত্মার জন্য প্রার্থনা করতে শুরু করলাম, তখন থেকেই আমি প্রতিদিন নতুন ও চমৎকার ধরণের জীবনের স্বাদের অভিজ্ঞতা এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সুন্দর একটি সম্পর্কের অভিজ্ঞতা লাভ করছি। (সম্পাদক এই ভাইয়ের নাম জানেন)।

প্রার্থনা: প্রভু যীশু, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই কারণ তুমি পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমাদের হৃদয়ে বাস করতে চাও। প্রতিদিন তোমার প্রতি আস্থা রাখার জন্য ও তোমাকে প্রেম করার মাধ্যমে আমাদের সম্পর্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে– এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। হে প্রভু, আমাকে সাহায্য কর যেন পবিত্র আত্মা সম্বন্ধে আরও বেশি জানতে পারি এবং তাঁর কাজ সম্বন্ধে আরও ভালোভাবে জানতে পারি। তিনি আমার জীবনে, আমার পরিবারে ও মণ্ডলীতে কি করতে চান তা জানার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে আছি, এবং আমরা যখন প্রতিদিন পবিত্র আত্মার জন্য প্রার্থনা করি তখন আমরাও আত্মায় পূর্ণ হতে পারি– কিভাবে এই আশ্বাসবাণী পেতে পারি– এ সব কিছুর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। **আমেন।**

ইফিষীয়দের জন্য সম্পূরক অংশ, ৫:১৯– "আত্মাতে পরিপূর্ণ হও"

ইফিষীয় ৫:১৯ পদের ইংরেজি সংস্করণে আমরা দেখতে পাই যে, আবেদনটি অনুজ্ঞার সুরে করা হয়েছে। এছাড়া, আরও দেখা যায় যে, এই আদেশটি সবাইকে উদ্দেশ্য করে করা হয়েছে। আরও দেখতে পাই যে, পবিত্র আত্মায় পূর্ণতার অন্বেষণ করা আমাদের কর্তব্য। কিন্তু মূল গ্রিক ভাষায় বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

জোহান্নিস মেগার এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন: "নূতন নিয়মের চিঠিটিতে মাত্র একটি অনুচ্ছেদ রয়েছে যেখানে সরাসরি বলা হয়েছে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হও: "আত্মাতে পরিপূর্ণ হও" (ইফিষীয় ৫:১৯)। প্রেরিত পুস্তকে দেখতে পাই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হওয়া একটি উপহার, যা নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে পরাক্রান্তের মত কাজ করার জন্য ব্যবহার করা হত। যা হোক, প্রেরিত পৌল পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়াকে একটি আদেশ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যা জীবনের পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল এবং যীশুর সব

অনুসারীদের জন্য প্রযোজ্য। এই ছোট্ট কিন্তু অতিব গুরুত্বপূর্ণ আদেশটি চারটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে গঠিত।

১) "পরিপূর্ণ হও" (plerein) ক্রিয়াপদটি অনুজ্ঞাসূচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পৌল এখানে কোনো সুপারিশ করেন নি অথবা বন্ধুসুলভ কোনো উপদেশও দেননি। তিনি কোনো পরামর্শও দেননি, যা কোনো ব্যক্তি গ্রহণ করতে পারে বা অগ্রাহ্যও করতে পারে। তিনি একজন ক্ষমতাসম্পন্ন প্রেরিতের মত আদেশ করেছেন। আদেশ সব সময়ই ব্যক্তির ইচ্ছায় নাড়া দেয়। একজন খ্রীষ্টিয়ান যদি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হতে চায়, তাহলে তা অনেকটাই তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। **খ্রীষ্টিয়ানদের পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করার জন্য আদেশ করা হয়েছে**। মানুষ হিসেবে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়া আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

২) ক্রিয়াপদটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। আদেশটি সরাসরি মণ্ডলীর কোনো একক ব্যক্তি– যার বিশেষ কোনো দায়িত্ব রয়েছে, তার প্রতি করা হয়নি। পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়া সুনজরে থাকা কতিপয় ব্যক্তির অধিকারের বিষয় নয়। **আহ্বানটি, যারা মণ্ডলীতে রয়েছে এমন সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, এটা সব সময় এবং সব স্থানে একই রকম। এখানে কোনো ব্যতিক্রম নেই।** কারণ প্রেরিত পৌলের কাছে এটাই স্বাভাবিক বিষয় যে, প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ানের পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়া উচিৎ।

৩) ক্রিয়াপদটি কর্মবাচ্য কালে রয়েছে। এটি বলে না: "নিজে নিজে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হও!" কিন্তু এর পরিবর্তে বলে "পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হও"। কোনো ব্যক্তিই নিজে নিজে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হতে পারে না। এটা একান্তই পবিত্র আত্মার কাজ। এখানেই তাঁর উৎকৃষ্টতা ও সার্বভৌমত্ব নিহিত আছে। **কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিরই এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি করা উচিৎ যেন পবিত্র আত্মা তাকে পরিপূর্ণ করেন। ব্যক্তির সক্রিয় ইচ্ছা ছাড়া পবিত্র আত্মা তার মধ্যে কাজ করতে পারেন না।**

৪) গ্রিক ভাষায় অনুজ্ঞাসূচক শব্দটি বর্তমানকালে লেখা হয়েছে। এই অনুজ্ঞাসূচক বর্তমানকালটি একটি ঘটনা বর্ণনা করে যা অবিরত পুনরাবৃত্তি ঘটছে, যা এক সময়ের কাজকে বর্ণনা করে। এই অনুসারে, পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হওয়া এক বারের অভিজ্ঞতা নয়, কিন্তু চলমান ও গতিশীল প্রক্রিয়া। **খ্রীষ্টিয়ানরা কোনো পাত্রের মত নয় যা একবার পূর্ণ করলেই সব সময় পরিপূর্ণ থাকবে, কিন্তু এর পরিবর্তে তাদের অবিরত বারবার পরিপূর্ণ হতে হবে**।বাক্যটি এভাবে প্রকাশ করা যেত:'নিজেকে অবিরত ও বারংবার পবিত্র আত্মায় নবায়ন কর।'

পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়ার বর–যা বাপ্তিস্মের সময়ে দেওয়া হয়েছে (সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণের মাধ্যমে জলে ও পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্মের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে), এই পরিপূর্ণতা যদি বজায় রাখা না হয় তাহলে তা হারিয়ে যেতে পারে। যদি একবার তা হারিয়ে যায় তাহলে তা পুনরায় পাওয়া যায়। পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হওয়ার বিষয়টি অবশ্যই বারংবার ঘটতে হবে যেন আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পবিত্র আত্মা রাজত্ব করতে পারে এবং আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন নিস্তেজ হয়ে নেতিয়ে নাপড়ে। পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়ার মানে এই নয় যে, আমরা পরিমাণগতভাবে আরও বেশি পবিত্র আত্মা লাভ করছি, কিন্তু আমাদের মধ্যে আরও বেশি বেশি করে পবিত্র আত্মা বিরাজ করা। এটা যে কোনো খ্রীষ্টিয়ানের জন্য স্বাভাবিক অবস্থা। একবার বাপ্তিস্ম কিন্তু অনেক "অনুভূতি"।

ঈশ্বর নিজে এই আদেশ করেছেন:
তোমরা অবিরত ও বারংবার পবিত্র আত্মায় নবায়িত হও।

৪র্থ অধ্যায়

কি ধরণের পার্থক্য আমরা আশা করতে পারি?

পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ জীবনে আমরা কি সুবিধা পেতে পারি? আমরা যখন পবিত্র আত্মার জন্য প্রার্থনা করি না তখন আমরা কি হারাই?

আত্মিক ও মাংসিক খ্রীষ্টিয়ানের সঙ্গে তুলনা

মাংসিক খ্রীষ্টিয়ান জীবন যাপনের পরিণতি ইতোমধ্যে আংশিকভাবে ব্যক্তি বিশেষের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে নিচের ফলগুলো প্রকাশ পেতে পারে:

- সেই ব্যক্তি এই অবস্থায় পরিত্রাণপ্রাপ্ত নয়। (রোমীয় ৮:৬-৮; প্রকাশিত বাক্য ৩:১৬)।
- ঈশ্বরের প্রেম–আগাপে প্রেম– ঐ ব্যক্তির হৃদয়ে নেই (রোমীয় ৫:৫; গালাতীয় ৫:২২); তারা মানবিক প্রেমের উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল; তাদের মাংসের অভিলাষ কাটে নি (গালাতীয় ৫:১৬)।
- ঐ ব্যক্তি পবিত্র আত্মার শক্তিতে শক্তিমন্ত হয়নি (ইফিষীয় ৩:১৬,১৭)।
- ঐ ব্যক্তির হৃদয়ে খ্রীষ্ট বাস করেন না। (১ যোহন ৩:২৪)।
- ঐ ব্যক্তি খ্রীষ্টের জন্য সাক্ষ্য বহনের শক্তি লাভ করেনি (প্রেরিত ১:৮)।

- ঐ ব্যক্তির কার্যকলাপ জাগতিক ধরণের (১ করিন্থীয় ৩:৩), যা খুব সহজেই প্রতিযোগিতা ও দুশ্চিন্তার কারণ হয়।
- এই ধরণের ব্যক্তির জন্য বিধি হিসেবে তিরস্কার সহ্য করা কঠিন।
- তাদের প্রার্থনার জীবন হয়তো খুব সংক্ষিপ্ত
- এই ধরণের ব্যক্তির ক্ষমা করার জন্য কেবল মানবীয় শক্তি রয়েছে এবং কোনো কিছু মেনে নিতে অনিচ্ছুক থাকে।

মাংসিক খ্রীষ্টিয়ানদের আচরণ মাঝে মাঝে খুবই স্বাভাবিক ব্যক্তির মতই থাকে। পৌল বলেছেন: "এখনও তোমরা মাংসিক রহিয়াছ।" (১ করিন্থীয় ৩:৩) যদিও যে তার নিজ ক্ষমতা ও সামর্থ্যের উপর ভিত্তি করে জীবন যাপন করে, তবুও অন্য সময় তার আচরণ আত্মিক ব্যক্তিদের মতই হয়।

আত্মিক খ্রীষ্টিয়ান ঈশ্বরের পরিপূর্ণতার অভিজ্ঞতা লাভ করে।

"যেন তিনি আপনার প্রতাপ-ধন অনুসারে তোমাদিগকে এই বর দেন, **যাহাতে তোমরা তাঁহার আত্মা দ্বারা আন্তরিক মনুষ্যের সম্বন্ধে শক্তিতে সবলীকৃত হও;** যেন বিশ্বাস দ্বারা খ্রীষ্ট তোমাদের হৃদয়ে বাস করেন; যেন তোমরা প্রেমে বদ্ধমূল ও সংস্থাপিত হইয়া, সমস্ত পবিত্রগণের সহিত বুঝিতে সমর্থ হও যে, সেই প্রশস্ততা, দীর্ঘতা, উচ্চতা ও গভীরতা কি, এবং জ্ঞানাতীত যে খ্রীষ্টের প্রেম, তাহা যেন জানিতে সমর্থ হও, এই প্রকারে যেন **ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতার উদ্দেশে পূর্ণ হও**। পুরন্তু, যে শক্তি আমাদের মধ্যে কার্য সাধন করে, সেই শক্তি অনুসারে যিনি আমাদের সমস্ত যাচঞা ও চিন্তার অতীত অতিরিক্ত কর্ম করিতে পারেন, মণ্ডলীতে এবং খ্রীষ্ট যীশুতে যুগপর্যায়ের যুগে যুগে সমস্ত পুরুষানুক্রমে তাঁহারই মহিমা হউক। আমেন।" (ইফিষীয় ৩:১৬-২১)।

মাংসিক খ্রীষ্টিয়ানদের আদর্শের প্রভাব

আমার জীবনে পবিত্র আত্মার অভাবের জন্য আমার পরিবারে এবং আমি যে মণ্ডলীতে পুরোহিত হিসেবে কাজ করি সেই মণ্ডলীর যে ক্ষতি হচ্ছে, সেজন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এটা সত্য যে, এই ক্ষেত্রে

আমরা নিজেদের যেভাবে পরিচালনা দিতে পারি অন্যদের সেভাবে পরিচালনা দিতে পারি না। আমাদের এটাও উপলব্ধি করতে হবে যে, পরিবারে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের মধ্যে এবং মণ্ডলীতে একক বা সমবেতভাবে পবিত্র আত্মার অভাব অনুভব করা প্রয়োজন।

শিশু ও যুবক-যুবতি

মাংসিক খ্রীষ্টিয়ান জীবন হল স্বাধীন খ্রীষ্টিয় জীবনের জন্য উৎপাদনশীল স্থান। লোকেরা ভালো মানসিকতা নিয়ে যা করতে পারে না তা করার জন্য নির্বোধের মত চেষ্টা করে, আর এরপর তা থেকে বেরিয়ে আসার পথ খোঁজে। আমাদের এত বেশি সংখ্যক যুবক-যুবতিদের হারানোর জন্য এটাই কি যুক্তিসঙ্গত কারণ? আমাদের মধ্যে কি অজ্ঞতা রয়েছে নাকি অন্য কোনো কারণে আমাদের যুবক-যুবতি ও শিশুরা মাংসিক আদর্শের খ্রীষ্টিয়ানের উদাহরণ হয়ে যাচ্ছে? এর ফলে, তারা কি মাংসিক খ্রীষ্টিয়ান হয়ে যায়, আর পরবর্তী সময়ে মহা হতাশার সঙ্গে সংগ্রাম করে? এটাই কি সেই কারণ যে জন্য অনেকে এই বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে না অথবা আর গির্জায় আসে না অথবা চিরদিনের জন্য মণ্ডলী ছেড়ে চলে যায়?

খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, এক বড়ভাই তার মণ্ডলীতে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন: "আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে এবং আমাদের যুবক যুবতিদের জীবনে এই সমস্যার পিছনে একটি কারণ রয়েছে; প্রাপ্ত বয়স্ক প্রজন্ম পবিত্র আত্মার কাজ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হতে ব্যর্থ হয়েছেন।" (গ্যারি এফ. উইলিয়াম)।

আমি আপনাকে না শীতল না তপ্ত হওয়ার (সম্পূর্ণভাবে খ্রীষ্টের কাছে সমর্পিত না হওয়ার) পরিণতি পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিতে পারি: "বিভক্ত হৃদয়ের খ্রীষ্টিয়ানরা নাস্তিকদের চেয়েও খারাপ; কারণ তাদের প্রতারণামূলক কথা এবং অনাবদ্ধ অবস্থান অনেক লোককে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। নাস্তিক ব্যক্তি প্রকাশ্যেই তার রূপ দেখায়। কিন্তু নাতিশীতোষ্ণ ব্যক্তি উভয় দলকে ধোঁকা দেয়। সে না মনে প্রাণে জাগতিক, না উত্তম

খ্রীষ্টিয়ান। শয়তান তাকে এমন কাজ করার জন্য ব্যবহার করে যা অন্য কেউই করতে পারে না।" ইলেন জি. হোয়াইট, চিঠি ৪৪।

যা হোক, আমরা যদি আত্মিকভাবে জীবন যাপন করি, তাহলে আমাদের সন্তানদের ঈশ্বরের সাহায্য পাওয়ার পথ দেখিয়ে দিতে পারব। এ বিষয়ে ইলেন জি. হোয়াইট সত্যিই চমৎকার কথা বলেছেন:

"আপনার সন্তানকে শিক্ষা দিন যে, প্রতিদিন পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম নেওয়া তাদের একটি **অধিকার**। খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যের জন্য আপনাকে বহন করার উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টকে আপনাকে খুঁজে পেতে দিন। প্রার্থনার মাধ্যমে আপনি এমন একটি অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন যা আপনার সন্তানদের জন্য আপনার পরিচর্যা কাজে শতভাগ সাফল্য এনে দেবে।" *চাইল্ড গাইডেন্স*, পৃষ্ঠা ৬৯।

আবহ–

স্বর্গীয় প্রেম নাকি কেবল একে অন্যের কাছে সুন্দর হওয়া?

যদি সুশৃঙ্খলার জীবনে ঈশ্বরের শক্তির অভাব থাকে, যদি ঈশ্বরের প্রেমের অভাব থাকে এবং পাপের শৃঙ্খল ভাঙ্গা না হয় অথবা যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহে এই বিষয়গুলো উপস্থিত থাকে (অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তি ও প্রেম থাকে এবং পাপের শৃঙ্খল ভাঙ্গা হয়) তাহলে মাংসিক বা আত্মিক খ্রীষ্টিয়ানদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধন এবং পরিবার পরিবার গঠন, মণ্ডলী ও সহভাগিতার আবহের মধ্যে কি পার্থক্য সৃষ্টি হয়?

রক্ষণশীল মাংসিক খ্রীষ্টিয়ানরা সমালোচনা প্রবণ হয়। এটা মোটেও ভালো নয়। যদিও আমাদের ঈশ্বরের উত্তম নির্দেশনা নিয়ে আলোচনা করতে হবে, তবুও একই সময়ে আমাদের উপলব্ধি করা উচিৎ যে, অত্যাবশ্যকীয় পরিবর্তন কেবল তখনই ঘটবে যখন পরিবর্তনটি ভিতর থেকে আসবে।

উদারপন্থীরা কোনো কিছুই গুরুত্বের সঙ্গে নিতে চায় না এবং একেবারেই জাগতিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। এই ধরণের লোকদের ঈশ্বর আশীর্বাদ করতে পারেন না।

যোষেফ কিড্ডার বর্তমান সময়ের মণ্ডলীগুলোর মধ্যে নিচের সাধারণ অবস্থাগুলো আবিষ্কার করেছেন: "আলস্য, সব কিছু হালকাভাবে

নেওয়ার মনোভাব, জাগতিকতা, উদারতার অভাব, পরিচারকেরা নিষ্প্রভ, কিশোর-কিশোরীরা মণ্ডলী ছেড়ে চলে যাচ্ছে, দুর্বল আত্মশাসন, কোনো বাস্তব পটভূমি বা সুদূরপ্রসারি ফলাফল ছাড়া পরিকল্পনা করা, দীর্ঘকাল যাবৎ একনিষ্ঠ ও নিবেদিত ব্যক্তির অভাব।" ড. ডোষেফ কিড্ডার, এন্ড্রুজ ইউনিভার্সিটি।

আমাদের সমস্যার মূল হল, খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের অভাব (যোহন ১৫:১-৫): এবং মানবের প্রচেষ্টার উপর খুব বেশি নির্ভরশীল হওয়া (সখরিয় ৪:৬)। কিড্ডার এ সব সমস্যার সমাধান হিসেবে ব্যক্তির পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়াকেই শ্রেয় মনে করেন (প্রেরিত ১:৮)।

যীশু আমাদের একটি নতুন আদেশ দিয়েছেন:

"এক নূতন আজ্ঞা আমি তোমাদিগকে দিতেছি, তোমরা পরস্পর প্রেম কর; আমি যেমন তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, তোমরাও তেমনি পরস্পর প্রেম কর। তোমরা যদি আপনাদের মধ্যে পরস্পর প্রেম রাখ, তবে তাহাতেই সকলে জানিবে যে, তোমরা আমার শিষ্য।" (যোহন ১৩:৩৪, ৩৫)।

যীশু যেমন প্রেম করেছেন তেমন প্রেম করার অর্থ; স্বর্গীয় প্রেমে (আগাপে) প্রেম করা। আমরা তখনই কেবল এটা করতে পারব যখন আমরা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হব।

"ঈশ্বরের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট প্রেম এবং একে অন্যের জন্য নিঃস্বার্থ প্রেম– এটাই সর্বোত্তম উপহার যা আমাদের স্বর্গীয় পিতা আমাদের প্রতি বর্ষণ করতে পারেন। এই প্রেম কোনো আবেগতাড়িত প্রেম নয়, কিন্তু স্বর্গীয় নীতিমালা, একটি চিরস্থায়ি শক্তি। অপবিত্র হৃদয় [প্রত্যেকে, যে ব্যক্তি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ নয়,] এই প্রেম লাভ করতে পারে না বা উৎপাদন করতে পারে না। কেবল যে হৃদয়ে খ্রীষ্ট বাস করে সেই হৃদয়েই এই প্রেম পাওয়া যায়।" ইলেন জি. হোয়াইট, *অ্যাকট অব এপোজলস*, পৃষ্ঠা ৫৫১।

আমার মনে হয়, আমরা যদি 'কেবল' একে অন্যের প্রতি ভালো আচরণ করি, অথবা আমরা যদি এর চেয়েও বেশি কিছু করি এবং ঈশ্বরীয়

প্রেমে একে অন্যকে প্রেম করি তাহলে ব্যাপক পার্থক্য দেখা যাবে। ইলেন জি. হোয়াইট এ বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন:

"ধৈর্যশীল ও শান্ত মনের অলঙ্কার ব্যবহার করলে সমস্যায় আক্রান্ত একশ জনের মধ্যে নিরানব্বই জন ব্যক্তিই তাদের জীবনের ভয়ানক তিক্ত সমস্যা থেকেও মুক্ত হবে।"টেস্টিমনিজ ফর দ্যা চাচ, ৩৪৮ পৃষ্ঠা।

১ থিষলনীকীয় ৪:৩-৪ পদে ঈশ্বরের বাক্য বৈবাহিক জীবনের দিকে কিছু নির্দেশ করে। অন্য বিষয়গুলোর মধ্যে এই পদগুলো বৈবাহিক জীবনে বিশুদ্ধও সম্মানজনকভাবে জীবন যাপনের বিষয়ে বলে।এটি পরজাতীয়দের আবেগপূর্ণ যৌন লালসা থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। যেহেতু এটি তিনবার পবিত্রীকরণের বিষয়ে বলে এবং পবিত্র আত্মা লাভের কথাও বলে, তাই আমরা বুঝতে পারি যে, পবিত্র আত্মাময় একটি জীবন আমাদের বৈবাহিক জীবনকেও পরিবর্তন করতে পারে। ঈশ্বরের বাসনা আমাদের বৈবাহিক জীবন যেন মহা আনন্দময় ও পরিপূর্ণ হয়। এটা কি আমাদের দেখায় না যে, লালসাপূর্ণ জীবন যাপনের চেয়ে প্রেমময় ও স্নেহাদ্র জীবন যাপনের জন্য ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করতে চান?

যীশু তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ঐক্যের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন: "পিতঃ, যেমন তুমি আমাতে ও আমি তোমাতে, তেমনি তাহারাও যেন আমাদের মধ্যে থাকে; যেন জগৎ বিশ্বাস করে যে, তুমি আমাকে প্রেরণ করিয়াছ।" (যোহন ১৭:২১)।

উইলিয়াম জি. জনসন বলেছেন: "অনেক অ্যাড্ভেন্টিস্টের এখনও উপলব্ধি করা বাকি আছে যে, খ্রীষ্টের সঙ্গে এক হওয়ার অর্থ কি। অতীতে, আমরা হয়তো এ বিষয়ে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেই নি অথবা ভুল পথে হেঁটেছি।"

আমরা যখন পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হই তখন খ্রীষ্ট আমাদের মধ্যে থাকেন। আত্মিক খ্রীষ্টিয়ান আদর্শ প্রভুর কাছ থেকে আমাদের প্রার্থনার উত্তর পাওয়ার ক্ষেত্রে অবদান রাখে। ইলেন জি. হোয়াইট বলেছেন: "ঈশ্বরের লোকেরা যখন আত্মায় এক হয়, তখন সব ভণ্ডামি, সব আত্ম ধার্মিকতা– যা যিহূদী জাতির জন্য পাপস্বরূপ ছিল– তা সবই হৃদয় থেকে দূর হয়ে যায়। .

. . যুগের পর যুগ ধরে যে রহস্য গুপ্ত অবস্থায় ছিল ঈশ্বর তা সবই প্রকাশ করবেন। তিনি সেই সব গুপ্ত বিষয় প্রকাশ করবেন "কারণ পরজাতিগণের মধ্যে সেই নিগূঢ়তত্ত্বের গৌরব-ধন কি, তাহা পবিত্রগণকে জ্ঞাত করিতে ঈশ্বরের বাসনা হইল; তাহা তোমাদের মধ্যবর্তী খ্রীষ্ট, গৌরবের আশা।" (কলসীয় ১:২৭)। *সিলেক্টেড ম্যাসেজ*, ৩৮৬ পৃষ্ঠা।

সংশোধনমূলক পরামর্শ

যখন সংশোধনমূলক পরামর্শ ঈশ্বরের প্রেমের সঙ্গে দেওয়া হয় না বা নামেমাত্র দেওয়া হয়, তখন কি সংশোধনমূলক পরামর্শে কোনো প্রভাব পড়ে? যে মণ্ডলীকে বিপুল সংখ্যক মাংসিক খ্রীষ্টিয়ানদের প্রাধান্য রয়েছে অথবা মণ্ডলীতে যদি কোনো মাংসিক পুরোহিত বা প্রেসিডেন্ট থাকে তাহলে মণ্ডলী কি ধরণের সিদ্ধান্ত নেয়? আমি যখন পুরোহিত হিসেব কাজ করার অতীতের কথা চিন্তা করি, তখন আমার মধ্যে একটি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় যে, মণ্ডলীর আত্মিক সভ্য-সভ্যাদের মধ্যে, বিপথে যাওয়া সভ্য-সভ্যাদের মণ্ডলীতে ফিরিয়ে আনার প্রবণতা রয়েছে। আর সেই ব্যক্তি যখন অনুতপ্ত হয় ও নিজ পাপ স্বীকার করে তখন পরামর্শের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। কোনো কোনো সময় মাংসিক খ্রীষ্টিয়ানরা পরামর্শকে শাস্তি হিসেবে মনে করে এবং ক্ষমতা দেখানোর জন্য এর অপব্যবহার করে (মথি ১৮:১৫-১৭; ১ করিন্থীয় ৩:১-৪; ২ করিন্থীয় ১০:৩; যিহূদা ১৯)।

"ঈশ্বরের লোকেরা যখন আত্মায় এক হয়, তখন সব ভণ্ডামি, সব আত্ম ধার্মিকতা–যা যিহূদী জাতির জন্য পাপস্বরূপ ছিল– তা সবই হৃদয় থেকে দূর হয়ে যায়।"

শেষকালের জন্য ঈশ্বরের ভাববাণী

ঈশ্বরের নীতি হচ্ছে তাঁর ভাববাদীদের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি প্রকাশ করা (আমোষ ৩:৭)। এভাবে তিনি ইলেন জি. হোয়াইটের মাধ্যমেও শেষকালের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভাববাণীর বার্তাগুলো প্রকাশ করেছেন। যদিও অনেক কিছুই অতীত কালের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে, তবুও ঈশ্বরের কাছ থেকে অতিরিক্ত তথ্য প্রকাশ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য ছিল। বর্তমান সময়ে একে আমরা "হালনাগাদ বা আপডেট" বলি। ইলেন জি. হোয়াটের মতানুসারে, যীশুর দ্বিতীয় আগমন না হওয়া পর্যন্ত এই বার্তা প্রকাশ হতে থাকবে। যেহেতু তার পরামর্শগুলো জীবন যাত্রার পরিবর্তন সম্বন্ধীয়, ভর্ৎসনা করার, সতর্ক করা সহ বিভিন্ন বিষয়ের উপরে, তাই অন্য যে কোনো মাংসিক ব্যক্তির চেয়ে কোনো আত্মিক ব্যক্তি বিষয়টা খুব সহজেই গ্রহণ করতে পারে। (কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি পরামর্শগুলো গুরুত্বের সঙ্গে নেয়ও, তাই বলে এটা ধরে নেওয়া যায় না যে, সেই ব্যক্তি সত্যি সত্যিই আত্মিক ব্যক্তি)। এ বিষয়ে দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৯ পদের শব্দগুলো ধ্যান করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে: "আর আমার নামে তিনি (ভাববাদী) আমার যে সকল বাক্য বলিবেন, তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি প্রতিশোধ লইব।"

এটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে, প্রকৃত ভাববাদীর কাছ থেকে আসা বার্তা সেই ব্যক্তির নিজস্ব বার্তা নয়, কিন্তু তার ঈশ্বরেরই বার্তা। কিভাবে আমরা জানতে পারি, কে প্রকৃত ভাববাদী? ঈশ্বরের বাক্য এ বিষয়ে আমাদের পরীক্ষা করার ৫টি উপায় বলে দিয়েছে। প্রকৃত ভাববাদী এই ৫টি বিষয়ের সঙ্গে অবশ্যই একমত হবে।

১) তাদের জীবন যাত্রার ধরণ–"অতএব তোমরা উহাদের ফল দ্বারাই উহাদিগকে চিনিতে পারিবে।" (মথি ৭:১৫-২০)।

২) ভাববাণীর পূর্ণতা : দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:২১, ২২ (ব্যতিক্রম সহ শর্তসাপেক্ষ ভাববাণী–উদাহরণ হিসেবে যোনার কথা বলা যায়)।

৩) ঈশ্বরের আনুগত্য স্বীকারের জন্য আহ্বান (ঈশ্বরের বাক্য) দ্বিতীয় বিবরণ ১৩:১-৫

৪) যীশুকে প্রকৃত মানুষ ও প্রকৃত ঈশ্বর হিসেবে স্বীকার করা ১ যোহন ৪:১-৩

৫) বাইবেলের শিক্ষামালার সঙ্গে একমত। যোহন ১৭:১৭।

ভাববাদীদের মাধ্যমে দেওয়া ঈশ্বরের সব পরামর্শ সহ, তাঁর সব আজ্ঞাই আমাদের কল্যাণের জন্য দেওয়া হয়েছে। এ কারণে এগুলো ব্যতিক্রমীভাবে খুবই মূল্যবান। যেহেতু আত্মিক ব্যক্তি ঈশ্বরের ক্ষমতার বশীভূত থাকে এবং সানন্দ চিত্তে বিশ্বাস করে যে, এগুলো জীবনের সাফল্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। "তোমরা আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুতে বিশ্বাস কর, তাহাতে সুস্থির হইবে; তাঁহার ভাববাদিগণে বিশ্বাস কর, তাহাতে কৃতকার্য হইবে।" (২ বংশাবলি ২০:২০)।

আমাদের শাব্বাথ স্কুল পাঠের অধ্যয়ন সহায়িকা বইটি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ জীবন ও প্রকৃত ভাববাণীর বাক্যের সম্পর্কের বিষয়ে নিচের কথাগুলো বলে: "যে ব্যক্তি ভাবাবাণী অগ্রাহ্য করে, তারা নিজেদের পবিত্র আত্মার নির্দেশনার কাছে একত্রিত করুক। পবিত্র আত্মার নির্দেশনার কাছে না আসার ক্ষেত্রে- আগে যে ফল ছিল তারচেয়ে বর্তমানের ফলাফলে কোনো তারতম্য নেই–ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক হারানো এবং নেতিবাচক প্রভাবের দিকে উন্মুক্ত হওয়া।"

পরিকল্পনা/ পরিচালনার কৌশল

মণ্ডলী ও মিশন কাজে দায়িত্বপালনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলউত্তম সমাধান ও পদ্ধতির খোঁজ করা। আমাদের পরিকল্পনা ও পরিচালনার জন্য এটি একটি প্রশ্ন। মূলত এর কাজ হল মণ্ডলীকে আত্মিকভাবে শক্তিমন্ত করা এবং আরও বেশি করে আত্মা লাভ করা।

৬৫ বছর আগে আমি বাপ্তিস্ম নিয়েছি এবং ৪৩ বছর ধরে পরিচারকের কাজ করছি। আমরা অসংখ্য কর্মপরিকল্পনা ও পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছি। আমরা খুবই কর্মঠ ছিলাম। এ ক্ষেত্রে আমাকে আবারও ২০০৫ সালের জেনারেল কনফারেন্সের বৈঠকের সময়ে ডিউইট নেলসনের কথা ভাবতে হচ্ছে।

"আমাদের মণ্ডলী চমৎকার কিছু সংস্থাপন কৌশল, পরিকল্পনা ও কার্যক্রমের উন্নয়ন ঘটিয়েছে, কিন্তু সব কিছুর আগে আমরা যদি পবিত্র আত্মার বিষয়ে আমাদের দেউলিয়াত্ব স্বীকার না করি (পবিত্র আত্মার

অভাব), যা আমাদের অনেক পরিচারক ও নেতৃবৃন্দকে ধরে রেখেছে, তাহলে আমরা কখনোই আমাদের গৎবাঁধা খ্রীষ্টিয়ান আদর্শের বাইরে যেতে পারব না।"

একই বৈঠকে ডেনিস স্মিথ বলেছেন:

"পরিকল্পনা, কার্যক্রম, ও কর্মপদ্ধতির বিরুদ্ধে বলার জন্য আমার কোনো অভিযোগ নাই। কিন্তু আমি খুবই আশঙ্কিত যে, আমরা প্রায়ই ঈশ্বরের কাজ এগিয়ে নেবার জন্য ঐ বিষয়গুলোর উপরই নির্ভর করি। পরিকল্পনা, কার্যক্রম ও কর্মপদ্ধতি ঈশ্বরের কাজ শেষ করতে পারবে না। মহা ক্ষমতাসম্পন্ন প্রচারক, অসাধারণ খ্রীষ্টিয়ান গান বাজনা, উপগ্রহের মাধ্যমে সম্প্রচার ঈশ্বরের কাজ শেষ করতে পারবে না। কেবল ঈশ্বরের আত্মাই তা করতে পারে–ঈশ্বরের আত্মা যা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে কথা বলে এবং কাজ করে,সেই আত্মায় মানব ও মানবী পূর্ণ হওয়ার মাধ্যমেই ঈশ্বরের কাজ শেষ করতে পারবে।

বাপ্তিস্ম/ আত্মা জয়

পবিত্র বাইবেল আমাদের দেখায় যে, খ্রীষ্টের জন্য লোকদের জয় করতে হলে পবিত্র আত্মা হল পূর্ব শর্ত (প্রেরিত পুস্তক দেখুন)। জার্মানিতে আমাদের অনেক মণ্ডলী রয়েছে যা একদিকে বৃদ্ধি পাচ্ছে আবার অন্য দিকে স্থবির হয়ে আছ বা মরে যাচ্ছে। গত ৬০ বছরে বিশ্বব্যাপি আমাদের মণ্ডলীর সভ্য-সভ্যার সংখ্যা প্রায় ২০গুণ বেড়েছে। জার্মানিতে এই সমস্যার পিছনে আমরা নিশ্চিতভাবে অনেক কারণ দেখাতে পারি। কিন্তু একটি বিষয় আমার কাছে খুবই স্পষ্ট: প্রধান কারণ হল পবিত্র আত্মার অভাব। স্বাভাবিকভাবেই সমস্যাটি আমাদের প্রচণ্ডভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমরা অনেক পরিকল্পনা বা কার্যক্রম গ্রহণ করেছি ও সেই অনুসারে কাজ করেছি। কিন্তু আমরা দেখেছি, এই মহা কর্ম পরিকল্পনায় পবিত্র আত্মার অভাবের ফলে অপ্রয়োজনীয় ও অকার্যকর পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা কেবল অর্থেরই অনিষ্ট করেছি ও সময়েরই অপচয় করেছি।

ইলেন জি. হোয়াইট এই পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বলেছেন:
"মণ্ডলীর যে সব সভ্য-সভ্যা কখনোই পরিবর্তিত হয়নি এবং যারা এক সময়ে পরিবর্তিত হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে আবার বিপথে চলে গেছে সেই সব সভ্য-সভ্যাদের কারণেই ঈশ্বর এখন অনেক আত্মাকে সত্যে আনার জন্য কাজ করছেন না। এই সব অপবিত্র সভ্য-সভ্যারা (মাংসিক খ্রীষ্টিয়ানরা) নতুন ধর্মান্তরীত সভ্য-সভ্যাদের উপর কি ধরণের প্রভাব ফেলবে?" *টেস্টিমনিজ ফর দ্যা চার্চ*, খণ্ড ৬, ৩৭০ পৃষ্ঠা।

"আমরা যদি ঈশ্বরের সামনে নিজেদের নত করি, এবং দয়ালু ও নম্র হই এবং করুণাচিত্তের হই, তাহলে বর্তমানে যেখানে একজন সত্যের দিকে আসছে সেখানে একশত জন সত্যের পথে আসবে।" *টেস্টিমনিজ ফর দ্যা চার্চ*, খণ্ড ৯, ১৮৯ পৃষ্ঠা।

অন্যদিকে আমরা এমন সব লোকদের বাপ্তিস্ম দেই যারা এখনও সঠিকভাবে প্রস্তুত নয়। এ বিষয়ে ইলেন জি. হোয়াইট বলেছেন:

"বর্তমান যুগে এই পৃথিবীতে নতুন জন্মের অভিজ্ঞতা খুবই দুর্লভ। আর এ কারণেই মণ্ডলীর মধ্যে এত জটিলতা। অনেকেই, অধিকাংশ লোকই যারা খ্রীষ্টের নাম ধারণ করে তারা অপবিত্র ও পাপময় জীবন যাপন করছে। তারা বাপ্তিস্ম নিয়েছে, কিন্তু তারা জীবন্ত অবস্থায় কবরপ্রাপ্ত হয়েছে। তাদের মধ্যকার অহং মারা যায়নি, এবং তাই তারা জীবনে খ্রীষ্টেতে নবায়িত হয়ে পুনরুত্থিত হয়নি।" (ইলেন জি. হোয়াইট, মেনুস্ক্রিপ্ট- ১৪৮)।

এই কথাগুলো ১৮৯৭ সালে লেখা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে পরিস্থিতি কেমন? সমস্যা হল: যে ব্যক্তির নতুন জন্ম হয়নি সে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়নি। যীশু বলেছেন : "যদি কেহ জল ও আত্মা হইতে না জন্মে, তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না" (যোহন ৩:৫)। এটা কি সত্য নয় যে, বর্তমান সময়েও প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা পবিত্র আত্মার অভাব বোধ করছি?

পবিত্র আত্মা ও প্রচার

পবিত্র আত্মা ও প্রচার সম্বন্ধে ঈশ্বরে আমাদের নিচের কথাগুলো বলেছেন: "পবিত্র আত্মার উপস্থিতি ও সাহায্য ছাড়া বাক্য প্রচার কিছুতেই কার্যকর হবে না। পবিত্র সত্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনিই একমাত্র সার্থক শিক্ষক। সত্য যখন পবিত্র আত্মার মাধ্যমে হৃদয়ের সহগামী হয় তখনই বিবেক জেগে ওঠে বা জীবনে পরিবর্তন আসে। কোনো ব্যক্তি হয়তো ঈশ্বরের বাক্যের চিঠি উপস্থিত করতে সক্ষম হতে পারে, সে এর সব আজ্ঞা ও প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সুপরিচিত হতে পারে; কিন্তু যতক্ষণ পবিত্র আত্মা সত্যের বীজ বপন না করেন ততক্ষণ কোনো আত্মাই পাথরের (খ্রীষ্ট) উপর পড়বে না এবং ভেঙ্গে চুরমার হবে না। কোনো শিক্ষা, কোনো সুযোগ-সুবিধাই, তা সে যতই মহান হোক না কেন কাউকে আলোর ধারা করতে পারে না, যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার সহযোগিতা না পায়।" ইলেন জি. হোয়াইট, ডিজ্যায়ার অব এজেজ, ৬৭১ পৃষ্ঠা।

গির্জা চলাকালিন ধর্মোপদেশ দেওয়ার সময়ই কেবল প্রচার হয় না, কিন্তু বক্তৃতা, বাইবেল অধ্যয়ন ও ক্ষুদ্র দলের সভায়ও প্রচার করা যায়।

রেন্ডি ম্যাক্সওয়েল বলেছেন:

"কিন্তু সত্য হল, জীবন্ত ঈশ্বরের সঙ্গে সঠিক মাত্রায় যোগাযোগের অভাবে আমরা তৃষ্ণায় মারা যাচ্ছি।" *ইফ মাই পিপল প্রে*, ১১ পৃষ্ঠা।

ভয়ের কারণেই কি পবিত্র আত্মার অভাব বোধ করছি? এমিলিও নেসটেল বলেছেন, "এই পাপময় পৃথিবী উলোট পালট করে দিতে আমরা কেন ব্যর্থ হচ্ছি? আমাদের বিশ্বাস উৎপাদনের ক্ষেত্রে অবশ্যই কোনো ভুল আছে। আমরা দ্বন্দ্বের বিষয়ে ভয় পাই, আমরা ঝগড়ায় ভয় পাই, আমরা সমস্যা দেখলে ভয় পাই, কাজ হারাণোর ভয় পাই, সুনাম ও মর্যাদা হারানোর ভয় পাই, আমাদের জীবন হারানোর ভয় পাই। আর এ কারণেই আমরা নিরব থাকি ও নিজেকে লুকিয়ে থাকি। আমরা প্রেমপূর্ণ কিন্তু ক্ষমতা সম্পন্নভাবে জগতের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে ভয় পাই।"

পবিত্র আত্মা ও আমাদের পুস্তকাদি

আমাদের পুস্তিকাদির বিষয়ে নিচের কথাগুলো বলা হয়েছে "বই পুস্তকে যা লেখা হয়েছে তাতেই যদি ঈশ্বরের পরিত্রাণ থাকত, তাহলে পাঠকও একই আত্মা অনুভব করত। ঈশ্বরের আত্মায় কোনো কাগজের উপর কিছু লেখা হলে তা দূতগণও সমর্থন করেন, এবং পাঠকদের উপরও একই প্রভাব ফেলে। কিন্তু লেখক যখন সামগ্রিক ভাবে ঈশ্বরের গৌরবের জন্য জীবন যাপন করেন না, যখন সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সঁপে দেন না তখন দূতগণও বিষাদে পূর্ণ হয়ে সেই অভাব বোধ করেন। তারা সেই পুস্তকাদির বিষয়বস্তু থেকে দূরে সরে যান, এবং এর বিষয়বস্তু দিয়ে পাঠকদের মুগ্ধ করেন না কারণ ঈশ্বর ও তাঁর আত্মা সেখানে নেই। বাক্যগুলো ভালো কিন্তু সেখানে ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার উষ্ণ প্রভাবের অভাব রয়েছে।" ইলেন জি. হোয়াইট, সাময়িক পত্র ১৬।

আমি পুনরায় জোর দিয়ে বলতে চাই: স্বাভাবিকভাবে আমরা যা কিছু করি সবই ভুল নয়। আমরা ভালো এবং খুব ভালো বিষয় প্রকাশ করেছি; ঈশ্বর নিশ্চিতভাবে যতটা সম্ভব আমাদের মানবীয় প্রচেষ্টায় আশীর্বাদ করেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল: আমরা এই দায়িত্বগুলো মাংসিক নাকি আত্মিক খ্রীষ্টিয়ান হিসেবে পালন করি? একটা বিষয় স্পষ্ট: আমরা যখন মাংসিক উপায়ে সমাধান পাওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করি, তখন আমরা অজস্র সময় বৃথাই নষ্ট করি; আমরা বিভিন্ন ভাবে ব্যাপক চেষ্টা করব কিন্তু কোনোটাই কোনো কাজে আসবে না।

পবিত্র আত্মা: কোনো অগ্রিম বর্ষা নয়, অন্তিম বর্ষা নয়

"অগ্রিম বর্ষা, পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়া, আমাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় আত্মিক পরিপক্বতা নিয়ে আসে, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর ফলেই আমরা অন্তিম বর্ষার মাধ্যমে আশীর্বাদিত হই।" ডেনিস স্মিথ, *ফোর্টি*

ডেস- প্রেয়ার অ্যাণ্ড ডিভোসনস টু রিভাইভ ইয়োর এক্সপিরিয়েন্স উইথ গড, বুক-২; পৃষ্ঠা ১৭৫।

"অন্তিম বর্ষা, পৃথিবীর ফসল পাকিয়ে তোলে, আত্মিক অনুগ্রহ উপস্থাপন করে, যা মনুষ্যপুত্রের দ্বিতীয় আগমনের জন্য মণ্ডলীকে প্রস্তুত করে। কিন্তু যতক্ষণ অগ্রিম বর্ষা না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো জীবন নেই; সবুজ বৃক্ষপত্র গজিয়ে উঠবে না। অগ্রিম বর্ষা যতক্ষণ তার কাজ না করবে, ততক্ষণ অন্তিম বর্ষা কোনো বীজকে বিশুদ্ধতায় নিয়ে আসতে পারবে না।" ইলেন জি. হোয়াইট, *দ্যা ফেইথ আই লিভ বাই*, পৃষ্ঠা ৩৩৩।

পবিত্র আত্মা ও বাইবেল ভিত্তিক পবিত্রীকরণ

"এই কাজ (বাইবেলীয় পবিত্রীকরণ) একমাত্র খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসের মাধ্যমে বসবাসকারী ঈশ্বরের আত্মার মাধ্যমে সম্পন্ন করা সম্ভব" ইলেন জি. হোয়াইট, *দ্যা গ্রেট কন্ট্রোভার্সি*, পৃষ্ঠা- ৪৬৯।

পবিত্র আত্মা ছাড়া সুসমাচারের মহা কাজ?

বিশাল বিশাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সফল প্রচার কার্যক্রম এবং সুসমাচার প্রচারের সফল কৌশলগুলো পবিত্র আত্মা ছাড়া কি ফলপ্রসু হতে পারে? এন্ড্রু মারে নামক দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত মিশনারী জানতেন যে, এই দৃশ্যাবলী থাকা খুবই সম্ভব এবং অবশ্য, অধিকাংশ খ্রীষ্টিয়ান অধ্যুষিত এলাকায় এটাই বাস্তবতা। তিনি লিখেছেন:

"আমি হয়তো প্রচার করতে পারি, অথবা কিছু লিখতে পারি, অথবা চিন্তা করতে পারি, অথবা ধ্যান করতে পারি, এবং ঈশ্বরের বইয়ের বিষয়ে নিয়োজিত হয়ে আনন্দিত হতে পারি; তবুও আমার মধ্যে পবিত্র আত্মার শক্তি লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত থাকতে পারে। আমার ভয় হয়, আপনি যদি বিশ্বের মণ্ডলীগুলোতে প্রচার করেন, আর জিজ্ঞেস করেন বিশ্বব্যাপি প্রচারের পরিবর্তনকারী ক্ষমতা কেন এত কম, পরিত্রাণের জন্য কেন এত বেশি কাজ করা সত্ত্বেও এত কম সফলতা, বিশ্বাসীদের পবিত্রময় ও বিশুদ্ধ জীবন যাপনকারী করে গঠনের ক্ষেত্রে বাক্যের কেন এত কম ক্ষমতা– তাহলে উত্তর হবে: এর কারণ হল পবিত্র আত্মার অনুপস্থিতি। কেন এমন হয়? এর পিছনে অন্য কোনো কারণ নেই কিন্তু একমাত্র কারণ

হল ভোগাকাঙ্ক্ষা (গালাতীয় ৩:৩), এবং পবিত্র আত্মার যে স্থান পাওয়ার কথা ছিল সেই স্থান মানবিক শক্তি দখল করেছে।" রেন্ডি ম্যাক্সওয়েল, *ইফ মাই পিপল প্রে-* পৃষ্ঠা ১৪৫।

পবিত্র আত্মা ও স্বাস্থ্য

"অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বরের নানা করুণার অনুরোধে আমি তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি, তোমরা আপন আপন দেহকে জীবিত, পবিত্র, ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গ কর, ইহাই তোমাদের চিত্ত সঙ্গত আরাধনা।" রোমীয় ১২:১

"তুমি কি জান না যে, তোমরা ঈশ্বরের মন্দির, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে বাস করেন? যদি কেহ ঈশ্বরের মন্দির নষ্ট করে, তবে ঈশ্বর তাহাকে নষ্ট করিবেন, কেননা ঈশ্বরের মন্দির পবিত্র, আর সেই মন্দির তোমরাই।" ১ করিন্থীয় ৩:১৬, ১৭।

"অথবা তোমরা কি জান যে, তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে থাকেন, যাঁহাকে তোমরা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ? আর তোমরা নিজের নও, কারণ মূল্য দ্বারা ক্রীত হইয়াছ। অতএব তোমাদের দেহে ঈশ্বরের গৌরব কর।" ১ করিন্থীয় ৬:১৯, ২০ (একই সঙ্গে যাত্রা ১৫:২৬ দেখুন)।

পবিত্র আত্মায় পূর্ণ লোকেরা ঈশ্বরের মন্দির। আপনি কি কখনো একটু ভাববার জন্য থেমেছেন যে, আপনার জীবনে এই বিষয়টির কি নিহিতার্থ রয়েছে? মন্দির হল ঈশ্বরের বাসস্থান। ঈশ্বর মোশিকে বলেছিলেন: "আর তাহারা আমার নিমিত্তে এক ধর্মধাম নির্মাণ করুক, তাহাতে আমি তাহাদের মধ্যে বাস করিব।" (যাত্রা ২৫:৮)।

আমরা যদি এই বাক্যকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করি, তাহলে আমাদের স্বাস্থ্যের যত্ন নেব এবং আমাদের জীবন যাত্রা আমাদের শিষ্যত্বের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠবে। আমাদের দেহ ঈশ্বরের। আপনি কি ঈশ্বরের সম্পদ সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করতে চান? হ্যাঁ, আমরা আমাদের দেহ সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করতে চাই এবং ঈশ্বরের নির্দেশনা অনুসারে ব্যবহার করতে চাই।এজন্য নির্দিষ্ট কিছু শৃঙ্খলার মধ্যে জীবন যাপন করতে

হবে। যে ব্যক্তি পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ সে স্বাভাবিকভাবেই এই নিয়ম-শৃঙ্খলাগুলো আনন্দের সঙ্গে মেনে চলে। এর পুরষ্কার হিসেবে সুস্থ্য দেহ, মন ও আত্মা পায়। যে ব্যক্তি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ নয় সে প্রতিকূল প্ররিস্থিতির সঙ্গে সংগ্রাম করবে ও দুর্দশা ভোগ করবে। ঈশ্বর আশা করেন আমরা যেন তাঁর গৌরবের জন্য, তাঁর সেবার জন্য এবং আমাদের নিজেদের আনন্দের জন্য সম্ভাব্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টায় স্বাস্থ্যের ও আত্মার যত্ন নেই। এই ক্ষেত্রেও পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। যীশু যখন এই পৃথিবীতে মানব বেশে পবিত্র আত্মার মাধ্যমে জীবন যাপন করেছেন, তখন তিনিও মানতেন "সদাপ্রভু তোমার আরোগ্যকারী" (যাত্রা ১৫:২৬)। ঈশ্বরের গৌরবের জন্য সুস্থ্য থাকা সব সময় যে কোনো ব্যক্তির প্রাধান্যের বিষয়। এটি প্রশ্ন জাগাতে পারে: স্বর্গীয় চিকিৎসক কি সবাইকে সুস্থ করেন?

"একজন বৃদ্ধ কম্বোডিয়ান মহিলা থাইল্যাণ্ডের শরনার্থী শিবিরের কাছে অবস্থিত অ্যাড্ভেন্টিস্ট মিশন হাসপাতাল এলেন। তিনি বৌদ্ধ সন্যাসীদের পোশাক পড়েছিলেন। তিনি যীশু নামক চিকিৎসকের মাধ্যমে চিকিৎসা নেওয়ার অনুরোধ জানান। সুতরাং হাসপাতালের কর্মীরা তাকে যীশুর বিষয়ে বললেন। মহিলা তার বিশ্বাস যীশুতে রাখলেন এবং দেহে ও আত্মায় সুস্থতা লাভ করলেন। আর তিনি যখন কম্বোডিয়ায় ফিরে গেলে তখন তিনি ৩৭টি মূল্যবার আত্মা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।" লেখক অজ্ঞাত, *আওয়ার ডেইলি ব্রেড*, ২৬ শে নভেম্বর, ১৯৯৩।

ঈশ্বরের অনুগত রাজা হিষ্কিয়ের অসুস্থতার সময় ঈশ্বর তাঁকে এই বার্তা পাঠালেন: দেখ, আমি তোমাকে সুস্থ করিব।" (২ রাজাবলি ২০:১-১১)। কিন্তু ঈশ্বরে কেন কেবল মুখের কথায় তাকে সুস্থ করেন নি, কিন্তু কেন তার ফোঁড়ার উপর ডুমুর বৃক্ষের চাপ লাগিয়ে দেওয়ার দাওয়াই দেওয়া হয়েছিল? এটা কি হতে পারে যে, প্রাকৃতিক প্রতিষেধকের মাধ্যমে অথবা আমাদের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন এনে, ব্যায়াম, বিশ্রাম ইত্যাদিতে পরিবর্তন এনে এই কাজে ঈশ্বর আমাদেরও অংশগ্রহণ চান? ঈশ্বর কেন পৌলকে সুস্থ করেন নি এবং তাকে "মাংসে একটা কণ্টক" দেওয়া হয়েছিল? পৌল নিজে বলেছেন: "আর ঐ প্রত্যাদেশের অতি মহত্ত্ব হেতু আমি যেন অতিমাত্র দর্প না করি, এই কারণে আমার মাংসে একটা কণ্টক,

শয়তানের এক দূত, আমাকে দত্ত হইল, যেন সে আমাকে মুষ্ট্যাঘাত করে, যেন আমি অতিমাত্র দর্প না করি," (২ করিন্থীয় ১২:৭-১০)। যা হোক, ইলেন জি. হোয়াইট আমাদের বলেছেন, "ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার প্রভাব সর্বোত্তম ওষুধ যা কোনো অসুস্থ নর বা নারী লাভ করতে পারে। স্বর্গ সুস্বাস্থ্যময়; আর স্বর্গীয় প্রভাব যত গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়, আরোগ্য লাভ ততটা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাসীর মধ্যে কাজ করে।" মেডিক্যাল মিনিস্ট্রি, পৃষ্ঠা ১২।

একজন বিশ্বাসযোগ্য ব্যবসায়ী যা লিখেছেন তা কি লক্ষণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ নয়? তিনি লিখেছেন কিভাবে অসাধারণ সব স্বাস্থ্য কর্মশালা তার জন্য কোনো ফলই বয়ে আনে নি। কিন্তু যখন থেকে তিনি নিয়মিতভাবে পবিত্র আত্মার জন্য প্রার্থনা করতে শুরু করেছেন, তখন থেকেই তিনি সম্পূর্ণভাবে স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করতে শুরু করেছেন এবং শাক-সবজি ভোজি জীবন বেছে নিয়েছেন। এটা কি দেখায় না যে, পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলে আমরা অনুপ্রাণিত হই এবং এটি আমাদের আনন্দের সঙ্গে স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন পদ্ধতি গ্রহণ করতে শক্তি যোগায়?

এক বোন অভিজ্ঞতাটি পড়েছিলেন, আর তিনি লিখেছেন: যীশুর প্রতি আমার সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের মাধ্যমে, ঈশ্বর এক মুহূর্তের মধ্যে আমার জীবন সম্পূর্ণভাবে বদলে দিয়েছেন। পরবর্তী দিন আত্মসমর্পণকারী প্রার্থনার পর আমি রান্নাঘরে গেলাম, কফি মেশিনের পাশে দাঁড়ালাম, মাথা নাড়িয়ে নিজেই নিজেকে বললাম: না, আর আর কোনোদিন কফি পান করব না। অতীতে কফি পান না করে থাকার কথা চিন্তাও করতে পারতাম না, কারণ আমি যখনই কফি ছাড়ার চেষ্টা করেছি, তখনই অন্ততপক্ষে পাঁচ দিন যাবৎ প্রচণ্ড মাথাব্যাথ্যায় ভুগেছি– এটাই ছিল প্রচণ্ড উপসর্গ। কিন্তু এবার আমার কি সমস্যা হতে পারে, কি কি উপসর্গ দেখা দিতে পারে সে বিষয়ে বিন্দুবিসর্গ চিন্তাও করিনি। আমি কেবল জানতাম, আমি আর কফি পান করতে চাই না। এখন আর কফি পান করার প্রবল আকঙ্ক্ষা হয় না।" (২০১৪ সালে এক বোনের একটি ইমেইল থেকে পাওয়া)। তার জীবনের অনেকগুলো পরিবর্তনের মধ্যে এটি ছিল একটিমাত্র। [যে ব্যক্তি ধূমপান ও মাদক থেকে মুক্ত হতে চায় তাদের বিজয়ের জন্য আমি ৫ম Andreasbrief

গ্রহণ করার পরামর্শ দিচ্ছি। এটি প্রার্থনার ও প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে মুক্তির পথ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে (কেবল জার্মানিতেই পাওয়া যায়)]।

পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ একটি জীবন দৃঢ়ভাবে স্বাস্থ্য গঠনের দিকে উদ্বুদ্ধ করবে। এটা স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যের বিষয়, পরিবর্তনের শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। ডন ম্যাকিনটোস, নিউ স্ট্যার্ট গ্লোবাল, উইমার, সিএ, বলেছেন:

"বর্তমান যুগে আমাদের জন্য প্রকৃতপক্ষে যা প্রয়োজন তা সাধারণ স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা নয়–আমাদের কাছে চমৎকার সব তথ্য রয়েছে।যা প্রয়োজন তা হল বাস্তবে প্রয়োগ করার শিক্ষা সম্বলিত স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য, যেটা হল পরিবর্তনের শক্তি।" ডেভিড ফিডলার, ডি সোজো।

ড. টিম হাউই বলেছেন:

"কেবল স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা দেওয়াই মেডিক্যাল মিশনারীর কাজ নয়। ঈশ্বরের ব্যবস্থা যে পরিত্রাণ যোগায় তার চেয়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা বেশি আরোগ্য দেয় না। স্বাস্থ্য ও পরিত্রাণের বিষয়টি উপলব্ধি করতে হলে ঈশ্বরের পরিবর্তনকারী ক্ষমতার অভিজ্ঞতা লাভ করতেই হবে।"

অবশেষে, আমি এই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করতে চাই: বিশ্বাসে আরোগ্যলাভ ব্যাপারটি কি? পবিত্র আত্মায় পূর্ণ না হয়ে কেউ কি তা আশা করতে পারে? (মার্ক ১৬:১৭, ১৮; যাকোব ৫:১৪-১৬ পদ দেখুন)।

যীশুর দ্বিতীয় আগমনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ

যীশুর দ্বিতীয় আগমনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য পবিত্র আত্মার মাধ্যমে যীশুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সহভাগিতার কোনো বিকল্প নাই (অথবা প্রভুতে মৃত্যুবরণ করা)। খ্রীষ্ট যখন পবিত্র আত্মায় আমাতে বাস করেন, তখন আমি তাঁর অনুগ্রহের মাধ্যমে প্রস্তুত থাকি। তিনটি দিক এটা তুলে ধরতে পারে। (এটা স্প্রিরিট,ডেনিস স্মিথের '*বাপ্তিজম অ্যান্ড আর্থস ফাইনাল ইভেন্টস*' নামক বইয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে)।

খ্রীষ্টের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক

যীশু বলেছেন: "আর ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাইয়াছ, তাঁহাকে, যীশু খ্রীষ্টকে জানিতে পায়।" (যোহন ১৭:৩)। বর্তমান সময়ে ইংরেজি ভাষায়

'জানা' শব্দটিকে যতটা হালকাভাবে দেখা হয় তার চেয়ে বাইবেলে একে অনেক গভীর অর্থবহ শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ সম্পূর্ণ, পারস্পারিক ও প্রেমময় অঙ্গীকার। এটা কেবল পবিত্র আত্মাময় জীবনেই উপস্থিত থাকে। মূলভাবটি নিচের অনুচ্ছেদে প্রকাশ করা হয়েছে:

"আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক রজায় রাখতে হবে। আমাদের অবশ্যই পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে স্বর্গীয় শক্তিতে আবৃত হতে হবে, যেন আমরা সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছাতে পারি, এ ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই।" ইলেন জি. হোয়াইট, *রিভিউ অ্যাণ্ড হেরাল্ড*। দশ কুমারীর দৃষ্টান্তে যীশু নির্বোধ কুমারীদের বলেছিলেন: "আমি তোমাদিগকে জানি না" এর কারণ কি ছিল? তেলের অভাব, যা পবিত্র আত্মার অনুপস্থিতিকে নির্দেশ করে (মথি ২৫:১-১৩)। যে ব্যক্তি যীশুকে ক্রুশে দিয়েছিল, তার পুরাতন নিয়ম সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান ছিল। কিন্তু তাদের ভুল ব্যাখ্যার কারণে তারা যীশুর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়নি।

শেষ কালের পরিস্থিতি অনুসারে শেষ সময়ের প্রজন্মের ঈশ্বরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন হবে– এ বিষয়ে কি আমরা সচেতন?

বিশ্বাসের মাধ্যমে ধার্মিকতা

দূতোত্রয়ের বার্তায় মানব জাতির জন্য শেষ বার্তায় ঈশ্বরে "অনন্তকালিন সুসমাচার" প্রচারের বিষয় রয়েছ (প্রকাশিত বাক্য ১৪:৬,৭)। এই বার্তায় এমন কি নিগূঢ়তত্ত্ব রয়েছে যা সমগ্র জগতের শোনা প্রয়োজন? এটা হল, একমাত্র যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করে অনুগ্রহের মাধ্যমে ধার্মিকতা লাভ করার বিষয় (ইফিষীয় ২:৮, ৯)। যারা এই শেষ সময়ের বার্তা ক্ষমতার সঙ্গে ঘোষণা করে, তাদের নিজেদের অবশ্যই বার্তার শক্তি উপলব্ধি করতে হবে।তাদের অবশ্যই জানতে হবে এবং পাপ ক্ষমাকারী ও পরিত্রাতা হিসেবে একমাত্র যীশুতে বিশ্বাসের মাধ্যমে ধার্মিকতা অর্জনের অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে। আর এটা কেবল যীশু খ্রীষ্টেতে অনুগত থাকার মাধ্যমে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ জীবনেই সম্ভব।ঈশ্বরের সব আজ্ঞার প্রতি

আনুগত্যতা দেখায় যে, যীশু আমাদের মধ্যে বাস করছেন। জগৎ এই বার্তার মাধ্যমে আলোকিত হবে (প্রকাশিত বাক্য ১৮:১)।

সত্যের জন্য প্রেম

বর্তমান সময়ে আমরা যদি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ না থাকি বা থাকি তাহলে সত্যের জন্য প্রেম, ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন এবং জীবনে সত্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের জীবনে কি প্রভাব দেখা যাবে? ২ থিষলনীকীয় ২:১০ পদ বলে: " . . . যাহারা বিনাশ পাইতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে অধার্মিকতার সমস্ত প্রতারণা সহকারে হইবে; কারণ তাহারা পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত সত্যের প্রেম গ্রহণ করে নাই।" যাদের ভুল পথে পরিচালিত করা যায় না তাদের হৃদয়েই সত্যের প্রেম রয়েছে। কিভাবে আমরা এই প্রেম পেতে পারি? যখন পবিত্র আত্মার মাধ্যমে যীশু খ্রীষ্ট আমাদের হৃদয়ে বাস করেন তখনই কেবল আমরা এই প্রেম পেতে পারি। রোমীয় ৫:৫ পদ বলে যে, "আমাদিগকে দত্ত পবিত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের প্রেম আমাদের হৃদয়ে সেচিত হইয়াছে।" ইফিষীয় ৩:১৭ পদ বলে: আমরা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে "প্রেমে বদ্ধমূল ও সংস্থাপিত" হইব। যোহন ১৬:১৩ পদে পবিত্র আত্মাকে "সত্যের আত্মা" হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এটা আমাদের স্পষ্টভাবে দেখায় যে, সত্যের প্রেম পেতে হলে আমাদের অবশ্যই আত্মিক খ্রীষ্টিয়ান হতে হবে।বর্তমান সময়ে আমাদের মধ্যে কি সত্যের জন্য প্রেম, ঈশ্বরের বাক্যের জন্য প্রেম, ও ভাববাণীর জন্য প্রেম প্রকাশ করতে কোনো সমস্যা আছে? আমাদের সামনে যে সময় আসছে, সেই সময়ের কথা বিবেচনা করুন: "যারা শাস্ত্রের একনিষ্ঠ শিক্ষার্থী এবং যারা সত্যের প্রেম গ্রহণ করেছে কেবল তারাই শক্তিশালী প্রবঞ্চনা থেকে রক্ষা পাবে, যা পৃথিবীকে বন্দী করে রেখেছে। . . . ঈশ্বরের লোকেরা এখন কি তাঁর বাক্যের উপর এতটা দৃঢ়ভাবে অবস্থান করছে যে তারা তাদের বিজ্ঞতায় পাওয়া প্রমাণ ত্যাগ করবে না?" দ্যা গ্রেট কন্ট্রোভার্সি, পৃষ্ঠা ৬২৫।

ঈশ্বর জানতে চান না আমরা সত্য আবিষ্কার করেছি কিনা, কিন্তু তিনি জানতে চান আমরা সত্যকে প্রেম করেছি কিনা।

আত্মার ফল বা মাংসের কাজ

"আত্মার ফল হল অন্তরে খ্রীষ্টের বসবাস। আমরা খ্রীষ্টকে দেখতে পাই না এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি না, কিন্তু তাঁর পবিত্র আত্মা পরস্পর পাশাপাশির মতই ঘনিষ্ঠভাবে আমাদের কাছে আছেন। যারা খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে তাদের মধ্যে ও মাধ্যমে পবিত্র আত্মা কাজ করেন। **যারা পবিত্র আত্মার বসবাসের বিষয় জানে তারা আত্মার ফল প্রকাশ করেন . . .**" সম্পাদক ফ্রান্সিস ডি. নিকোল, অ্যাড্ভেন্টিস্ট বাইবেল কমেন্টারি, খণ্ড ৬।

গালাতীয় ৫:২২: "কিন্তু আত্মার ফল, প্রেম, আনন্দ, শান্তি, দীর্ঘসহিষ্ণুতা, মাধুর্য, মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা, ইন্দ্রিয়দমন" "সর্বপ্রকার মঙ্গলভাবে, ধার্মিকতায় ও সত্যে দীপ্তির ফল হয়" (ইফিষীয় ৫:৯)।

গালাতীয় ৫:১৬-২১ পদ আমাদের দেখায় যে, পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমাদের মধ্যকার পাপের শক্তি বিনাশ করা হবে।

" . . . তোমরা আত্মার বশে চল, তাহা হইলে মাংসের অভিলাষ পূর্ণ করিবে না। কেননা মাংস আত্মার বিরুদ্ধে, এবং আত্মা মাংসের বিরুদ্ধে অভিলাষ করে; কারণ এই দুইয়ের একটি অন্যটির বিপরীত, তাই তোমরা যাহা ইচ্ছা কর, তাহা সাধন কর না। **কিন্তু যদি আত্মা দ্বারা চালিত হও, তবে তোমরা ব্যবস্থার অধীন নও,** (রোমীয় ৭:২৩ ও ৮:১ পদ দেখুন)। আবার মাংসের কার্য সকল প্রকাশ আছে; সেইগুলি এই– বেশ্যাগমন, অশুচিতা, স্বৈরিতা, প্রতিমাপূজা, কুহক, নানা প্রকার শত্রুতা, বিবাদ, ঈর্ষা, রাগ, প্রতিযোগিতা, বিচ্ছিন্নতা, দলভেদ, মাৎসর্য, মত্ততা, রঙ্গরস ও তৎসদৃশ অন্য অন্য দোষ। এই সকলের বিষয়ে আমি তোমাদিগকে অগ্রে বলিতেছি, যেমন পূর্বে বলিয়াছিলাম, যাহারা এই প্রকার আচরণ করে, তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকার পাইবে না।"

আত্মিক বর

"আত্মিক বরের অধীনে থাকা বলতে আমরা বুঝি পবিত্র আত্মার কাজের মাধ্যমে যে বর দেওয়া হয়, যেগুলো ১ করিন্থীয় ১২:২৮ এবং ইফিষীয় ৪:১১ পদে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে: প্রেরিত, ভাববাদী, প্রচারক,

পুরোহিত, শিক্ষক, অলৌকিক কাজ সম্পন্নকারী ব্যক্তি, আরোগ্যকারী, সাহায্যকারী, প্রশাসক, বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী ব্যক্তি। এই বরগুলো "ধার্মিক ব্যক্তিদের পরিচর্যাকাজে সুসজ্জিত করার জন্য" গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। . . . এগুলো মণ্ডলীর সাক্ষ্যবহনের সত্যতা প্রকাশ করে এবং মণ্ডলীকে নেতৃত্ব ও নির্দেশনা দেয়।" গারহার্ড র‍্যাম্পেল। পবিত্র আত্মা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্যান্য বরও দেয়: "জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, বিদ্যায় ও সর্বপ্রকার শিল্প-কৌশলে" (যাত্রা ৩১:২-৬), স্থাপত্যবিদ্যায় পরাদর্শীতা দেয় (১ বংশাবলী ২৮:১২, ১৯)।

আমরা যখন যীশুর শিষ্য হতে চাই, তখন আমাদের যা কিছু আছে সব কিছুই যীশুর কাছে সঁপে দেই। আমাদের সব তালন্ত, দক্ষতা, স্থাবর-অস্থাবর, এবং একই সঙ্গে শিক্ষাগত যোগ্যতা তাঁর অধীনে রাখি। তিনি আমাদের অতিরিক্ত তালন্ত দিতে পারেন এবং আমাদের স্বাভাবিক সামর্থ্যকে বিশুদ্ধ ও নির্মল করে নিতে পারেন।

আমাদের মধ্যে যদি পবিত্র আত্মার অভাব থাকে তাহলে আমরা কি আত্মিক বর লাভ করতে পারি?

ঈশ্বরের মনোনয়ন না মানুষের মনোনয়ন?

আমাদের বিশ্বব্যাপি মণ্ডলীতে গণতান্ত্রিক অবকাঠামো রয়েছে। কিন্তুএটি কখনোই জনপ্রিয় গণতান্ত্রিকচিন্তা ছিল না। আমাদের ভোট দেওয়ার প্রকৃত লক্ষ হল যেন সবাই ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শোনে এবং সেই অনুসারে তার মতাদর্শ প্রকাশ করে। ঈশ্বরের কণ্ঠস্বরের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার মাধ্যমে আমরা ভোট দিয়ে মতামত প্রকাশ করে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে প্রকাশ করি। যে কোনো পরিষদের সভায় অংশগ্রহণের আগে আমরা নিশ্চিতভাবে প্রার্থনা করি। ভোট দেওয়ার আগে প্রায়ই ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থনার সুযোগ দেওয়া হয় যেন প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে এটি স্পষ্ট হয় যে, ঈশ্বর তাদের ভোট কোন পক্ষে আশা করেন। নহিমিয় বলেছেন : "পরে আমার ঈশ্বর আমার মনে প্রবৃত্তি দিলে . . . (নহিমিয় ৭:৫) আর ইলেন জি. হোয়াইট, নহিমিয় ১ অধ্যায় সম্বন্ধে বলেছেন: তার মনের মধ্যে একটি পবিত্র উদ্দেশ্য গঠন হয়েছিল . . ." সাউদার্ন ওয়াচম্যান, মার্চ ১, ১৯০৪।

মাংসিক খ্রীষ্টিয়ানরা কি ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনবে? সে যদি সজ্ঞানে ও সচেতনভাবে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সঁপে না দেয় তাহলে সে নিশ্চিতভাবে উত্তর পাবে না (গীত ৬৬:১৮; ২৫:১২)। যদি কোনো মাংসিক খ্রীষ্টিয়ান তার সর্বোচ্চ বিজ্ঞতা অনুসারে ভোট দেয় তাহলে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় তিনি সঠিক কাজটি করেছেন। কিন্তু তাৎক্ষণিক মানবিক মতৈক্য গঠন করা হয় তাহলে তা স্বার্থসিদ্ধর জন্য কাজে লাগানো হয় ও এতে পাপ হয়।

ঈশ্বরের কাজে নেতৃবৃন্দের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। যারা ঈশ্বরের দ্বারা মনোনীত অথবা যারা মানুষের সমর্থনের দ্বারা নির্বাচিত সেই সব ভাই বোনেরা যদি পরিচালনা দেয় তাহলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় ও মহা পরিণতি ভোগ করতে হয়।

আমি যখন প্রার্থনা বিষয়ক একটি বই পড়ছিলাম তখন আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে, আমাদের কোন পথে চলা উচিৎ তা দেখিয়ে দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা উচিৎ (গীত ৩২:৮)। সঠিকভাবে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শোনার মাধ্যমে আমার পুরো জীবন পাল্টে গেছে। আমি "ফ্রম বিজনেস রিপ্রেজেন্টেটিভ টু পাস্টর" নামক লেখনিতে এই অভিজ্ঞতার কথা লিখেছি (কেবল জার্মান ভাষাতেই পাওয়া যায় www.gotterfahren.info এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন)। কার্ট হাসেল এর চমৎকার একটি ধর্মোপদেশও এখানে রয়েছে নাম "হাউ ক্যান আই মেক দ্যা রাইট ডিসিসন? (কেবল জার্মান ভাষাতেই পাওয়া যায়- পেতে হলে www.gotterfahren.info এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন)। আর এখানে হেনরি ড্রুমন্ড এর 'হাউ ক্যান আই নো গডস উইল?' নামক সুপরিচিত কিছু ধর্মোপদেশ রয়েছে (কেবল জার্মান ভাষাতেই পাওয়া যায়)।

এখানে একটি অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরা হল যা ২০১৪ সালের ২৩শে অক্টোবর ঘটেছিল: মিশন কেন্দ্রটি হল অস্ট্রিয়ার করিন্থিয়ার "কাউন্ট্রি লাইফ ইন্সটিটিউট অস্ট্রিয়া; এই মিশনটি একটি সিদ্ধান্তের মুখোমুখি হয়েছিল: আমরা কি ভবণ সম্প্রসারণ করব না করব না? এর পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক যুক্তি তর্ক ছিল। কিন্তু সবচেয়ে প্রধান বিষয়টি ছিল: এ বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা কি? আর এর পক্ষে বিপক্ষে আর একটি কথাও বললাম না, কিন্তু আমরা এ বিষয়টি নিয়ে দশ দিন প্রার্থনা করলাম যেন

ঈশ্বর তাঁর কণ্ঠস্বর শোনার জন্য আমাদের প্রস্তুত করেন এবং ২৩ শে অক্টোবরে তিনি আমাদের প্রার্থনার সভায় যেন তাঁর উত্তর দেন– আমরা সম্প্রসারণের কাজ করব নাকি করব না।

প্রায় ২০ জন অংশ গ্রহণকারীর সমন্বয়ে প্রার্থনা সভাটি চলেছিল। প্রার্থনার সহভাগিতার পর প্রত্যেক ব্যক্তি নীরবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন যেন ঈশ্বর তাকে জানিয়ে দেন যে তারা কাজে এগিয়ে যাবেন নাকি যাবেন না। প্রার্থনার ব্যক্তিগত উত্তরগুলো সবার কাছে বলা হত, তারা এভাবে লিখত: এক টুকরো কাগজে তারা লিখত যদি তারা সম্প্রসারণের কাজ এগিয়ে নেওয়ার পক্ষে মত পেত তাহলে "+" লিখত; আর যদি সম্প্রসারণের কাজ বন্ধ করার পক্ষে মত পেত তাহলে "–" লিখত; আর যখন তারা কোনো উত্তর পেত না তখন তারা "০" লিখত এবং আর যখন তারা উত্তর সম্বন্ধে সন্দিহান থাকত তখন তাদের "?" লিখতে হত। এর ফলফল হিসেবে ঈশ্বরের চমৎকার পরিচালনার দৃশ্য দেখা গেল: সেখানে ১৪টি "+" (এর মধ্যে ৪টি ছিল "+?"), ৬ টি ছিল "০" ও ৪টি ছিল কিছু না লেখা কাগজ। (এছাড়া আরও দুটি উত্তর ছিল কিন্তু সেদুটো অস্পষ্ট ছিল তাই গণনায় ধরা হয়নি। এভাবে ঈশ্বরের পরিচালনা খুবই স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছিল যে, আমাদের ভবনটি সম্প্রসারণের কাজ এগিয়ে নেওয়া উচিৎ। আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি কারণ অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে আমি সরাসরি ঈশ্বরের পরামর্শ চেয়েছিলাম।

যোয়েল ২:২৮ পদ নির্দেশ করে ইলেন জি. হোয়াইট লিখেছেন: আমাদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগতভাবে আমাদের হৃদয়ে তাঁর বলা কথা শোনা প্রয়োজন। যখন সব কণ্ঠস্বর শান্ত ও নীরব হয়ে যায় তখন আমরা তাঁর সামনে অপেক্ষা করি, অন্তরের নীরবতা ঈশ্বরের কণ্ঠস্বরকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। তিনি আমাদের আমন্ত্রণ জানান, "তোমরা ক্ষান্ত হও, জানিও, আমিই ঈশ্বর" (গীত ৪৬:১০)। (*ডিজায়ার অব এজেজ*, ৩৬৩ পৃষ্ঠা)।

টাকা-পয়সা

টাকা-পয়সা ও ধন-দৌলত অর্জন ও তা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আত্মিক ও মাংসিক খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে? আমরা কি নিজেকে আমাদের অধিকারে থাকা ধন-সম্পদের মালিক হিসেবে দেখি, নাকি নিজেকে একজন ধনাধ্যক্ষ হিসেবে দেখি? "অর্থের প্রতি প্রেম এবং প্রদর্শণীর প্রতি মোহ এই পৃথিবীকে চোর ও দস্যুদের গহ্বর করে তুলেছে। পবিত্র শাস্ত্র লোভ ও অন্যায়ের যে দৃশ্য চিত্রিত করেছে তা যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের ঠিক আগ মুহূর্তে প্রকাশ পাবে।" ইলেন জি. হোয়াইট, *প্রফেটস অ্যান্ড কিংস*, পৃষ্ঠা ৬৫১।

ঈশ্বরের দূতেরা ঈশ্বর ভয়শীল লোকদের রক্ষা করেন

ঈশ্বরের দূতেরা ঈশ্বর ভয়শীল লোকদের রক্ষা করেন। "সদাপ্রভুর দূত, যাহারা তাঁহাকে ভয় করে, তাহাদের চারিদিকে শিবির স্থাপন করেন, আর তাহাদিগকে উদ্ধার করেন" (গীত ৩৪:৭)। "খ্রীষ্টের প্রত্যেক অনুসারির জন্য একজন অভিভাবক দূত নিযুক্ত করা হয়েছে। এই স্বর্গীয় প্রহরী ধার্মিক ব্যক্তিদের দিয়াবলের ক্ষমতা থেকে সুরক্ষা করেন।" ইলেন জি. হোয়াইট, *দি গ্রেট কন্ট্রোভার্সি*, পৃষ্ঠা ৫১২)। যখন ঈশ্বর ভয়শীল লোকদের নিয়ে কথা বলা হয়, তখন খ্রীষ্টের অনুসারী ও ধার্মিক লোকেরা ঈশ্বরের সুরক্ষার অধীনে চলে আসেন, এ কথা বলাতে কি এটা বুঝানো হয়েছে যে, কেউ নিজেকে খ্রীষ্টিয়ান হিসেবে দাবি করে তার জন্যই এই সুরক্ষা রয়েছে? যারা তাদের জীবন সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের কাছে সঁপে দেয়নি তাদের জন্যও কি এটা প্রযোজ্য? এটা শিশুদের বেলায় প্রযোজ্য, কারণ মথি ১৮:১০ পদে যীশু বলেছেন, "দেখিও, এই ক্ষুদ্রগণের মধ্যে একটিকেও তুচ্ছ করিও না; কেননা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তাহাদের দূতগণ স্বর্গে সতত আমার স্বর্গস্থ পিতার মুখ দর্শন করেন।" দায়ূদ, যিনি তার জীবন সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের কাছে সঁপে দিয়েছিলেন, তিনি জানতেন যে, তার ভয়ের কোনো কারণ নেই, তিনি বলেছেন: "সদাপ্রভু আমার জ্যোতি, আমার পরিত্রাণ, আমি কাহা হইতে ভীত হইব? সদাপ্রভু আমার জীবন দূর্গ, আমি কাহা হইতে ত্রাসযুক্ত হইব?" (গীত ২৭:১)।

(স্বর্গীয় দূতগণের পরিচর্যা কাজের বিষয়ে পড়ার জন্য আমি আপনাদের মহা সংঘর্ষ বইয়ের ৩১ অধ্যায় পড়ার পরামর্শ দিচ্ছি। ঈশ্বরের প্রত্যেক সন্তানের জন্য এটা এক মহা আনন্দ।)

উপসংহার

আমরা কেবল কতিপয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। এখনও জীবন ও বিশ্বাসের অনেক দিক বাকি রয়ে গেছে, যা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। সবগুলোর জন্য নিচের কথাগুলো সত্য:

আমরা যখন বর্তমানের পার্থক্যগুলো নিয়ে আলোকপাত করি, তখন সেখানে জীবনের এমন কোনো দিক নেই যেখানে পবিত্র আত্মাময় জীবনের মহা সুবিধাগুলো নেই। আবার বিপরীত কথাটাও সত্য, পবিত্র আত্মাহীন জীবনের এমন কোনো দিক নেই যেখানে মহা সমস্যা নেই। এটা কি আমাদের জন্য প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করার ও প্রতিদিন পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হবার জন্য প্রার্থনা করার জন্য মহা অনুপ্রেরণাদায়ক বিষয় নয়?

"বেশ কয়েক বছর আগে বোয়িং ৭০৭ বিমানটি টোকিও বিমানবন্দর থেকে লন্ডনের দিকে যাচ্ছিল। এটা চমৎকার ভাবে রানওয়ে থেকে উড়াল দিয়েছিল। মেঘমুক্ত আকাশ, রৌদ্রজ্বল দিন। কিছুক্ষণের মধ্যেই যাত্রীরা জাপানের বিখ্যাত ফুজি পর্বত দেখতে পেল। আর হঠাৎ করেই পাইলট ফুজি পর্বতের চারপাশে চক্রাকারে ঘুরতে লাগলেন যেন যাত্রীরা এই দুর্লভ দৃশ্য উপভোগ করতে পারে।

তিনি বিমান চালানোর নির্ধারিত পথ ত্যাগ করলেন এবং স্বাভাবিক পথে কিছুটা পরিবর্তন আনলেন। আর এই ঐচ্ছিক পথে পাইলট নিয়ন্ত্রণ কক্ষের নিরাপত্তা নির্দেশনা ছাড়াই উড়তে লাগলেন এবং তিনি যা দেখতে পাচ্ছিলেন তার উপর নির্ভর করেই বিমান চালাতে লাগলেন। পাইলট ঠিক তার নিচেই পর্বতটি দেখতে পাচ্ছিলেন। তার উচ্চতা পরিমাপক মিটার দেখাচ্ছিল ৪০০০ মিটার উচ্চতায় আছেন। কিন্তু তিনি যা দেখতে পাচ্ছিলেন না তা হল ঝড়ো হাওয়া ও দমকা হাওয়া, যা ফুজি পর্বতমালাকে উন্মত্ত করে রেখেছিল। বোয়িং ৭০৭ বিমানটি তাল সামলাতে পারল না।

বিমানটি আকাশেই ভেঙ্গে পড়ল, ধ্বংস হল, আর সব যাত্রীই মারা পড়ল।" (Kalenderzettel February 17,1979)

মাংসিক খ্রীষ্টিয়ানদের জীবনহল "ভিজুয়াল ফ্লাইট মুড"। সে নিজেই সব সিদ্ধান্ত নেয়। তার ভালো অভিপ্রায় থাকা সত্ত্বেও তার পতন ঘটে। আত্মিক খ্রীষ্টিয়ানদের জীবন হল পবিত্র আত্মার মাধ্যমে প্রেমময় ও ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কের মাধ্যমে নির্ভরশীল জীবন, যিনি তাকে নিরাপদ গন্তব্যে পরিচালনা দেন।

প্রার্থনা: *স্বর্গীয় পিতা, পবিত্র আত্মার মাধ্যমে প্রভু যীশু আমাদের হৃদয়ে বাস করে আমাদের মধ্যে এবং আমাদের কাজে এমন ইতিবাচক পার্থক্য গড়ে দেওয়ার জন্য আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। অনুগ্রহ করে আমাদের চোখ খুলে দেও যেন পবিত্র আত্মার আরও কাজ দেখতে পাই। দয়া করে তাঁর মাধ্যমে আমার জীবনে পরিপূর্ণতা দেও, যা যীশু আমাদের দিতে চান। দয়া করে আমাকে সাহায্য কর যেন পরবর্তী অধ্যায়ের সমস্যাগুলো সমাধানের চাবিকাঠি খুঁজে পাই এবং তা জীবনে চলার পথে কাজে প্রয়োগ করতে পারি। সব কিছুর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আমেন।*

৫ম অধ্যায়

ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার জন্য সমাধান

কিভাবে আমি আমার জন্য ঈশ্বরের সমাধান প্রয়োগ এবং অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি? আমি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছি এই নিশ্চয়তার জন্য আমি কিভাবে প্রার্থনা করতে পারি?

প্রার্থনা এবং পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হওনঃ

ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা বিশ্বাসের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করি এবং এজন্য বিশ্বাস সহকারে পবিত্র আত্মার জন্য যাচঞা করি। এর অর্থ হল যে পবিত্র আত্মার জন্য প্রার্থনা করার পরে আমাদের নিশ্চয় জ্ঞান ও আস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন যে ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তর দিয়েছেন এবং ইতোমধ্যেই যখন প্রার্থনা করছিলাম তখনই আমাদিগকে পবিত্র আত্মা দিয়েছেন।

গালাতীয় ৩:১৪ বলে, "আমরা যেন **বিশ্বাস দ্বারা** অঙ্গীকৃত আত্মাকে প্রাপ্ত হই।" আর একটি অনুবাদ বলে, খ্রীষ্টেতে **বিশ্বাস দ্বারা** যেন আমরা পবিত্র আত্মার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে পারি।"

ঈশ্বর আমাদেরকে প্রচুর সাহায্য করেছেন যেন আমরা সহজেই আমাদের স্বর্গীয় পিতার উপরে বিশ্বাস রাখতে পারি। একে আমরা বলি, "প্রতিজ্ঞা সহ প্রার্থনা।"

প্রতিজ্ঞাসহ প্রার্থনা

প্রথমত এখানে একটি সাহায্যকারী উদারহণ: আমরা মনে করি যে আমার সন্তান ফ্রেন্স ভাষায় ভালো না। আমি আমার সন্তানকে ফ্রেন্স ভাষা শেখার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে উৎসাহিত করতে চাই। আমি তার কাছে প্রতিজ্ঞা করি যে, যদি সে তার ফলাফল কার্ডে ভালো ফল লাভ করতে পারে, তাহলে আমি তাকে ২০ ডলার দেব। সন্তান কঠিন আগ্রহের সঙ্গে লেখাপড়া করে। আমিও তাকে পড়াশুনায় সাহায্য করি এবং সে সুন্দর ফল লাভ করে। এখন কি ঘটে? যখন সন্তান স্কুল থেকে ঘরে ফিরে এবং সামনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে তখন উচ্চ রবে ডাকে "বাবা, ২০ ডলার!" কেন সে এত নিশ্চিত যে সে ২০ ডলার পাবে। কারণ একটা প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে এবং সে তার করণীয় সম্পন্ন করেছে। সত্যিকারার্থে, এই ঘটনা সকল লোকের জন্য আজ স্বাভাবিক।

কিন্তু এমনও হতে পার যে সেই মুহূর্তে আমার নিকট ২০ ডলার নাই। এটা কি হতে পারে যে ঈশ্বরের তা নেই যা তিনি প্রতিজ্ঞা করেছেন? অসম্ভব!

অথবা এটি হতে পারে যে আমার প্রতিজ্ঞা ফিরিয়ে নেই আর বলি, "আমি একটি শিক্ষা বইয়ে পড়েছি যে তুমি কখনও টাকার বিনিময়ে সন্তানদেরকে কিছু শিখতে উৎসাহিত করবে না। সুতরাং আমি তোমাকে ২০ ডলার দিতে সমর্থ নাই।" ঈশ্বর কি পরে তার সিদ্ধান্ত বা প্রতিজ্ঞা বদলান! কখনও সম্ভব না।

আমরা দেখতে পাই যখন ঈশ্বরের নিকট থেকে কোন প্রতিজ্ঞা আমাদের জন্য থাকে এবং সেই করণীয় বিষয়সমূহ পূর্ণ করি, তাহলে সেখানে মাত্র একটা উপায় থাকে আমরা সেই প্রতিজ্ঞাত উপহার গ্রহণ করি।

ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা সমূহ দ্বারা তিনি আমাদিগকে একটি বিশেষ দিকে যেতে ইচ্ছা করেন-উদাহরন স্বরূপ, পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হও, যে পবিত্র আত্মা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের ক্ষমতা দেন। তিনি তার প্রতিজ্ঞার উপরে আস্থা স্থাপন করতে আমাদিগকে সাহায্য করে। বিশ্বাস হচ্ছে আন্তরিক বিশ্বাস।

এখন আমরা বাইবেলের কিছু পদ পড়ি। ১ যোহন ৫:১৪, ১৫ (NKJV) প্রতিজ্ঞার জন্য প্রার্থনা।

*"আর তাঁহার উদ্দেশে আমরা এই সাহস প্রাপ্ত হইয়াছি যে, **যদি তাঁহার ইচ্ছানুসারে যাচঞা করি, তবে তিনি আমাদের যাচঞা শুনেন।**"*

ঈশ্বর আমাদের একটি সাধারন প্রতিশ্রুতি দেন যে, যদি আমরা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী চাই তাহলে তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনেন । ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশ হয় নির্দেশ ও প্রতিজ্ঞা সমূহের মাধ্যমে। প্রার্থনা করার সময় আমাদের ঐসকল নির্দেশ ও প্রতিজ্ঞাগুলোর উপর আস্থা রাখতে হবে। অতরপর **১৫** পদ বলে,

*"আর যদি **জানি** যে, আমর যাহা যাচঞা করি, তিনি তাহা শুনেন, **তবে ইহাও জানি যে, আমরা তাঁহার কাছে যাহা যাচঞা করিয়াছি, সেই সকল পাইয়াছি।**"*

অন্য আর একটি অনুবাদ বলে,

*"যদি আমরা জানি যে, আমরা যাহা যাচঞা করি তাহা তিনি শুনেন, তাহলে **আমরা জানি তাহা পাইয়াছি।**"*

এর অর্থ কি? আমরা যে মুহূর্তে প্রার্থনা করি **সেই মুহূর্তেই ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হয়**। কিন্তু আবেগের বশীভূত হয়ে আমরা তা সচরাচর লক্ষ্য করি না। আমাদের প্রার্থনার উত্তর বিশ্বাসের মাধ্যমে উপস্থিত হয়; অনুভুতির দ্বারা নয়। অনুভুতি পরে উপস্থিত হয়।

যাহারা নিকোটিন ও মাদকাশক্ত তাদের সঙ্গে আমি প্রার্থনা করে শিখেছি; যখন তারা মুক্তির জন্য প্রার্থনা করে তখন তারা কিছুই লক্ষ্য করে না। তারা বিশ্বাসেই উত্তর পায়। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরে তারা লক্ষ্য করে যে, ধূমপান ও মদপানের প্রতি তাদের আসক্তি আর নেই। সেই মুহুর্তে তারা তাদের প্রার্থনার **আক্ষরিক** উত্তর পেয়েছে।

মার্ক লিখিত সুসমাচারে যীশু বলেছেন, *"এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলি, যাহা যাহা তোমরা প্রার্থনা ও যাচঞা কর, বিশ্বাস করিও যে, **তাহা পাইয়াছ**, তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে।"* মার্ক **১১**:২৪

ইলেন জি হোয়াইট বলেছেন, "আশীর্বাদের বাহ্যিক প্রমাণের উপর আমাদের তাকানোর কোন প্রয়োজন নেই। উপহার প্রতিজ্ঞার মাঝেই রয়েছে, এবং এই প্রতিশ্রুতিতেই আমরা সেবা করে এগিয়ে যাব যে, ঈশ্বর যা কিছু প্রতিজ্ঞা করেছেন তা তিনি সম্পন্ন করতে সামর্থ এবং **সেই উপহার বা বর যা আমাদের মাঝে ইতোমধ্যে আছে, তা আমরা তখনই উপলব্দি করব যখন সেই বর বা তালন্ত আমাদের খুবই প্রয়োজন।**"

অতএব আমরা বাহ্যিক প্রমাণের জন্য অনুসন্ধান করব না। এখানে নিশ্চিত ভাবে বোঝানো হযেছে যে আমরা সাধারনত আবেগপূর্ণ অভিজ্ঞতা অনুসন্ধান করি। রজার জে মরনেড বলেছেন, "আত্মা (জিন) লোকবৃন্দকে উৎসাহিত করবে যেন তারা খ্রীষ্টের এবং তাঁর ভাববাদীগণের বাক্যের পরিবর্তে তাদের নিজ বিবেচনার দিকে মনোনিবেশ করে। কি ঘটছে তা ব্যক্তিগত ভাবে উপলব্ধি করা ছাড়া অন্য কোন নিশ্চিত উপায়ে কোন আত্মা মানুষের জীবনকে নীতিগতভাবে পরিচালনা করতে পারবে না।"

প্রতিজ্ঞামালা যুক্ত প্রার্থনা আমাদের জন্য ঈশ্বরের ধনভাণ্ডার খুলে দেয়। আমাদের স্বর্গীয় প্রেমময় পিতা আমাদের জন্য একটি অফুরন্ত হিসাব খুলে দেন। "তারা (শিষ্যরা) প্রচুর পরিমান জিনিসপত্র প্রত্যাশা করতে পারে যদি তাঁর প্রতিজ্ঞামালায় তাদের বিশ্বাস থাকে।"

প্রতিজ্ঞার দুটো অংশ

একই সময় এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, আমরা বাইবেলের প্রতিজ্ঞাসমূহের মধ্যে যত্নপূর্বক পার্থক্য তৈরী করব: **"আত্মিক প্রতিজ্ঞাসমূহ** পাপ ক্ষমার জন্য, পবিত্র আত্মার জন্য, তাঁর কাজ করার ক্ষমতার জন্য **সব সময় রয়েছে** (দেখুন প্রেরিত ২:৩৮, ৩৯)। কিন্তু সাময়িক আশীর্বাদের জন্য যে প্রতিজ্ঞাগুলো, এমন কি নিজ জীবনের জন্য, কোনো উপলক্ষের জন্য বা উপলক্ষের সময় দেওয়া হয়, যেভাবে ঈশ্বরের যোগানকার্য ভালো মনে করে।"

একটা উদাহরণ: যিশাইয় ৪১:২ *"যখন অগ্নির মধ্য দিয়া চলিবে, তুমি পুড়িবে না, তাহার শিখা তোমার উপরে জ্বলিবে না।"* ঈশ্বর এই প্রতিজ্ঞা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে তিন বন্ধুর জন্য আশ্চর্যভাবে রেখেছেন (দানিয়েল ৩)। কিন্তু অন্যদিকে, কনস্ট্যান্সে সংস্কারকগণ হাস এবং যিরোমকে অগ্নি

মরণখুটীতে মরতে হয়েছিল। আমরা হয়তো বলতে পারি তাদের প্রার্থনার উত্তর মেলেনি। কিন্তু যে কোন পর্যায়ে হোক, আমাদের পরিচিত প্রত্যাশা অনুসারে তাদের প্রার্থনার উত্তর হয়নি। কেন? একজন পোপের শাসন সংক্রান্ত লেখক এই শহীদদের মৃত্যু এইভাবে বর্ণনা করেছেন, "তারা উভয়েই তাদের নিজেদের অটল মনমানসিকতা নিয়ে যখন তাদের মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন তারা এই চিন্তা বহন করেছিলেন, আগুনের জন্য তারা এভাবেই প্রস্তুতি নিয়েছিলেন মনে হচ্ছিল তারা একটি বিবাহ ভোজের দিকে যাচ্ছিলেন। তারা কষ্টের কোনো আর্তনাদ করেনি। যখন অগ্নিশিখা জ্বলছিল, তারা গান করতে শুরু করেছিলেন; এবং অগ্নিশিখার প্রচণ্ড লেলিহান শিখা তাদের গান বন্ধ করতে পারে নাই।

যদি কেউ পোড়ে সে শুধু চিৎকার করতে পারে। কিন্তু তাদের ব্যবহার প্রকাশ পাচ্ছিল যেন ঈশ্বর সব নিয়ন্ত্রণ করছেন, এমন অবস্থায় নয় যাহা মানুষে দেখতে পায়। এটা আমাকে দেখায় যেন, ক্ষনিক প্রতিজ্ঞাসমূহ আমাদের জন্য এখনও তাৎপর্যপূর্ণ।

উত্তরের জন্য ধন্যবাদ দেওয়া

এখন অন্য আর একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয়: আমাদের প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেওয়া হয় তখন পরবর্তী উত্তরের জন্য ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানানো উচিৎ। **এই মুহূর্তে আমাদের ধন্যবাদ ঈশ্বরের প্রতি আমাদের আস্থা প্রকাশ করে**, আর আমরা আশা করি যখন আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে তখনই প্রার্থনার উত্তর সম্পূর্ণভাবে পাব। কোনো কোনো বিশ্বাসী প্রার্থনার পরেই কিছু একটা পেয়েছেন বলে খেয়াল করেছেন। কিন্তু অনেক বিশ্বাসীর কাছে এটি এলিয় ভাববাদীর অভিজ্ঞতার মত: ঈশ্বর ঝড়ের সময় ছিলেন না, ভূমিকম্পের সময় ছিলেন না, অথবা আগুনের মধ্যে ছিলেন না, কিন্তু একটি নিঃস্তব্দ ক্ষীন স্বরের মধ্যে ছিলেন (১ রাজাবলী ১৯:১১,১২)। এরকম অভিজ্ঞতা আমারও হয়েছিল। বড় একটা লম্বা সময়ের পরে আমি চিন্তা করেছিলাম কিছুই ঘটেনি। তারপর হঠাৎ করে আমি লক্ষ্য করলাম যে, আমার মধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছে যা আমি উপলব্দি করতে পারিনি।

চিন্তার পরিবর্তন

এর অর্থ হল, যে **এই মুহূর্তেই একান্তভাবে আমার চিন্তার পরিবর্তন আনা প্রয়োজন,**"*কিন্তু মনের নূতনীকরণ দ্বারা স্বরূপান্তরিত হও।*" (রোমীয় ১২:২)।

এখন ইহা বলা ন্যায্য: ধন্যবাদ, আপনি আমার প্রার্থনার উত্তর দিয়েছেন। ধন্যবাদ আপনি ইতিমধ্যেই আমার মিনতি অনুমোদন করেছেন। ধন্যবাদ, আমি সঠিক সময়ে এই অভিজ্ঞতা লাভ করব।

ইহা নিজেকে বশে রাখা নয়

নিজেকে বশে রাখার মধ্য দিয়ে আমি আমাকে বুঝাতে চেষ্টা করছি। যখন আমি একটি প্রতিজ্ঞায় নির্ভর করে প্রার্থনা করি তখন আমি চিন্তার পরিবর্তনের মধ্য দিয়া একটি অপার অবস্থান খুঁজে পাই কারণ ইতোমধ্যেই আমার চাহিদা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে পূরণ হয়েছে। এমত অবস্থায় যদি আমি আমার মনের চিন্তার পরিবর্তন না করি, তাহলে আমি ঈশ্বরকে জানাচ্ছি যে আমি তাঁকে বিশ্বাস করি না, কিন্তু আমি মনে করি যে আমি নিজেই সবকিছু। এই ধরণের ব্যবহার দিয়ে আমি ঈশ্বরকে একজন মিথ্যাবাদী তৈরী করি, এবং আমি এভাবে কিছুই গ্রহণ করতে পারব না।

সঠিকভাবে কাজ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এমন কি যখন উত্তর পাবার কোনো চিহ্ন দেখি না তখনও। ঈশ্বর সর্বদাই যাহা বিশ্বাসনীয় তাহা একিভূত করেন। তাঁর ইচ্ছা আমরা যেন তাঁকে বিশ্বাস করি। যর্দন নদী পার হবার ঘটনা চিন্তা করুন। যাজক প্রথমে জলে নামলেন তারপরে জল বিভক্ত হইল। সম্পূর্ণ সুস্থ হবার আগে নামানকে ৭ বার জলে ডুব দিতে হয়েছিল।

সম্ভবত আপনি বলেছেন, "আমি এটি করতে পারি না, এমন কি আমি এটি করার ব্যাপারে চিন্তাও করতে পারি না"। দয়া করে মনে রাখবেন, অনেক জিনিস আছে যা আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি না। এই সময় পর্যন্ত আমরা জানি না বিদ্যুৎ কি, যদিও আমরা সকলে এটা ব্যবহার করি। আজ পর্যন্ত আমি জানি না কিভাবে শিশুরা কথা বলতে শেখে। কিন্তু তারা সকলেই এটা শেখে। "প্রাকৃতিক পৃথিবীতে বিভিন্ন বিস্ময়কর বস্তুসমূহ আমাদের চারিদিকে ঘিরে রেখেছে যা আমাদের বোধগম্যের উর্ধ্বে। তাহলে

আমরা কি আশ্চর্যান্বিত হব যখন দেখব যে, আত্মীক বিশ্বেও বিভিন্ন নিগুঢ়তত্ত্ব রয়েছে যা আমাদের বোধের বাইরে?"

আসুন হিতোপদেশ ৩:৫,৬ নিয়ে ধ্যান করি, "*তুমি সমস্ত চিত্তে সদাপ্রভুতে বিশ্বাস কর; তোমার নিজ বিবেচনায় নির্ভর করিও না; তোমার সমস্ত পথে তাঁহাকে স্বীকার কর; তাহাতে তিনি তোমার পথ সকল সরল করিবেন।*" এখানে আমাদের পথ দেখিয়ে দেওয়ার ঈশ্বরীয় প্রতিজ্ঞার পূর্বশর্তগুলো স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। প্রতিটি পূর্বশর্ত হচ্ছে একটি আজ্ঞা। আমরা যদি নিশ্চিত না হই যে আমরা পূর্বশর্তগুলো পূর্ণ করেছি, তাহলে আমরা নিশ্চয়তার সঙ্গে আন্তরিকতার জন্য প্রার্থনা করতে পারি যে ঈশ্বর আমাদেরকে তাৎক্ষণিক উত্তর দিবেন। "....কিন্তু যদি আপনি নিজ ইচ্ছা তৈরী করার জন্য ইচ্ছুক থাকে, ঈশ্বর আপনার পক্ষে কাজ সম্পন্ন করবেন..."।

সামান্য কিছু যা সাহায্য করতে পারে: আমরা কি জানিয়ে করছি? আমরা কি করছি? যখন আমরা প্রতিজ্ঞা সহকারে প্রার্থনা করেছি, শর্তগুলো পূরণ করেছি, আর তখন সন্দেহের অবসান হয়েছে? আমরা প্রভুকে একজন মিথ্যাবাদী মনে করছি। কোন অবস্থাতেই আমরা তা করতে চাই না। এই অবস্থায় প্রার্থনা করুন, প্রভু, আমি বিশ্বাস করি, আমার অবিশ্বাসের প্রতীকার করুন।

ঈলেন হোয়াইটের 'এডুকেশন বইয়ের' বিশ্বাস ও প্রার্থনা নামক অধ্যায়ে প্রতিজ্ঞা সহকারে প্রার্থনার বিষয়ে মহামূল্যবান উপদেশ রয়েছে।

পবিত্র আত্মার জন্য প্রার্থনা

আমি মনে করি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হবার প্রার্থনা করার সব গুণাবলীই আমার মধ্যে আছে। কিন্তু আমাদের এটা ভুলে যাওয়া উচিৎ না যে, আমাদের ইচ্ছা পূরণ করানোর জন্য ঈশ্বরকে বাধ্য করার বিষয় না, বরং তাঁর প্রতিজ্ঞা ও বিশ্বাসযোগ্যতায় আস্থা রাখা।

পবিত্র আত্মা গ্রহণের জন্য প্রার্থনা

ঈশ্বর আমাদেরকে পবিত্র আস্থা গ্রহণ করার জন্য চমৎকার প্রতিজ্ঞামালা দিয়েছেন।

লূক ১১:১৩ *"অতএব তোমরা মন্দ হইয়াও যদি তোমাদের সন্তানদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করিতে জান,* ***তবে ইহা কত অধিক নিশ্চয় যে, স্বর্গস্থ পিতা, যাহারা তাহার কাছে যাচঞা করে, তাহাদিগকে পবিত্র আত্মা দান করিবেন।"***

আমাদের স্বর্গীয় পিতা কি এখানে একটি বন্ধনকৃত অঙ্গীকার তৈরী করেননি? চমৎকার প্রতিজ্ঞার শর্ত হলো: চাও! এমনকি যীশু চান না যেন মাত্র একবার চাই কিন্তু প্রতিনিয়ত যাচঞা করি। যা হোক, এখানে প্রসঙ্গটা আলোচনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের অন্য পদগুলোও পড়তে হবে, যেগুলো একই বিষয় প্রকাশ করে, উদাহরণ হিসেবে বলা যায়।

প্রেরিত ৫:৩২ *"এই সকল বিষয়ের আমরা স্বাক্ষী এবং যে আত্মা ঈশ্বর আপন আজ্ঞাবহদিগকে দিয়েছেন, সেই পবিত্র আত্মাও স্বাক্ষী।"*

এখানে প্রয়োজন হলো: বাধ্যতা। এখানে আমরা দেখতে পাই যে আমরা কেবল একটি পদ দিয়ে নিজেদের সাহায্য করতে পারি না কিন্তু আমাদের, প্রতিজ্ঞার অন্য বিষয়গুলোও বিবেচনা করতে হবে। আমাদের জন্য সুখকর, এমন কিছুর জন্য একবার মাত্র বাধ্যতা দেখালেই হবে না। বরং অবিরত আমাদের আশ্চর্য মুক্তিদাতা ও বন্ধুকে সমাদর করতে হবে। বাধ্যতা আনন্দ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। বাধ্যতাপূর্ণ হৃদয়ের জন্য প্রতিদিন সকালে প্রার্থনা করুন। প্রার্থনা করুন, আপনার মাধ্যমে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনের সদিচ্ছা যেন তিনি আপনাকে দেন, এবং তা সম্পন্ন করার জন্য যেন সাহায্য করেন। এগুলো চমৎকার পূর্বশর্ত তৈরি করে।

যোহন ৭:৩৭ *"কেহ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, তবে আমার কাছে আসিয়া পান করুক।"*

এটি নির্ভর করে পবিত্র আত্মা পাবার ইচ্ছার উপরে। যদি আপনার ইচ্ছা না থাকে অথবা আপনি যদি মনে করেন আপনার ইচ্ছা শক্তি দুর্বল

তাহলে আপনি প্রকৃত ইচ্ছার জন্য নিয়মিত প্রার্থনা করুন। ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী প্রার্থনা করলে তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর পাওয়া যায়। যখন আমরা আমাদের আশ্চর্য ঈশ্বরের কাছে যাচঞা করি, তখন তিনি আমাদের ভিতরে একটা ইচ্ছা ও কাজ সম্পন্ন করার ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। আমরা প্রভুর সঙ্গে একটি নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য প্রার্থনা করতে পারি। যেন আমরা সমস্ত অন্তঃকরণ দিয়ে প্রেম করতে পারি, মহানন্দে তাঁর সেবা করতে পারি এবং যীশুর জন্য, তাঁর রাজ্য তরান্বিত করার জন্য বাসনা সৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে পারি। ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়নের, তা থেকে শিক্ষা নেবার, এমন কি যারা হারিয়ে গেছে তাদের সাহায্য করার এবং সাহায্য করার জন্য প্রশিক্ষিত হবার ইচ্ছার জন্য প্রার্থনা করতে পারি।

যোহন ৭:৩৮-৩৯*"যে আমাতে বিশ্বাস করে, শাস্ত্রে যেমন বলে, তাহার অন্তর হইতে জীবন জলের নদী বহিবে। যাহারা তাহাতে বিশ্বাস করিত, তাহারা যে আত্মাকে পাইবে, তিনি সেই আত্মার বিষয়ে এই কথা কহিলেন।"*

এখানে শর্ত হলো এই: **বিশ্বাস!** এখানে আমরা দেখি যে যীশু খ্রীষ্টেতে আমাদের বিশ্বাস, ঈশ্বরে বিশ্বাস, পবিত্র আত্মা পাবার জন্য একটি পূর্বশর্ত। কিন্তু যখন আমরা প্রতিজ্ঞা নিয়ে পবিত্র আত্মা যাচঞা করি, তখন বিশ্বাস করাটা খুব সহজ হয়।

গালাতীয় ৫:১৬ *"কিন্তু আমি বলি, তোমরা আত্মার বশে চল, তাহা হইলে মাংসের অভিলাষ পূর্ণ করিবে না।"*

এখানে আমাদের একটা **প্রতিশ্রুতি** আছে যা মূলত একটি আদেশ প্রকাশ করে। যখন ঈশ্বর ইচ্ছা প্রকাশ করেন আমি যেন আত্মায় চলি, তখন এটা পরিস্কারভাবে অর্থ প্রকাশ করে যে তিনি আমাকে পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিপক্ব করতে চান। এবং এখানে তিনি আমাদেরকে দেখাচ্ছেন যে যখন আমরা পবিত্র আত্মা পাই তখন আমরা আর কোনো কিছুর লোভ লালসার অধীন থাকি না। পবিত্র আত্মা আমাদের ভিতরের পাপের শক্তিকে ধ্বংস করে দেয়। (রোমীয় ৮:১-১৭, বিশেষ করে ২ পদ) পবিত্র আত্মা দ্বারা দেহের *"ক্রিয়াসকল মৃত্যুসাৎ"* করে (রোমীয় ৮: ১৩)। পৌলের বিষয় চিন্তা

করুন যিনি নিজের বিষয়ে বলেছেন *"আমি প্রতিদিন মরি"*। ইহা এমন মহা মূল্যবান বস্তু যা দেহের কাজের মাধ্যমে লাভ করা যায় না (গালাতীয় ৫:১৮-২১) কিন্তু আত্মার ফলগুলো বৃদ্ধি করে। (গালাতীয় ৫:২২)

আমরা পাপকে এভাবে তুলনা করতে পারি যা দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও আমাদের আবিস্কার করতে পারবে না। এটা করার জন্য কক্ষটি এমন বায়ুচাপ নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে লেন্সের উপর কোনো ধুলা না পড়ে। এর অর্থ হল যখন কক্ষের দরজা খোলা হয় তখন বাতাস বাইরের দিকে প্রবাহিত হয়। কোন ধুলা প্রবেশ করতে পারে না। অনুরুপ যখন আমরা পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ, *"আপনি মাংসের অভিলাষ পূর্ণ করবেন না।"* এ বিষয়ে আরো জানতে এই অধ্যায়ের শেষে *"কোন ব্যক্তি কি আত্মীক থাকতে পারেন?"*। অনুচ্ছেদটি পড়ুন।

ইফিষীয় ৩:১৬-১৭ এবং ১৯:*"যেন তিনি আপন প্রতাপে ধন অনুসারে তোমাদিগকে এই বর দেন, যাহাতে তোমরা তাঁহার আত্মা দ্বারা আন্তরিক মনুষ্যের সম্বন্ধে শক্তিতে সবলীকৃত হও; যেন বিশ্বাস দ্বারা খ্রীষ্ট তোমাদের হৃদয়ে বাস করেন; যেন তোমরা প্রেমে বদ্ধমূল ও সংস্থাপিত হও..... এই প্রকারে যেন ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতার উদ্দেশে পূর্ণ হও।"*

হয়তো বহুদিন যাবৎ আমরা কোন শক্তি লক্ষ করছি না। হতে পারে ইহা কোন প্রকৃতির মধ্যে বিরাজ করছে। শীতকালে গাছের পাতা ঝরে পড়ে, এবং বসন্তে আবার সবুজ হয়ে ওঠে। নবশক্তি সঞ্চারের কাজের মধ্যে বিপুল শক্তি বিরাজমান। কিন্তু আমরা সেগুলো দেখিও না শুনিও না। কিন্তু আমরা তার ফলাফল প্রত্যক্ষ করি। আমার ক্ষেত্রেও কি এমন হয়। আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেই যে তিনি আমাকে প্রচুর পরিমাণ ক্ষমতা দেন। আর একটি উদাহরণ: আমরা কয়েক দশক যাবৎ জানছি যে আমাদের শরীরে বৈদ্যুতিক শক্তি আছে। সেগুলো শরীরে আছে। কিন্তু আমরা সে ব্যাপারে সচেতন নয়।

ইফিষীয় ৫:১৯ *"কিন্তু আত্মাতে পরিপূর্ণ হও।"*

প্রেরিত ১:৮ *"কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত হইবে; আর তোমরা ....আমার স্বাক্ষী হইবে।"*

পবিত্র আত্মা না আসা পর্যন্ত শিষ্যরা অপেক্ষা করার আদেশ পেয়েছিলেন। তারা অলসের মতো অপেক্ষা করেনি। "শিষ্যগণ অধির আগ্রহ নিয়ে সমুদয় মনুষ্যের সহিত সাক্ষাৎ করার যোগ্যতা অর্জনের নিমিত্ত প্রতিদিন প্রার্থনা করছিলেন। তারা প্রার্থনা করছিলেন যেন তারা প্রতিদিন যখন লোকদের সঙ্গে মেলাশো করে প্রভুর বাক্যের পরিচর্যা করবেন তখন যেন পাপীদের যীশুর দিকে পরিচালনা করতে পারেন। এভাবে সব মতপার্থক্য, শ্রেষ্ঠত্ব লাভের চেষ্টা দূরে রেখে খ্রীষ্টিয় সহভাগিতায় তারা একে অন্যের আরও ঘনিষ্ঠ হলেন।

আমরাও এই প্রতিশ্রুতির সঙ্গে প্রার্থনা করতে পারি।

কোন ইতিবাচক ফলাফল নয়.....?

একজন যুবক যেহেতু পবিত্র আত্মায় পুর্ণ হতে চেয়েছিল তাই সে পরামর্শের জন্য সঠিক লোক খুঁজেছিল। সে প্রকৃত পক্ষে আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। একজন পুরোহিত তাকে প্রশ্ন করেলেন, "আপনি কি আপনার মনের ইচ্ছাকে সম্পূর্ণভাবে প্রভুর নিকট সমর্পণ করেছেন?" আমার মনে হয় না আমি পূর্ণ মাত্রায় করেছি। "ভাল" পুরোহিত বললেন, তাহলে প্রার্থনা করে কোন লাভ হবে না, পবিত্র আত্মা পাবেন না যাবৎ না আপনি আপনার ইচ্ছাকে সম্পূর্ণভাবে প্রভুর হাতে সমর্পণ না করেন। আপনি কি এখনই আপনার ইচ্ছাকে প্রভুর কাছে সমর্পন করতে চান? "আমি পারি না" তিনি উত্তর দিলেন। আপনি কি চান ঈশ্বর আপনার জন্য এই কাজটি করেন? "হ্যাঁ" তিনি উত্তর দিলেন । তাহলে তাঁকে কাজটি করার মিনতি জানান। তিনি প্রার্থনা করলেন "হে প্রভু আমার নিজের ইচ্ছা থেকে আমাকে শূন্য কর। আমার সব ইচ্ছা মন থেকে দূর কর। আমার জন্য একটি ইচ্ছা দাও। যীশু নামে চাই" তিনি বললেন, "আমি প্রভুর ইচ্ছাক্রমে কিছু চেয়েছি এবং আমি জানি তিনি আমাকে উত্তর দিয়েছেন এবং আমি যা চেয়েছি তা এখন আমার কাছে আছে (১ যোহন ৫:১৮, ১৫)। হ্যাঁ এটি ঘটেছে-আমাকে একটি ইচ্ছা দেওয়া হয়েছে। তারপরে পুরোহিত বললেন, এখন পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের জন্য প্রার্থনা করুন যেন পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হন।" তিনি প্রার্থনা করলেন, "হে প্রভু পবিত্র আত্মা দ্বারা আমাকে বাপ্তাইজিত কর।

আমি এই প্রার্থনা যীশুর নামে চাই। এবং এটি তখনই ঘটেছিল যখন তিনি তার পূর্ণ ইচ্ছা প্রভুর নিকট রেখেছিলেন।"

বিশাল পার্থক্য পূর্বে এবং পরে

যদিও আমি বহুদিন যাবৎ প্রত্যাশার সহিত প্রার্থনার সঙ্গে পরিচিত ছিলাম এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহারও করেছি, এবং প্রার্থনার উত্তর পাবার চমৎকার অভিজ্ঞতা রয়েছে; আমি বহু বছর ধরে চিন্তা করেছি যে যদি আমি বিশেষ প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর না করে শুধু পবিত্র আত্মার জন্য প্রার্থনা করতাম তাহলে ভালো হত। আমি জানি অনেকেই এরূপ ভাবে। আমি বলবো না যে এটি ভূল। কিন্তু যখন আমরা অতীতের দিকে তাকাই তখন অনুতপ্ত হই কারণ আমি কোন প্রতিশ্রুতি ছাড়াই শুধু প্রার্থনা করেছি । কয়েক বছর যাবৎ আমি পবিত্র আত্মার প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রতিদিন প্রার্থনা করি, যেন আমি প্রার্থনার পরক্ষণে আমি এই আশ্বাস পাই যে, আমি পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছি। ২০১১ সালে ২৮ শে অক্টোবর একটি অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমি প্রার্থনার আগে ও পরেমহা অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করেছি।

যখনই আমি প্রতিজ্ঞতার সঙ্গে প্রার্থনা করতে শুরু করেছি তখন থেকেই ঈশ্বরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিবিড় হয়েছে এবং যীশু আমার নিকটবর্তী আছেন এবং আমার নিকট মহান হয়েছেন। এটা শুধু একটা অনুভূতিই নয়; আমি একে নিচের বিষয়গুলোর সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারি:

- যখন আমি বাইবেল পড়ি তখন আমি নূতন এবং উৎসাহমূলক অর্ন্তদৃষ্টি পাই।
- প্রলোভনের যুদ্ধে আমি বিজয়ী হয়ে চলতে পারি।
- আমার প্রার্থনার মুহূর্তগুলো আমার কাছে মহামূল্যবান বিষয় হয়েছে এবং আমার জন্য পরম আনন্দ নিয়ে আসে।
- ঈশ্বর আমার অনেক প্রার্থনার উত্তর দেন।
- অন্যদের কাছে যীশুর বিষয় বলার জন্য আমার আগ্রহ ও সাহস আছে।

- আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে আরও বেশি অধিকতর বন্ধুভাবাপন্ন হয়েছি।
- আমি প্রভুর অনুগ্রহে খুশি মনে বসবাস করছি।
- একটি জটিল পরিস্থিতির মধ্যেও ঈশ্বর আমাকে আশ্চর্য উপায়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং আমার অন্তরে শক্তির সঞ্চার করেছেন।
- আমি উপলব্ধি করেছি যে সুন্দর আত্মিক উপহার ঈশ্বর আমাকে দান করেছেন।
- বচসা বন্ধ হয়েছে। যখন অন্য লোকদের বচসা করতে শুনি আমি অস্থিরতা উপলব্ধি করি।

নীরবেই আমার অন্তরে এই পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তন আমি প্রথমে লক্ষ্য করেছি বাইবেলের প্রতিশ্রুতির সঙ্গে পবিত্র আত্মার জন্য প্রতিদিন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার পরে। তখন থেকে আমি একটি অন্য প্রকার খ্রীষ্টিয় আদর্শের অভিজ্ঞতা লাভ করছি। আগে ঈশ্বরের সঙ্গে আমার জীবন শ্রমশীল ও কঠিন ছিল; বর্তমানে আমি এক আনন্দ ও শক্তি উপভোগ করছি।

আমার ব্যক্তিগত জীবনের পবিত্র আত্মার অভাবে অনেক ক্ষতি ও লোকসানের জন্য আমি অনুশোচনা করি। আমার বিবাহিত জীবনের, পারিবারিক জীবনে এমন কি মাণ্ডলীক জীবনে যেখানে আমি পুরোহিত হিসাবে সেবা করছি সেখানেও ক্ষতির শিকার হয়েছি। আমি যখন এসব উপলব্ধি করেছি আমি ঈশ্বরের নিকট অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা চেয়েছি।

দুভার্গ্যবশত এটা সত্য যে এই বিষয়ে আমরা যতটা এগিয়ে যেতে পারি তার চেয়ে বেশী অন্য কাউকে নিতে পারি না। আমরা এটাও স্মরণে রাখতে চাই যে পরিবার এবং মণ্ডলীতে লোকদের ব্যক্তিগত দুর্বলতাগুলো বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অন্যদের যেন একই ধরণের ভুল করে অনুশোচনা করতে না হয়এজন্য আমি কিছু চিন্তার বিষয় তুলে ধরতে চাই।

দ্বিতীয় পিতর ১:৩,৪ বলে যে নিবিড় সম্পর্কের মাধ্যমে যীশুর সঙ্গে *আমরা "মহামূল্য অথচ অতি মহৎ প্রতিজ্ঞা..... যেন ঈশ্বরীয় স্বভাবের সহভাগী হই।"*

এর অর্থ হলো প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমাদেরকে পবিত্র আত্মা দত্ত হয়েছে। আপনি পবিত্র আত্মাকে একটা ব্যাংক চেকের সঙ্গে তুলনা করতে পারেন। আমরা যখন কোন একাউন্টের মালিকের স্বাক্ষরিত চেক ব্যাংকে দেই, তখন আমরা সেই লোকের জমা টাকা থেকে টাকা উঠাতে পারি। ঈশ্বরের সন্তান হিসাবে (যোহন ১:১২) আমরা যীশুর স্বাক্ষরিত চেক দিয়ে প্রতিদিন প্রতিজ্ঞাত উপহার তুলতে পারি। আমাদের নিজের তৈরী অথবা কোন কারুশিল্প দ্বারা তৈরী চেকে কোন ভালো কাজ হবে না। আমাদের প্রয়োজন হবে একাউন্টের মালিকের স্বাক্ষরিত চেক।

আর একটি কারণ রয়েছে যা আমাদেরকে প্রতিজ্ঞার জন্য প্রার্থনা করতে উৎসাহিত করতে পারে। ঈশ্বরের বাক্যে ক্ষমতা রয়েছে। কেন যীশু ক্রুশের উপরে তিনবার গীতসংহিতার বাক্য উল্লেখ করে প্রার্থনা করেছিলেন? কেন যীশু নিজে প্রতিরোধ করেছিলেন এবং বাইবেলে উল্লিখিত বাক্য ব্যবহার করে শয়তানের প্রান্তরে পরীক্ষায় শয়তানকে পরাভূত করেছিলেন? মথি ৪:৪,৭,১০ তিনি বলেছিলেন: "মনুষ্য কেবল.....ঈশ্বরের মুখ হইতে যে প্রত্যেক বাক্য নির্গত হয়, তাহাতেই বাঁচিবে।"

যীশু সৃষ্টিকর্তা, জানতেন যে ঈশ্বরের প্রতিটি বাক্যে ক্ষমতা রয়েছে। "ঈশ্বরের বাক্যের প্রতিটি আদেশে এবং প্রতিটি প্রতিজ্ঞায় শক্তি রয়েছে এবং এটা জীবন্ত, ঈশ্বরের প্রতিটি আদেশ পূর্ণ হবে এবং প্রতিজ্ঞা ফলবন্ত হবে।" কত সুন্দর একটি মন্তব্য! ঈশ্বরের ক্ষমতা এবং তাঁর জীবন প্রতিটি প্রতিজ্ঞায় বিরাজিত। যখন আমরা প্রতিজ্ঞার সঙ্গে প্রার্থনা করি আমরা আমাদের প্রার্থনায় ঈশ্বরের বাক্য ব্যবহার করি। এটি ঈশ্বরের বাক্যের বিষয় বলে: "আমার মুখনির্গত বাক্য তেমনি হইবে; তাহা নিস্ফল হইয়া আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে না, কিন্তু আমি যাহা ইচ্ছা করি, তাহা সম্পন্ন করিবে।" যিশাইয় ৫৫:১১।

আমি শুধু প্রতিজ্ঞা অনুসারে পবিত্র আত্মার জন্য প্রার্থনা করতে পরিকল্পনা করি। যখন আমি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা দাবি করে প্রার্থনা করি, আমি জানি যে আমি পবিত্র আত্মার জন্য প্রার্থনা করার পরে ১ যোহন ৫:১৫

অনুযায়ী আমার বিশ্বাস করতে হবে যে আমি তা পেয়েছি। "আর যদি জানি যে, আমরা যাহা যাচঞা করি, তিনি তাহা শুনেন তবে ইহাও জানি যে, আমরা তাঁহার কাছে যাহা যাচঞা করিয়াছি সেইরূপ পাইয়াছি।" যখন আমি প্রতিজ্ঞা বিনা প্রার্থনা করি আমি আশা করি আমার প্রার্থনার উত্তর পাব। প্রার্থনা করার জন্য কিছু সময় রাখা উচিৎ এবং এমন একটি অভিজ্ঞতা হওয়া প্রয়োজন যখন বলতে পারবো এটি একটি আশীর্বাদের দিন, এবং দোষারোপ করে যেন সন্ধ্যায় অকৃতকার্যের কথা বলতে না হয়।

আমি একটা ইমেইল পেয়েছি যা অতি আনন্দের সঙ্গে লেখা হয়েছিল: "আমি কোনদিন ভাবতে পারি নাই যে এটি সম্ভব হবে যে যদি আমি সারাদিন নিজের ভাষায় প্রার্থনা করি অথবা বাইবেলের প্রতিজ্ঞার জন্য প্রার্থনা করি তাহলে এত ব্যাপক পার্থক্য দেখা যাবে। প্রতিজ্ঞা সব সময়ই আমার কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি সব সময় এতে বিশ্বাস রেখেছি, কিন্তু আমি প্রতিদিন দাবি করতে অকৃতকার্য হয়েছি । যীশুর সঙ্গে আমার জীবন গভীর, অতিশয় আনন্দঘন, অতিব আস্থাপ্রবণ এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থানে পৌঁছেছে। আমি এই কারণে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই।"

এই কারণে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমি পবিত্র আত্মার প্রতিজ্ঞাসহ প্রার্থনার একটি দৃষ্টান্ত সহভাগ করব। সাধারনভাবে এটা সংক্ষেপে হতে পারে। ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা প্রভুর বাক্য দ্বারা সরাসরি আমাদের নিজেদের জন্য প্রার্থনা করতে শিখতে পারি। কিন্তু লক্ষনীয় বিষয় হল যে, আমাদের বিশ্বাস প্রতিজ্ঞা দ্বারা এমনভাবে শক্তিমন্ত হয় যে প্রার্থনার পরে আমাদের বিশ্বাস জন্মে যে আমরা পবিত্র আত্মা পেয়েছি। আমরা যা প্রার্থনা করি তাতে যখন বিশ্বাস করি তখন আমরা পবিত্র আত্মা পাই।

পবিত্র আত্মায় প্রতিদিন নূতনীকৃত হওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি অনুসারে একটি দৃষ্টান্ত মূলক প্রার্থনা।

স্বর্গস্ত পিতা, আমি আমাদের পরিত্রাতা যীশু খ্রীষ্টের নামে আপনার কাছে এসেছি। আপনি বলেছেন তোমার অন্তঃকরণ আমাকে দাও। হিতোপদেশ ২৩:২৬। আমি নিজেকে আজকে আমার যাহাকিছু আছে সব কিছু বিসর্জন দিয়ে তা করতে চাই। ধন্যবাদ যে আপনি আপনার ইচ্ছায় আমাকে উত্তর দিয়েছেন, কারণ আপনার বাক্য বলে যে যদি আমরা আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী প্রার্থনা করি আমরা জানব যে আমরা পেয়েছি (১ যোহন ৫:১৫)। এবং আপনি এও বলেছেন যে আপনার কাছে যারা আসেন কোন মতে আপনি তাদেরকে ফেলে দেন না (যোহন ৬:৩৭)।

যীশু বলেন, "অতএব তোমরা মন্দ হইয়াও যদি তোমাদের সন্তানদিগকে উত্তম দ্রব্য দান করিতে জান, তবে ইহা কত অধিক নিশ্চয় যে, স্বর্গস্ত পিতা, যাহারা তাহার কাছে যাচঞা করে, তাহাদিগকে পবিত্র আত্মা দান করিবেন।" (লূক ১১:১৩)

পিতঃ, আপনি আরও বলেছেন যে আপনি তাদেরকে পবিত্র আত্মা দিবেন, যারা আপনাকে বিশ্বাস কওে (যোহন ৭:৩৪-৩৯), যারা আপনার বাধ্য (প্রেরিত ৫:৩২), যারা পবিত্র আত্মা দ্বারা নূতনীকৃত হয় (ইফিষীয় ৫:১৮) এবং যারা আত্মায় গমন করে (গালাতীয় ৫:১৬)। এটাই আমার ইচ্ছা। দয়া করে আমাকে পবিত্র আত্মা দিন। এই কারণে আমি আজকে আন্তরিকভাবে পবিত্র আত্মা দেওয়ার অনুরোধ করছি। যেহেতু আমি আপনার ইচ্ছাসঙ্গতভাবে যাচঞা করছি, আমি ধন্যবাদ দেই আপনি আমাকে পবিত্র আত্মা দান করেছেন। (যোহন ৫:১৫)। ধন্যবাদ দেই যে আমি একই সঙ্গে অপার প্রেম পেয়েছি, কারণ আপনার বাক্য বলে "যেহেতুক আমাদগিকে দত্ত পবিত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের প্রেম আমাদের হৃদয়ে সেচিত হইয়াছে।" রোমীয় ৫:৫; ইফিষীয় ৩:১৭) আমি গীত রচকের সঙ্গে বলতে চাই: "হে সদাপ্রভু; মম বল! আমি তোমাতে অনুরক্ত।" গীত ১৮:১। ধন্যবাদ যে আমি আপনার প্রেম দ্বারা আমার সহ মানবকে ভালবাসতে পারি।

ধন্যবাদ করি যে পবিত্রআত্মা দ্বারা আমার ভিতরে পাপের শক্তি বিনষ্ট হয়েছে। রোমীয় ৮:১৩; গালাতীয় ৫:১৬। দয়া করে আজ আমাকে পাপ ও পৃথিবী থেকে মুক্ত ও রক্ষা করুন, পতিত দূতগণ দ্বারা আমাকে নিরাপত্তা দিন,পরীক্ষা প্রলোভন হতে আমাকে মুক্ত করুন, এবং আমার পুরাতন নীতি ভ্রষ্টতা হতে উদ্ধার করুন (১ যোহন ৫:১৮)।

আমাকে তোমার বাক্যের ও কার্যের সাক্ষী হতে সহায়তা কর (প্রেরিত ১:৮)। আমি তোমার প্রসংশা ও ধন্যবাদ করি। আমেন।

পবিত্র আত্মার মাধ্যমে যীশু নিজে আমাদের হৃদয়ে বাস করতে চান (১ যোহন ৩ :২৪; যেহান ১৪:২৩)। ঈলেন জি. হোয়াইট বলেন: *"আমাদের অন্তরে খ্রীষ্টের জীবন হচ্ছে পবিত্র আত্মার প্রভাব।"*

পবিত্র আত্মার শক্তি পিতর, পৌল ও অনেককে পাবির্তন করেছে তা আমাদের জন্য রয়েছে। তিনি এই শক্তি আমাদেরও দেন "তিনি আপনার প্রতাপ ধন অনুসারে তোমাদিগকে এই বর দেন, যাহাতে তোমরা তাঁহার আত্মা দ্বারা আন্তরিক মনুষ্যের সম্বন্ধে শক্তিতে সবলিকৃত হও"। (ইফিষীয় ৩:১৬) পবিত্র আত্মায়পূর্ণ হওয়া হলো আনন্দ, প্রেম এবং পাপের উপর বিজয়ী হতে একটি বিশ্বাসপূর্ণ জীবনের চাবিকাঠি "*সেখানেই মুক্তি যেখানে ঈশ্বরের আত্মা আছে*" ২ করিন্থীয় ৩:১৭।

আমি একটা বার্তা পাই যা বলে: "অনেক সদস্যরা দুই দুই জন করে এই প্রভাবিত প্রার্থনা করে। গত পাঁচ মাস যাবৎ আমার প্রেমিকার সঙ্গে প্রার্থনা করছি। শুধু আমার ব্যক্তিগত জীবনে নয় কিন্তু আমার পরিবারে, সম্পর্কে, বিবাহে, আত্মিকভাবে, এবং মণ্ডলীতে শুধু মতানৈক্যের ব্যবহারে নয় কিন্তু শান্ত ও প্রাকৃতিক অবস্থানেও ইহা ফল দিয়েছে। আমরা আশ্চর্য হই এবং লক্ষ্য করি ইহা ঈশ্বরের একটি শোধন পদ্ধতি, যা একটি জীবনকে বিভিন্ন উপায়ে সহজ করে দেয়, আর আমরা ঈশ্বরের আরও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য উপলব্ধি করি।

একজন ব্যক্তি কি আত্মিক থাকতে পারে?

হ্যাঁ! যখন আমরা অবিশ্বাসের প্রবণতাকে স্থান না দেই এবং আত্মিকভাবে শ্বাস নেই: "শ্বাসত্যাগ" করে আমাদের পাপ স্বীকার করি এবং "শ্বাস গ্রহন" দ্বারা ঈশ্বরের প্রেম ও ক্ষমা পাই, এবং পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হতে বিশ্বাসের প্রার্থনায় নূতনিকৃত হই।

ইহা আমাদের সন্তানদের সঙ্গে সম্পর্কের মতো। যখন একটি সন্তান অবাধ্য হয় তখনও আমাদের সন্তান । কিন্তু আমরা চূর্ণবিচূর্ণ সম্পর্ক অনুভব করি। সন্তান হয়তো সেভাবে দেখতে অসমর্থ। এই চূর্ণবিচূর্ণ অবস্থা অনুতাপের ভিতর দিয়ে সংশোধন হয়।

কিন্তু কোন ব্যক্তি জীবনের দীর্ঘ পথে আবার হয়তো জাগতিক হয়ে যেতে পারে। বাইবেল আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয় না যে, "একবার

ধার্মিক আজীবন ধার্মিক।" আমাদের পাপের প্রবতণতা সব সময় থাকে। কোন প্রেরিত বা কোন ভাববাদী কখনও বলেন নি যে তারা পাপের প্রবণতা থেকে মুক্ত ছিলেন।

কিন্তু পবিত্র আত্মার সঙ্গে এবং যীশুকে অন্তরে স্থান দিয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হযে জীবনে পাপের প্রবণতাকে ধ্বংস করে দিতে পারি যেন আমরা একটি সুখী ও খ্রীষ্টিয় জীবন লাভ করতে পারি। খ্রীষ্টেতেই আমাদের ধার্মিকতা জীবিত "ঈশ্বর হইতে জ্ঞান-ধার্মিকতা পবিত্রতা এবং মুক্তি।" (১করিন্থীয় ১:৩০)। শীঘ্রই এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিষদভাবে আলোচনা হবে।

যদি আমরা দীর্ঘকাল যাবৎ আত্মিক জীবন অবহেলার দ্বারা এবং আত্মিক শ্বাসগ্রহণ অকৃতকার্য করার মাধ্যমে আবার জাগতিক হই তাহলে আমরা যেন স্মরণে রাখি যে আমাদের ধৈর্য্যশীল মুক্তিদাতা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমাদের ইহা অবশ্যই জ্ঞাত থাকা প্রয়োজন যে আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহে নূতনীকৃত হতে পারি এবং অনন্তকালের জন্য একটি আত্মিক জীবন আশা করতে পারি। কোন মানুষেরই আজীবন জাগতিক থাকার প্রয়োজন নাই।

ব্যক্তিগত ভাবে এবং সাধারন ভাবে তা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যা র‍্যান্ডি ম্যাক্সওয়েল বলেছেন: "আপনি কি ভাবতে পারেন যে কোনো পদক্ষেপ ছাড়াই আসন্ন আত্মীক মৃত্যু হইতে ঈশ্বরের মণ্ডলীর পুনরুজ্জীবিত হবে?"

পৃথিবীতে জীবনের প্রাচুর্য, ও অনন্ত জীবন, অনেক লোকের পরিত্রাণ এবং যীশু খ্রীষ্টের মহান আত্মত্যাগের জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সফল হবে। মূল বিষয় হল প্রতিদিন সকালে আরাধনায় ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়া। কারণ তিনি তাঁর শক্তিতে আমাদের সুসজ্জিত করবেন।

আমরা প্রেরিত যোহনের ব্যাপারে এইভাবে অধ্যায়ন করি।
"দিনের পর দিন তার হৃদয় প্রভু যীশুর দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল, যাবৎ তিনি তার প্রভুর নিমিত্ত প্রেম পোষণের জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। তার ঘৃনাপূর্ণ মনোভাব অধিক ক্রোধের অভ্যাস যীশু খ্রীষ্টের তৈরী করার ইচ্ছার উপর সমর্পণ করলেন। পবিত্র আত্মার পুনর্নির্মাণের শক্তির প্রভাবের উপর

সমর্পন করলেন। চরিত্রের রুপান্তর যীশু খ্রীষ্টের প্রেমের শক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। খ্রীষ্টের সঙ্গে একতাবদ্ধ হওয়ার ইহাই নিশ্চিত ফল। যখন খ্রীষ্ট হৃদয়ে থাকে, সমস্ত মনমানসিকতা পরিবর্তন হয়।"

"আমার নয়ন খুলিয়া দেও যেন আমি দর্শন করি, তোমার ব্যবস্থায় আশ্চর্য্য বিষয় দেখি।" গীতসংহিতা ১১৯:১৮। ধন্যবাদ আপনি আমাকে পরিচালনা করছেন এবং আমি বলতে পারি: "আমি তোমার বচনে আনন্দ করি, যেমন মহালূট পাইলে লোকে করে।" গীত: ১১৯:১৬২

৬ষ্ঠ অধ্যায়

আমাদের সামনে কি ধরণের অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করছে?

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, তৎসঙ্গে মাণ্ডলীক অভিজ্ঞতা, এবং কনফারেন্স ও ইউনিয়ন থেকেও অভিজ্ঞতা সকল।

একজন ভাইয়ের অভিজ্ঞতা

"বিগত দুই বৎসর থেকে আমি পবিত্র আত্মার অপরিসীম বর্ষণের জন্য প্রার্থনা করছিলাম। আমার প্রার্থনা ছিল যীশু যেন আমার হৃদয়ে প্রতিদিন বাস করেন। অবিশ্বাস্য হলেও (এই সময়ের মধ্যে) ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করছেন। যীশুকে আমার মধ্যে বাস করার, আমার মাধ্যমে তাঁর ইচ্ছা পূরণ করার, এবং আমাকে প্রতিদিন পবিত্র আত্মায় পূর্ণ করার অনুরোধ জানানোর পরে গালাতীয় ৫ অধ্যায়ের পবিত্র আত্মার ফল আমার মধ্যে আরও বেশি করে প্রকাশ পেল। বাইবেল অধ্যয়ন, অন্যদের সঙ্গে খ্রীষ্টের বিষয় সহভাগ করার ক্ষেত্রে আমি মহা আনন্দ খুঁজে পেলাম, আর অন্যদের জন্য প্রার্থনা করার একান্ত বাসনা জেগে উঠল; এছাড়া নাটকীয়ভাবে আমার জীবন যাত্রায় পরিবর্তন এল। এ সব আমি প্রতিদিন ঈশ্বরের অন্বেষণ করার ও পবিত্র আত্মার জন্য প্রার্থনা করার নিশ্চয়তার ফল হিসেবেই দেখলাম তিনি আরও বলেছেন।

"আমি আপনাকে মাত্র ছয় সপ্তাহ প্রতিদিন পবিত্র আত্মার বর্ষনের জন্য প্রার্থনা করার আহব্বান জানাই আর এরপর দেখুন আপনার জীবনে কি ঘটে।"

সার্বিয়াতে ৪০ দিনের প্রার্থনার ফল

"২০১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, আমরা "ফোটি ডেজ প্রেয়ার্স অ্যান্ড ডিভোশনস টু প্রিপেয়ার ফর দ্যা সেকেন্ড কামিং" বইটি অনুবাদ করে পাঠ করার অনুরোধ করি। আমরা আমাদের মণ্ডলীর প্রত্যেক সদস্যদের জন্য ইউনিয়ন ব্যাপী বইটি বিতরণ করি। পরবর্তি ৪০ দিনের জন্য আমরা প্রার্থনার ও উপবাস সহকারে বইটি পাঠ ও গৃহ সভার মাধ্যমে পবিত্র আত্মার বর্ষণের জন্য প্রার্থনা করি।

এই কার্যক্রম যখন শুরু হল, মণ্ডলীর মধ্যে ও সাধারণ লোকদের মধ্যে একটা নূতন পরিবর্তন দেখা গেল। মণ্ডলীর অনিয়মিত সভ্য সভ্যরা নিয়মিত হল এবং অন্যদের সেবা করার জন্য আরও আগ্রহী হয়ে উঠল। যারা একে অন্যের সঙ্গে প্রতিনিয়ত তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া ও মারামারি করত (এমন কি একজন অন্যজনের সঙ্গে কথাও বলত না, বছরের পর বছর), তাদের মধ্যে একটা পরিবর্তন দেখা দিল এবং সবার সঙ্গে নতুন সম্পর্ক তৈরি হল। তারা এখন সবাই একত্রে সব কিছু করতে উদ্যত হল।

পরে, ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে, বাৎসরিক সভার সময়, যারা রীতিমত সদস্য ছিল না তারা সবাই পরিবর্তিত হয়েছে। আমরা তাদের সবাইকে সাদরে গ্রহণ করলাম। বুঝতে পারলাম ঈশ্বর আমাদের ইউনিয়নের মধ্যে যে কাজ শুরু করেছেন তার আরম্ভ মাত্র।

এই প্রার্থনা সভার তাৎক্ষণিক ফলাফল হিসেবে ইউনিয়নের কর্মচারী কর্মকর্তাদের মধ্যে, সাধারণ লোকদের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ সহভাগিতা, মহা ঐক্য ও অসাধারণ বোঝাপড়া দেখতে পেলাম।

জুরিখ/সুইজারল্যান্ডে ৪০ দিনের প্রার্থনা

আমাদের পুরোহিত এবং আমি পৃথক পৃথকভাবে একটি করে পুস্তক পেয়েছিলাম যার বিষয়বস্তু আমাদের আশ্চার্যান্বিত করেছিল। বইটির নাম ছিলঃ ফোর্টি ডেজ: প্রেয়াসস অ্যাণ্ড ডিভোশনস টু প্রিপেয়ার ফর দ্যা সেকেণ্ড কামিং-বইটির লেখক ডেনিস স্মিথ, রিভিউ এণ্ড হেরাল্ড পাব্লিশিং এসোসিয়েশন। এই বইটি তখন পড়াহয়নি, একপাশে রেখে দিয়েছিলাম। এর বিষয়বস্তু আমার জীবনকে পরিবর্তিত করে দিল।

জুরিখে আমাদের (মাত্র ১০০ জন সদস্য রয়েছে) তাদের প্রার্থনার এবং পুনঃ জাগরণের প্রয়োজন মনে হল, তাই আমরা ২০১১ সালের শুরুতে ৪০ দিনের প্রার্থনার জন্য পরিকল্পনা করলাম । এই বইটিতে প্রার্থনার কার্যক্রমের জন্য বিস্তারিত ও গুরুত্বপুর্ণ তথ্য তুলে ধরা আছে, ৪০ দিনের উপযোগি আরাধনার কার্যক্রম।

বইয়ের বিষয়বস্তুতে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হওয়া, প্রার্থনা প্রচার, যীশুর জীবনাচরণ ও আধ্যাত্মিক সহভাগিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাই আমরা ২০১১ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম থেকে অতিশয় আগ্রহ ও আনন্দের সঙ্গে আমাদের ৪০ দিনের কার্যক্রম শুরু করলাম। ভাগ্যক্রমে আমাদের মণ্ডলীর প্রতিটি সদস্য/সদস্যা অংশগ্রহণ করলেন। প্রার্থনায় অংশগ্রহণকারীরা প্রতিদিন প্রার্থনা করতে লাগলেন, প্রতিদিনের জন্য শাস্ত্রের পদ তাহাদের কাছে পাঠানো হত, আর লোকেরা ফোনে ফোনেও প্রার্থনা করতে লাগলেন। একটি দল প্রতিদিন সকাল সন্ধায় প্রার্থনা ও উপসনার জন্য একত্রিত হত। আমাদের ৪০ দিনের অভিজ্ঞতা ছিল অতুলনীয়, ভুলবার নয়। ঈশ্বর আমাদের অনেক প্রার্থনার উত্তর দিয়েছেন, বিশেষ করে বাইবেলের ভাববাণীর উপর ধারাবাহিক একটি বক্তৃতার উপর ভিত্তি করে আশীর্বাদ করেছেন, যা একই সময়ে হত। আমাদের মধ্যে অনেক আগন্তুক ছিলেন তারা পরবর্তী সেমিনারের জন্য ২০ জন নাম নিবন্ধন করেছিলেন। ২০১৩ সালের মার্চ মাসের পরবর্তী সেমিনারে ৫০-৬০ জন অতিথি এসেছিলেন, যা জুরিখের ২০ বছরের ইতিহাসে কখনও ঘটেনি।

ঈশ্বরের আত্মা আমাদের মণ্ডলীতে পরিবর্তনের কাজ করতে লাগলেন এবং এটা খুবই আনন্দের বিষয় যে, কিভাবে ছোট দলটি বৃদ্ধি পেয়ে বড় হতে লাগল, এবং মণ্ডলী উৎসুক সভ্য-সভ্যরা বাইবেল শিক্ষা দেওয়ার জন্য আগ্রহী শিক্ষার্থী পেলেন। যে সব লোক অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে ঈশ্বরের আত্মার জন্য কাজ করার চলমান গভীর আগ্রহ সৃষ্টি হল। আমরা সর্বান্তঃকরণে তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে চাই ও তাঁর গৌরব করতে চাই। - বিয়েটরাইস ঈগার, জুরিখ অ্যাড্ভেন্টিস্ট চার্চ, জুরিখ উল্ফসুইঙ্গেল।

৪০ দিন প্রার্থনা এবং সুসমাচার প্রচার
কলিঙ্গ/জার্মান

পাস্টর যোয়াও লোজি জার্মান-ব্রাজিলিয়ান। ইনি ব্রাজিলের বিভিন্ন হাসপাতালে ও ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলীতে ৩৮ বছর কাজ করেছেন, ইহা ছাড়া তিনি একটা ইউনিয়ন এবং দক্ষিণ আমেরিকান বিভাগে কাজ করেছেন। তিনি ২০১২ সালের মার্চ মাসে অবসর নেন। তিনি এবং তাহার স্ত্রী, কলোগনিতে এসে মিশনারী হিসেবে কাজ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, পর্তুগীজ এবং স্পানিশ ভাষাভাষী লোকদের মধ্যে কাজ করেন।

আমরা কলোগনিতে একটি ছোট দল গঠন করি যেন মণ্ডলীর সভ্য-সভ্যাদের উৎসাহিত করতে পারি, আর আমরা অতিথিদের আমন্ত্রণ জানালাম। ব্রাজিলের অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করে কলোগনিতে আমরা ৪০ দিন প্রার্থনা সভা শুরু করি। আমাদের কাজ আরম্ভ করতে যে সকল জিনিস পত্র প্রয়োজন ছিল তা পর্তুগীজ ভাষায় সহজেই পেয়ে গেলাম।

পর্তুগীজ, স্প্যানিস এবং জার্মান ভাষাভাষীরা খুব আগ্রহ নিয়ে ৪০ দিনের প্রার্থনার কার্যক্রম শুরু করল। আমরা প্রতিদিন ১০০ জন বন্ধুর উপস্থিতির জন্য প্রার্থনা করতাম। আর এই ১০০ জনের নাম মণ্ডলীর ব্লাক বোর্ডে লিখে রাখা হত। আর ৩০-৩৫ দিন না যাওয়া পর্যন্ত আমরা তাদের জানালাম না যে আমরা তাদের জন্য প্রার্থনা করছি, পরে আমরা তাদের বিশেষ বিশ্রামবারের উপাসনায় আমন্ত্রণ জানালাম। এই বিশেষ শাব্বাথ স্কুলে ও মণ্ডলীর গীর্জায় ১২০ জন উপস্থিত ছিলেন। এই মণ্ডলীর সভাতে নড্রিয়েন ওয়েস্টফলেন এর পারসোনাল মিনিস্ট্রিজ বিভাগের ডিরেক্টর, খ্রীষ্টিয়ান বাডোরকে কথা বলেন। অতিথিদের মধ্যে কেউ কেউ যখন তাদের নাম প্রার্থনার বোর্ডে লেখা দেখলেন তারা আনন্দে কেঁদে ফেললেন।

পরে, আন্তোনিয় নামে একজন ব্রাজিলের প্রচারক ১৫ দিনের জন্য প্রচার সভা আরম্ভ করেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট কথা বলতেন (তবে ভাষান্তর করা হইত)। প্রচার সভার শিরোনাম বা মূলসূর ছিল- "বাইবেল তোমাদের আশ্চার্যান্বিত করুক।" শিরোনাম বা মূলসুর যদিও দ্বিতীয় আগমন সম্বন্ধে বলে তার আসল শিরোনাম ছিল, দানিয়েল এবং প্রকাশিত বাক্য"। তার বক্তৃতা অবশ্য পর্তুগীজ ভাষায় এবং জার্মান

ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল । সেখানে ক্ষুদ্র একটা গানের দলও ছিল যারা প্রতি সন্ধ্যায় সুন্দরভাবে গান ও বাজনা বাজাতেন। প্রতি সন্ধ্যায় বেদীর কাছে আহ্বান করা হত। এই চমকপ্রদ প্রতিফলনের জন্য আমরা ঈশ্বরের নিকটে অতিশয় কৃতজ্ঞ। মণ্ডলীর সদস্যগণ অতি প্রগাঢ় ভাবে প্রার্থনা করতেন, বিশেষভাবে ফোর্টি ডেজ অব প্রেয়ার এর লোকদের জন্য।

আমাদের মণ্ডলী গির্জাঘরে ৮০ জন লোকের বসার আসন আছে। কিন্তু যেখানে ১০০ থেকে উপরে লোকজন আসত। সপ্তাহের শেষে গীর্জাঘর ভর্তি লোক ছিলেন। আর পুরো সপ্তাহ ব্যাপী সেখানে ৬০ জন জমা হত। ৩২ জন অতিথি উপস্থিত থাকতেন যারা রীতিমত উপাসনায় যোগদান করতেন। এই ভাবে ৮টি প্রাণ বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে এবং ১৪ জন ব্যক্তি বাপ্তিস্ম ক্লাশে যোগ দিতে থাকেন। বৎসরের শেষে ১৩ জন ব্যক্তি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন।

আমাদের অনেক প্রকারের চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা আছে। আমরা অনুবাদ করা কোন লোক পাই নাই। একজন ক্যাথলিক মহিলা সেচ্ছায় সাহায্য করতে রাজি হলেন। কিন্তু বাইবেল সম্পর্কে তার কোন অভিজ্ঞতা নেই। পরে আমরা একজন প্রটেস্টট্যান্ট অনুবাদকের জন্য প্রার্থনা করলাম, অতি শীঘ্রই আমরা একজন মহিলার সংবাদ পেলাম, যিনি একটা রেস্তোরায় কাজ করেন, তিনি আনন্দের সহিত পত্তুগীজ থেকে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করিতে পারেন এবং তিনি একদিন পেণ্টিকস্ট মণ্ডলীর গীর্জাতে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেছেন। সুসমাচার প্রচার সভার জন্য তিনি আমাদের অনুবাদক ছিলেন সম্পূর্ণ প্রচারের পরে তিনিও বাপ্তিস্ম নেন।

অনুবাদিকা মারিয়া, তাহার বোন, এলিজাবেৎকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য অনুমতি চাইল। সে কলোম্বিয়ান একটা ছোট মণ্ডলীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল যার সদস্য মাত্র ১৩ জন। মারিয়া তার মণ্ডলীর সদস্যদের সঙ্গে করে নিয়ে এল। পরে এই দুইজন মিলে একত্রে বাপ্তিস্ম নিল। বর্তমানে এলিজাবেৎ ও তার পরিবারসহ অন্যরা বাইবেল শিক্ষা গ্রহণ করছে।

হোপ চ্যানেলের সঙ্গে আরও একটা অভিজ্ঞতা রয়েছে। একজন জার্মান মহিলা কোন ভাগ্যক্রমে হোপ চ্যানেলের সন্ধান পান এবং বিশ্রাম দিন সম্বন্ধে যা প্রচার করা হয়েছে তা শুনে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন। মারিয়া তার স্বামীকে বার্তা শোনার জন্যে অনুরোধ করলেন। কোন একদিন

যখন তারা তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যান, তারা অন্য আর একটা রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কোন ক্রমে তারা রাস্তার পাশে একটা সাইনবোর্ড দেখতে পেলেন, যেখানে লেখা ছিল সেভেন্থ- ডে অ্যাড্ভেন্টিস্ট মণ্ডলীর গীর্জা। তারা বুঝতে পারলেন এরাই হোপ চ্যানেলে বর্ণিত অ্যাড্ভেন্টিস্ট লোক। পরবর্তী বিশ্রামবারে তারা গির্জায় গেলেন। তিনি তখন তার মা ও স্বামীকে তার সঙ্গে যাবার আমন্ত্রণ জানান। পরবর্তীতে তিনজনেই এক সঙ্গে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন।

আরো একজন রাশিয়ান-জার্মান ভগ্নির অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে। তিনি ৪০ দিনের প্রার্থনার উপাসনায় যোগদান করেছিলেন এবং তার রাশিয়ান প্রতিবেশির জন্য প্রার্থনা করতে শুরু করেন যখন তিনি তার এক প্রতিবেশিকে বললেন, তিনি তার জন্য প্রার্থনা করেন-তা শুনে তিনি খুবই আশ্চার্যান্বিত হলেন, আর তিনি বললেন, তিনি এমনই একটি মণ্ডলী খুঁজছেন যারা বাইবেলীয় বিশ্রামবার পালন করে। তিনি ও অন্য প্রতিবেশিরা প্রচার সভায় যোগ দেন। তাদের মধ্যে দুজন বাপ্তিস্ম নিয়েছেন।

আরও একটি অভিজ্ঞতার বিষয় মনে পড়ে। সেখানেও একজন মহিলা জড়িত রয়েছে, যার নাম জেনী। তিনি ব্রাজিলের ব্যাপ্টিস্ট মণ্ডলীর একজন সদস্যা ছিলেন এবং তিনি ব্রাজিলে একটি পর্তুগীজ ভাষার মণ্ডলীর অন্বেষণ করছিলেন। তিনি কোন একটি অ্যাড্ভেন্টিস্ট মণ্ডলীর সংস্পর্শে আসেন, তিনিও বাইবেল সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেন ও পরে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন। তার বাপ্তিস্মের পরে তিনি তার ব্রাজিলের আত্মীয়দের ও তার মামাকে এই অ্যাড্ভেন্টিস্টদের বিষয় জানান, যিনি একজন অ্যাড্ভেন্টিস্ট। এই খবরটা তার মা, মামা ব্রাজিলের ব্যাপ্টিস্ট মণ্ডলীর জন্য আশ্চর্যের বিষয় ছিল। তার পরিবার খুব শীঘ্রই বিশ্রামবার সম্পর্কে জানার জন্য একটি অ্যাড্ভেন্টিস্ট মণ্ডলী পরিদর্শনে যান। আর এর ফলে পাঁচজন আত্মিয় বাপ্তিস্ম নেন। আর এখন তিনি আর্জেন্টিনাতে বসবাসকারী অন্য বোনদের জন্য প্রার্থনা করছেন। তারাও ঈশ্বরের রাজ্যে তাদের সঙ্গে একত্রিত হতে চান।

ঈশ্বরের পরিচালনাতে এই প্রকার অভিজ্ঞতা আরো অনেক আছে- প্রথমে বাপ্তিস্মের সময় ছিল ৮ জন, একজন ছিল, ইতালি, জার্মানি, পেরু,

ব্রাজিল, ইউক্রেন, ভেনেজুয়েলা, কলোম্বিয়া ও রাশিয়া থেকে একজন করে ছিল।

এ বছরের শুরুতে আমরা আবার ৪০ ডেজ অব ওয়ারশিপ এর সঙ্গে মিল রেখে প্রচার সভা শুরু করি। জিমি কারডোসো এবং তার স্ত্রী, যিনি মূলতঃ ব্রাজিলের প্রবাসী, কিন্তু বর্তমানে তিনি আমেরিকাতে বাস করছেন, তারা এই প্রচার সভার প্রচারক। যদিও প্রচার সভাটি মাত্র এক সপ্তাহের জন্য ছিল, আমরা অবশেষে আমাদের আরো ৪ জন প্রিয়জনকে বাপ্তিস্ম দিতে সক্ষম হয়েছি। তাদের আগেই বাইবেল শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। তারা ৩ জন জার্মান ও অন্য একজন ইতালীয়ান। এই সকল বাপ্তিস্মগুলো কলোগনির কেন্দ্রিয় মণ্ডলীতে হয়। এখানে ৪০০ বেশি সভ্য-সভ্যা আছে, বাপ্তিস্মের জন্য চমৎকার সুবিধাও রয়েছে।

আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই,কেননা তিনি আমাদের অতি আশ্চর্যভাবে সাহায্য করেছেন। আমি বিশ্বাস করি এর থেকে অনেক বড় ঘটনা আমাদের সামনে রয়েছে। আমাদের প্রার্থনায় স্মরণ করিবেন- জোয়াও লটজ, কলোগনি জার্মানি।

গুরুত্বপূর্ণ মধ্যস্থতা:

"আমি প্রথমে (৪০ দিনের পুস্তকখানি) অধ্যয়ন করি। প্রথম পৃষ্ঠা থেকে আমি অতি মাত্রায় প্রভাবিত হয়ে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়ি। আমাদের কেবল কারও জন্য প্রার্থনা করলেই হবে না কিন্তু তার যত্নও নিতে হবে। এতে মধ্যস্থতার কাজ আরও প্রাণবন্ত হবে। দুর্ভাগ্যবশত, আমি আগে কখনোই এমন মধ্যস্থতার কাজ দেখি নি। বিশ্বাস প্রকাশ করে জীবন যাপন করা- আমি মনে করি যে ব্যক্তি প্রার্থনা করেছেন তার জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, যার জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে তার জন্যও ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে আমি মনে করি মণ্ডলীতে আমাদের সহভাগিতাও আমাদের শক্তিমন্ত করে। এই বইয়ের শেষ অধ্যায়ে যেমন বর্ণনা করা আছে তেমন সহভাগিতা যদি সব সময় থাকত। এই ধরনের সহভাগিতার জন্য আমি বহু বছর প্রতীক্ষা করেছি। 'খ্রাইস্ট ইন মি.' বইটি আমাদের নির্দেশনা দেবে এবং নিজেদের উপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত করবে। খ্রাইস্ট ইন মি, বিষয়ক বেশ কয়েকটি বই আমি পড়েছি, কিন্তু এই বইটিই সবচেয়ে বেশি সহায়ক মনে

হয়েছে। বিশ্বাস করি বইটি পড়ে আপনার প্রার্থনার জীবন আরও শক্তিমন্ত হবে, আর এর ফলে মণ্ডলীতে সহভাগিতার কাজ লালিত পালিত হবে, আর এটা মধ্যস্থতাকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলবে। এই বইটি আমাকে আশা দেয়। মণ্ডলীর জন্য ও জগতের জন্য আশা দেয়, বইটির জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। পরবর্তীতে ফোর্টি ডেজ সহায়িকা বই পড়ার পরিকল্পনা করছি, আমার জন্য প্রার্থনা করবেন যেন ঈশ্বর যেখানে পরিচালনা দেন সেখানে যেতে পারি।

কয়েক সপ্তাহ পরে আমি এই বোনের কাছ থেকে আর একটি ই-মেইল পাই। তিনি লিখেছেন, "আপনি যেভাবে জানেন, বইটি পাওয়ার পরই আমি প্রথম থেকে পড়া শুরু করি, কিন্তু এবার যখন প্রার্থনার অংশীদারের সঙ্গে বইটি পড়া শুরু করেছি, তখন আবিস্কার করলাম যে আমি প্রথমে যতটা মনে করেছিলাম তার চেয়ে এটা আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যে সব প্রশ্নের উত্তর নিজে থেকে পাইনি সে সব প্রশ্নের উত্তর এই বই থেকে পেয়েছি। আমার প্রার্থনার পার্টনারের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই, যিনি স্বেচ্ছায় ও সক্রিয়ভাবে আমার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।" এইচ কে।

আমি নিশ্চিত ছিলাম না: 'স্টেপস টু পারসোনাল রিভাইভাল" পুস্তিকাটি একান্তভাবে আমাকে আলোড়িত করেছে। . . . একটি অ্যাড্ভেন্টিস্ট পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে আমি বিশ্বাস করতাম আমি সঠিক পথেই আছি। কিন্তু দশ কুমারী ও রোমীয় ৮: অধ্যায়ের ৯ পদ *"এখন যদি কাহারও খ্রীষ্টের আত্মা না থাকে, সে তবে তাঁহার নয়।"* বিষয়টি সত্যিই আমাকে ধাক্কা দিয়েছে। হঠাৎ করেই আমি আর নিশ্চিৎ ছিলাম না যে আমি পবিত্র আত্মায় আছি কিনা এবং তিনি আমার মধ্যে কাজ করছেন কিনা কারণ আমি পবিত্র আত্মার "ফলের" সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলছিলাম। বিশ্রামবার বিকালে আমি বইটি পড়া শেষ করলাম, গভীর বিষণ্নতা আমাকে আবৃত করে ফেলল। আর এর পর আমি বইটির শেষের দিকের প্রার্থনাটি পড়লাম, আর এতে আমার মধ্যে পবিত্র আত্মা পাবার, আমার জীবন পরিবর্তন করার সুযোগ দেওয়ার, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে গঠিত হবার গভীর বাসনা জেগে উঠল।

তাঁকে জানা: "কিছুক্ষণ আগে পুনর্জাগরণের ওপরে লেখা আপনার প্রবন্ধটি পড়লাম। প্রায় তিন বছর যাবৎ এই বিষয়টি নিয়ে আচ্ছন্ন ছিলাম। আর এখন আমি 'স্টেপস টু পারসোনাল রিভাইভাল' বইটি পড়া শুরু করেছি। বইটি পড়ে আমি একটি কথাই বলতে পারি 'আমেন'। আমি খুবই আনন্দিত কারণ এই বইয়ের অনেক পৃষ্ঠাতেই আমার নিজের চিন্তা-ভাবনা খুঁজে পেয়েছি। আমি উপলব্ধি করতে পারছি যে, মাণ্ডলীকভাবে আমরা এক এক ইঞ্চি করে লক্ষ থেকে সরে যাচ্ছি। আমরা অপরিহার্য লক্ষ থেকে দৃষ্টি হারাচ্ছি এটা আমি ভাবতেও পারছি না। অনেক সময় প্রশ্ন জাগে "সত্য কি' 'আমাদের কিভাবে জীবন যাপন করা উচিৎ' অথবা 'ভাববাণী কতটা গুরুত্বপূর্ণ' আমি বলছি না এগুলো ভুল। কিন্তু আমরা এড়িয়ে যাচ্ছি যে কেন ঈশ্বর এই জিনিসগুলো আমাদের দিয়েছেন? সত্যের প্রকৃত লক্ষ কি তাঁর সঙ্গে পরিপূর্ণ সহভাগিতা লাভ করা নয়? এর পরিবর্তে এই দিকগুলো কিপ্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরকে জানতে সাহায্য করে? ভাববাণীর লক্ষ কি এটাই নয় যে, আমরা যেন ঈশ্বরের মহত্ত্ব ও সর্বময় ক্ষমতা সম্বন্ধে জানতে পারি, আমরা যেন বুঝতে পারি যে, তিনি সমগ্র পৃথিবীকে তাঁর হাতে ধরে আছেন এবং একে পরিচালনা করছেন এবং একইভাবে তিনি আমাদের পরিচলানা করতে পারেন এবং আমাদের জীবন গড়ে তুলতে পারেন। এখন প্রশ্ন হল অনন্ত জীবন কি? যোহন ১৭:৩ পদ বলে "আর ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাইয়াছ, তাঁহাকে, যীশু খ্রীষ্টকে জানিতে পায়।" বর আসার দৃষ্টান্তে নির্বোধ পাঁচ কুমারিকে বলেছেন "আমি তোমাদিগকে চিনি না"। আমাদের সাধারণ লক্ষ হল ঈশ্বরকে জানা, তাঁর সঙ্গে সহভাগিতা লাভ করা, যেন তিনি যেভাবে প্রাচীনকালে মন্দির পরিপূর্ণ করেছিলেন একইভাবে আমাদেরও পরিপূর্ণ করতে পারেন (২ বংশাবলি ৫:১৩, ১৪)। আর তিনি যখন আমাদের মাঝে বিরাজ করেন তিনি আমাদের সম্পূর্ণ সত্তাকে পরিপূর্ণ করেন, তখন আমরা আর নিজেতে থাকি না, কিন্তু খ্রীষ্ট আমাদের মধ্যে বাস করেন।" (সম্পাদক লেখককে চেনেন)।

মধ্যস্থতাকারী প্রার্থনার বিস্ময়কর উত্তর

"ডি স্মিথের লেখা দ্বিতীয় 'ফোটি ডেজ' বইটি আমার জন্য অবিশ্বাস্য আশীর্বাদস্বরূপ ছিল। আমি যাদের জন্য প্রার্থনা করেছি এমন কিছু লোক তাদের জীবনে ১৮০° পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে।

এই ফোর্টি ডেজ বইটি পড়ার সময় একজন বন্ধুর সঙ্গে আমার আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে গভীর আলোচনা হয়েছে। সে আমাকে বলেছে যে, গত কয়েক সপ্তাহে তার জীবন ধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে পরিচালিত হয়েছে। তার অনেক প্রার্থনার প্রয়োজন ছিল, এখন সে ঈশ্বরের বাক্যের উপর আরও বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে, এবং আগে যে বিষয়গুলো খুব মূল্যবান ও কাঙ্ক্ষিত ছিল, সেগুলো এখন তুচ্ছ মনে হচ্ছে। আমি উৎসাহ পেলাম এবং তাকে 'ফোটি ডেজ' বইটির বিষয়ে বললাম, তাকে এটাও বললাম যে, সে সেই পাঁচ জন লোকের মধ্যে একজন যার জন্য আমি নিয়মিত প্রার্থনা করতাম। তখন সে বিস্ময়ের সঙ্গে খুবই ইতিবাচকভাবে উত্তর দিল: "তাহলে এই পুরো ব্যাপারটির কৃতিত্ব তোমার উপরেও বর্তে"।

একটি মেয়ে সিদ্ধান্ত নিল তার জীবন ১০০%ই ঈশ্বরের কাছে সঁপে দেবে। যখন শিশুকাল থেকেই সে একজন বিশ্বাসী, তবুও সে ঈশ্বর বিহীন জীবন যাপন করত। বিশ্বাসের উপর তার কোনো আগ্রহ ছিল না, আর সে পুরোপুরি জাগতিকতায় মত্ত ছিল। আর এখন সে পুরোপুরি পরিবর্তিত হয়ে গেছে; যারা তাকে চেনে এবং এখন যারা তাকে দেখছে তারা সবাই তাকে দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে। সে এখন আমার সঙ্গে বাইবেল অধ্যয়ন করে, এবং আমাদের মণ্ডলীর 'ফোটি ডেজ' কার্যক্রমের সভায় নিয়মিত যোগ দিচ্ছে, এবং জীবনে বিশ্বাসকে আরও গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়ার জন্য অন্যদের অনুপ্রাণিত করছে।

অন্য একটি যুবতি মেয়ে, তার জন্যও আমি প্রার্থনা করেছি, সে সপ্তাহব্যাপি একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় যোগ দিয়েছিল এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে সহভাগিতার মাধ্যমে রাতে থাকতে হয়েছে। সে এই সব অচেনা আগন্তুকদের সঙ্গে থাকার ব্যাপারে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল। সে চলে যাবার আগে একদিন আমি তাঁকে প্রার্থনার করার জন্য উৎসাহ দিলাম এবং তাকে বললাম যে, আমি তার জন্য দীর্ঘ দিন যাবৎ প্রার্থনা করছি। সুতরাং এবারও আমারা প্রার্থনা করলাম যেন ঈশ্বর এই পরিস্থিতিতে

তাকে শান্তি দেন এবং তিনি যেন এই অভিজ্ঞতাকে প্রার্থনার উত্তর হিসেবে দেখান। এই প্রশিক্ষণ কর্মশালার সময়ে সে আমাকে ডেকে উত্তেজিত হয়ে বলেছিল যে, ঈশ্বর তার জীবনে অবিশ্বাস্য কিছু করেছেন। তিনি কেবল তাকে সঠিক স্থানটিই দেনটি, কিন্তু সান্ধ্যকালিন বিনোদন– যা ডিসকো ও মাদকের সমন্বয়ে সাজানো হত, সেই অনুষ্ঠানে যোগ না দেওয়ার জন্য মনোবলও দিয়েছেন।

যেহেতু আমি ঈশ্বর কিভাবে প্রার্থনার উত্তর দেন তার মহা চমৎকার উপায় সম্বন্ধে শুনেছি ও দেখেছি তাই চল্লিশ দিনের কার্যক্রম শেষ করার পরেও আমি ঐ সব লোকদের জন্য প্রার্থনা চালিয়ে গেলাম।

মধ্যস্থতার মাধ্যমে কিভাবে ঈশ্বর কাজ করেন

"বিগত পাঁচ বছর যাবৎ আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তির সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ ছিল না। মনে হচ্ছিল সে আমার বার্তা অগ্রাহ্য করছে। আমি শুনেছিলাম যে সে বিগত তিন বছর ধরে গির্জায় যায় না (সে মাণ্ডলীক পরিবারেই বড় হয়েছে)। এমন কি সে একজন বিধর্মী মহিলার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছে। এই যুব ভাইয়ের নামও আমার প্রার্থনার তালিকায় যোগ করলাম, যদিও আমি কখনও চিন্তাও করিনি যে তার সঙ্গে আবার যোগাযোগ হবে কিনা, কারণ সে আমার থেকে প্রায় ৬০০ কিলোমিটার দূরে বাস করে এবং কখনোই আমার চিঠি বা ইমেইলের কোনো উত্তর দেয়নি। বিরতিহীনভাবে আমি 'জীবনের চিহ্নের' জন্য প্রার্থনা করলাম।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই মণ্ডলীর আসন্ন বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানে এই ভাইয়ের নাম দেখলাম, এই বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানটি আমার এলাকার কাছের একটি মণ্ডলীতে হতে যাচ্ছিল এবং প্রার্থনার ৪০ দিনের কার্যক্রম চলাকালিন হয়েছিল (যদিও আগে অন্য একটি তারিখে এটা করার কথা ছিল)। আমি সেই বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার ও তার সঙ্গে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমরা খুব গভীর আলোচনা করতে সক্ষম হয়েছিলাম, আর সে আমাকে বলেছিল যে, কিছুদিন যাবৎ ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসার জন্য সে মনের মধ্যে ভীষণ টান অনুভব করছিল, আর এই প্রেষণা দিনকে দিন

বেড়েই যাচ্ছিল, কিন্তু তার জীবন-যাপনের ধরণ পরিবর্তনের শক্তি তার মধ্যে ছিল না। আমি তাকে বললাম যে, বিগত ২০ দিন যাবৎ আমি আন্তরিকভাবে তার জন্য প্রার্থনা করছি এবং এর অনেক আগে থেকেই সে আমার প্রার্থনার তালিকায় ছিল। এ কথা শুনে সে হতবাক হয়ে গেল, কারণ ঠিক সেই সময় থেকেই সে উপলব্ধি করতে পারছিল যে ঈশ্বর তার মধ্যে কাজ করছেন।

এই বাপ্তিস্ম অনুষ্ঠানের সময় সে খুবই আলোড়িত হল এবং যখন পুরোহিত আবেদন জানালেন, তখন তার মধ্যে যে যুদ্ধ হচ্ছিল তা আমি বুঝতে পারছি, আর দীর্ঘ সংগ্রামের পর অবশেষে সে জানুপাতল ও কাঁদতে শুরু করল। সে পুনরায় ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করল! ঐ দিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানের শেষে, সে আমাকে বলেছে যে, সে পুনরায় নিয়মিতভাবে গির্জায় যোগ দেওয়ার এবং তার জীবন যাত্রার ধরণ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে কখনোই আশা করেনি সপ্তাহের শেষ দিনগুলো এভাবে কাটবে।

কয়েক সপ্তাহ পরে মিশন ব্যাপি একটি যুব সম্মেলনে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়, সে সম্মেলনটি তাকে শক্তিমন্ত করেছে এবং গড়ে তুলেছে। একজন প্রিয় ব্যক্তি এমন অনুতপ্ত হওয়ার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালাম। এম.এইচ.

জার্মানির ব্যাডেন-ওয়ারটিমবার্গেরল উডিজবার্গ মণ্ডলী

"প্রথম দিকে আমরা দুজন দুজন করে 'ফোর্টি ডেজ' বইটি পড়ি এবং ব্যক্তিগত মহা আশীর্বাদ লাভ করি। পরবর্তী সময়ে আমরা একটি গির্জাঘরে সপ্তাহে দুবার প্রার্থনা সভার আয়োজন করি এবং মণ্ডলীর সভ্য-সভ্যাদের সঙ্গে বইটি পড়তে আরম্ভ করি। আমরা স্পষ্টভাবে ঈশ্বরের আশীর্বাদ, পরিচালনা দেখতে পেলাম এবং ৪০ দিন ব্যাপি প্রার্থনার কার্যক্রমের সময়ে বিভিন্ন অলৌকিক কাজ দেখতে পেলাম। মণ্ডলী হিসেবে ঈশ্বর আমাদের সজীব, প্রাণবন্ত ও উদ্দীপিত করেছেন: মণ্ডলীর যে সব সভ্য-সভ্যার কখনো অপরিচিত পথচারীদের সঙ্গে যেচে গিয়ে কথার বলার সাহসই ছিল না, তারাই হঠাৎ করে নিজ উদ্যোগে আগন্তুকদের সঙ্গে কথা

বলতে শুরু করলেন। প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের মণ্ডলী হিসেবে একসঙ্গে বেঁধে রেখেছেন। মধ্যস্থতাকারী কাজের ফলে আমাদের বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ হয়েছে এবং পাঁচজন লোককে সাহায্য করার সুযোগ হয়েছে যাদের জন্য আমরা ৪০ দিনের প্রার্থনার কার্যক্রমের সময়ে প্রার্থনা করেছি। ঈশ্বর লোকদের জীবনে বিশেষ উপায়ে কাজ করেছেন। বার বার লোকেরা বিশ্রাম দিনে রাস্তা থেকে হঠাৎ করেই গির্জার সময়ে এসে উপস্থিত হয়ে যোগ দিয়েছে। এমনই একটি পরিবারকে আমরা বাইবেল শিক্ষা দিচ্ছি। তারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভিডিও দেখে এবং ঈলেন জি. হোয়াইটের 'মহা সংঘর্ষ" বইয়ের মাধ্যমে বিশ্রামবারের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। তাই তারা বেশ কিছুদিন যাবৎ একটি মণ্ডলী খুঁজছিল।" "কাটজা এবং খ্রীষ্টিয়ান সিন্ডলার, সেভেন্থ্-ডে অ্যাড্ভেন্টিস্ট চার্চ, লউডিজবার্গ (সংক্ষেপে দেওয়া হল)।

৪০ দিনের অভিজ্ঞতা

"সব কিছুই '*স্টেপস টু পারসোনাল রিভাইভাল*' বইয়ের উপর ভিত্তি করে সেমিনারের মাধ্যমে শুরু হয়েছে। ঐ সময়ে আমার মনের মধ্যে বাসনা জেগে উঠল যে, আমি প্রাত্যহিক জীবনে ঈশ্বরের সান্নিধ্য পাওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করব। আর তখনই আমি ৪০ দিনের প্রার্থনার কার্যক্রম ও উপাসনার কথা জানতে পারলাম। তাৎক্ষণিকভাবে এটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আমি এই যাত্রার অভিজ্ঞতা লাভ করতে চাই। প্রকৃতপক্ষে আমি তখনও জানতাম না আমি কিসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে যাচ্ছি। মনের মত একজন প্রার্থনার সঙ্গী পাওয়া (যা এই কার্যক্রমের একটি অংশ) খুব কঠিন কাজ নয়। কিন্তু আমার জন্য সমস্যা ছিল প্রতিদিন একে অন্যের জন্য এভাবে দীর্ঘ ৪০ দিন সময় বের করা। একজন সেবিকা হিসেবে আমাদের বিভিন্ন সময়ে কাজ করতে হত। এমন কি আমি সে বিষয়ে কিছুই ভাবিই নি। তাছাড়া প্রথম থেকেই ঈশ্বর আমার সিদ্ধান্তে আশীর্বাদ করেছেন। অনেক বাসনা নিয়ে আমরা একে অন্যের জন্য অপেক্ষা করতাম কখন সেই মূল্যবান মুহূর্তে আমরা একে অন্যের সঙ্গে নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং পবিত্র আত্মার জন্য প্রার্থনা করব। আমার আবিষ্কার করলাম যে, প্রার্থনা আমাদের জীবনের কিছু কিছু বিষয় পরিবর্তন করে দিয়েছে। আর আমরা এগুলো প্রকাশ না করে নিজেদের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে পারলাম

না। প্রতিটি সুযোগেই আমরা কিছু সহভাগ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে যেতাম। এর প্রভাব কখনোই ব্যর্থ হয়নি। মণ্ডলীর অনেক সভ্য-সভ্যা আমাদের উদ্দীপনার মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়েছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে আরাধনার নতুন জুটি আমাদের সঙ্গে মিলিত হল। আমরা যে অভিজ্ঞতা লাভ করছি তা প্রতি সপ্তাহে সহভাগ করার জন্য সুযোগ খুঁজতাম। এই উৎসাহের 'ভাইরাস' মণ্ডলীর কয়েকজন যুবক-যুবতির মধ্যেও সংক্রামিত হল। ৪০ দিনের কার্যক্রমটি যেন খুব তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে গেল। আমরা চাইনি এত তাড়াতাড়ি এটা শেষ হোক, আর আমরা এটা বন্ধ করতেও চাইনি। তাই ঈলেন জি হোয়াইটের লেখা 'মারানাথা–দি লর্ড ইজ কামিং' বইটি পড়ার মাধ্যমে আমাদের উপাসনার কার্যক্রম চালিয়ে গেলাম। আর ঈশ্বর আমাদের দীর্ঘদিন অপেক্ষায় রাখলেন না। ৪০ দিনের প্রার্থনার কার্যক্রমের পর থেকে আজও তিনি আমাদের প্রার্থনার চমৎকার সব উত্তর দিয়েছেন। এই সময়ে আমরা যাদের জন্য প্রার্থনা করেছি তাদের মধ্যে কেউ কেউ দীর্ঘ দিন পর আবার মণ্ডলীতে ফিরে এসেছে। তাদের পেয়ে আমরা খুবই খুশি ছিলাম। আমার চারপাশের লোকজন ধীরে ধীরে আমার কাছে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলেন। আমার ইচ্ছা অন্য লোকেরাও যেন আরও দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে আধ্যাত্মিকভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে এজন্য ঈশ্বরের প্রেম সহভাগ করা। আমার জীবন ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। আমাদের মধ্যে অনেকেই আগের থেকে আরও ভালোভাবে একে অন্যকে জানতে ও চিনতে পারছি। সহভাগিতা আমাদের কাছে নতুন অর্থ নিয়ে ধরা দিয়েছে। ডেনিস স্মিথের লেখা 'ফোর্টি ডেজ অব প্রেয়ার অ্যান্ড ওয়ারশিপ' বইটি আমাদের জন্য খুবই সহায়ক নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করেছে। প্রার্থনার একজন সঙ্গী পাওয়া এবং ঈশ্বরের অভিজ্ঞতা লাভ করা যতটা কঠিন বলে মনে হয় তার চেয়ে এটি অনেক সহজ। আমাদের প্রিয়জনেরা এই কাজের জন্য আমাদের ধন্যবাদ জানাবে।" হিল্ডিগার্ড ওয়েকার, কেরিলশিয়িম সেভেন্থ-ডে অ্যাড্ভেন্টিস্ট চার্চ এর একজন সভ্যা, তিনি অস্ত্রপচার বিভাগের একজন সেবিকা হিসেবে কাজ করেন)।

যীশুই আমাদের আদর্শ

প্রতিটি ক্ষেত্রেই যীশু আমাদের মহান আদর্শ। লূক ৩:২১, ২২ পদে আমরা দেখতে পাই "আর যখন সমস্ত লোক বাপ্তাইজিত হয়, তখন যীশুও বাপ্তাইজিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময় স্বর্গ খুলিয়া গেল, এবং পবিত্র আত্মা দৈহিক আকারে, কপোতের ন্যায়, তাঁহার উপরে নামিয়া আসিলেন . . . ।"

এই বিষয়টি ঈলেন জি হোয়াইট এভাবে বর্ণনা করেছেন, "পিতার কাছে তাঁর প্রার্থনার উত্তরে স্বর্গ খুলে গেল, আর পবিত্র আত্মা কপোতের ন্যায় নেমে এলেন এবং তার উপর অবস্থান করলেন।" (*ই স্যাল রিসিভ পাওয়ার*, পৃষ্ঠা ১৪.৪)।

তাঁর পরিচর্যা কালে যা ঘটেছিল তা ছিল বিস্ময়কর: "প্রতিদিন সকালে তিনি তাঁর স্বর্গীয় পিতার সঙ্গে যোগাযোগ করতেন, প্রতিদিন তাঁর কাছ থেকে **পবিত্র আত্মার সতেজ বাপ্তিস্ম লাভ করতেন**।" সাইন্স অব দি টাইম, ২১ নভেম্বর, ১৮৯৫। যীশুরই যদি প্রতিদিন পবিত্র আত্মার সতেজ বাপ্তিস্মের প্রয়োজন হয় তাহলে আমাদের এটি আরও কতই না বেশি প্রয়োজন।

৭ম অধ্যায়

আগ্রহ এবং সহভাগ করা

আমাদের সহভাগ করা আনন্দ তা পুনরায় আমাদের অন্তরে ফিরে আসে। (জার্মান প্রবাদ বাক্য) কিভাবে আমরা অন্যদেরকে "প্রাচুর্যপূর্ণ জীবনের" অভিজ্ঞতা দিতে পারি। (যোহন ১০:১০)

পবিত্র আত্মায় পূর্ণ জীবনে কিভাবে আগ্রহ জাগিয়ে তোলা যায়?

নেতৃবৃন্দ এবং মণ্ডলীসমূহ কি করতে পারে? এখানে কিছু সম্ভবনার দিক নির্দেশনা দেওয়া হলো যা প্রকাশ করে যে আমরা নেতা হিসাবে কি করতে পারি। (উদাহরণ স্বরূপ, প্রেসিডেন্ট হিসেবে, পুরোহিত হিসাবে, মণ্ডলীর ও মিশনের সম্পাদক হিসাবে, প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ হিসাবে অথবা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে) মণ্ডলীর বোর্ড এবং লোকদের সঙ্গে মিলে মিশে আমরা কি করতে পারি?

সম্ভাবনাসমূহ

১। দুই জনের উপাসক দলঃ বিবাহিত দম্পতি হিসেবে বা অন্য একজন প্রার্থনার সঙ্গীর সঙ্গে ৪০ দিনের উপাসনার বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করা। প্রথমে ফোর্টি ডেজ বুক ডেনিস স্মিথের লেখা-প্রেয়ার অ্যান্ড ডিভোশনস টু প্রিপেয়ার ফর দ্যা সেকেন্ড কামিং। রিভিউ অ্যাণ্ড হেরাল্ড বই দিয়ে শুরু করুন যদি আকর্ষন পান তবে পরে ফোর্টি ডেজ এর দ্বিতীয় খন্ডও প্রেয়ার অ্যান্ড ডিভোমনস টু রিভাইভ ইয়োর এক্সপিরিয়েন্স উইথ গড বই ব্যবহার করতে পারেন। যখন বিবাহিত দম্পত্তি একসঙ্গে উপাসনা করে, তখন তা খুবই ফলপ্রসু এবং পারস্পারিক ভালবাসার উন্নয়ন ঘটায়। প্রকৃতপক্ষে, আপনিও অন্য কারও সঙ্গে একসঙ্গে আরাধনা করতে পারেন। পাশাপাশি বসে যদি করা যায় তাহলে খুবই ভালো হয়, কিন্তু এটি ফোনালাপের মধ্য দিয়েও করা যায় অথবা স্কাইপ বা অন্য মিডিয়া দিয়ে করা যায়। দুজন

দুজন করে উপাসনা করার মহা প্রভাব রয়েছে। ঈশ্বরের বাক্য সুপারিশ করে যেন আমরা দুইজন একসঙ্গে প্রার্থনা করি (মথি ১৮:১৯) এবং দুই জনে একসঙ্গে কাজ করি (লূক ১০:১)। এই প্রকারের উপাসনা অন্যকে প্রথমে অনুপ্রাণিত করার সর্বোত্তম পূর্বশর্ত।

২। **বইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া বা বই সহভাগ করা উদাহরণ হিসেবে বলা যায়** "স্টেপস টু পারসোনাল রিভাইভাল" বইটি যত ভাষায় অনূদিত হয়েছে, সব ভাষাতেই প্রায় বিনামূল্যে বা স্বল্প মূল্যে পাওয়া যায়। পাঠকদের ৮০টির চেয়েও বেশি সাক্ষ্য ও শত শত কথোপকথন প্রকাশ করে যে, নিচের দিকগুলো বিবেচনায় এই বইটি বিশেষভাবে গ্রহণযোগ্য

- ❖ ইহা পাঠকদের আত্মীক অবস্থার দিকে চোখ খুলে দিয়েছে: বেঁচে আছে নাকি হারিয়ে গেছে (২ অধ্যায়ে আরও রয়েছে)
- ❖ আত্মীক জীবনে পরিচালনা করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো তারা বুঝতে পেরেছে। প্রতিদিন খ্রীষ্টের কাছে সমর্পিত জীবনের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে; পবিত্র আত্মায় অবগাহনের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে।
- ❖ অন্যান্য ব্যক্তিগত পদক্ষেপগুলো পবিত্র আত্মা দেখিয়ে দিয়েছে (৩য় অধ্যায়ে বিস্তারিত দেওয়া আছে)
- ❖ বাইবেলের প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী প্রার্থনা করে তারা আশ্বস্থ হয়েছে যে তারা পবিত্র আত্মা পেয়েছে (পঞ্চম অধ্যায় দেখুন)
- ❖ তাদের মহানন্দ স্বাক্ষী হওয়ার জন্য এবং বই বন্টন করার জন্য তাদের আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছে।
- ❖ অনেক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা শিখেছি যে ফোর্টি ডেজ বই ১ এবং ২ এর সঙ্গে "স্টেপস টু পারসোনাল রিভাইভাল" বইটির ব্যবহার সুফল এনে দিয়েছে। স্টেপস টু "পারসোনাল রিভাইভাল" অনেকের চোখ খুলে দিয়েছে এবং তাৎক্ষণিক শুরু করার জন্য একটি চমৎকার সাহায্য। ফোর্টি ডেজ বইটি আমাদের আত্মিক জীবনকে প্রসারিত ও শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছে। সবচেয়ে বড় কথা হল, এগুলো ব্যক্তিগত প্রভাতি উপাসনা ও অনেক উত্তরপ্রাপ্ত প্রার্থনার দিকে পরিচালিত করেছে।

৩। **উপাসনারসময় সংক্ষিপ্ত পাঠসমূহ:** উপাসনার সময় নির্ধারিত একটি অংশ প্রচারের পূর্বে উপাসনা পর্বের সময়ে নির্ধারিত ভাবে পবিত্র আত্মার সঙ্গে জীবন যাপনের মনোনয়ন অধ্যয়ন করা যেতে পারে। (পাঁচ থেকে ১০ মিনিট) কি কি বই পড়া যেতে পারে তা পরবর্তী ধাপে দেওয়া হল। কিছুক্ষণ পরে, লোকদের দুই দুই জন করে দল গঠন করার জন্য উৎসাহিত করা যেতে পারে অথবা ৪০ দিনের ধারণা কাজে পরিণত করার জন্য উৎসাহিত করা যেতে পারে।

৪। **আমাদের বই থেকে অংশগুলো** যা মণ্ডলীর অনুষ্ঠান সূচিতে ছাপানো যেতে পারে অথবা বিভিন্ন কমসূচির ঘোষণার সময়ে প্রস্তাব করা যেতে পারে:

- ❖ সর্বযুগের বাসনা ৭৩ অধ্যায় "তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হউক।"
- ❖ প্রেরিতদের কার্যবিবরণী, পঞ্চম অধ্যায় "আত্মার ফল"।
- ❖ খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত মূলক শিক্ষা, ১২ অধ্যায় "দেওয়ার জন্য চাওয়া।"
- ❖ টেস্টিমনি ট্রেজারস, তৃতীয় খণ্ড "পবিত্র আত্মার প্রতিজ্ঞা।" পৃ: ২০৯-২১৫
- ❖ থটস ফ্রম ওয়ান ডে ফ্রেম দি ইলেন জি, হোয়াইট ওয়ারশিপ বুক "হু স্যাল রিসিভ পাওয়ার"। (আপনাদের আঞ্চলিক অ্যাড্ভেন্টিস্ট বই কেন্দ্রে)

৫। অভিজ্ঞতা সহভাগ করুন: যতদূর সম্ভব উপাসনা অনুষ্ঠানের সময় আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সহভাগ করুন। নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা অন্য মণ্ডলীর সভ্য-সভ্যাদের অভিজ্ঞতা সহভাগ করুন। আপনি ওয়েবসাইট www.steps-to-personal-revival.info উপরে ক্লিক করে অনেক আধ্যাত্মিক সাক্ষ্যের ব্যাপারে জানতে পারেন।

৬। চার অংশবিশিষ্ট আবেগপূর্ণ শাব্বাথের আলোচনা সভা: মণ্ডলীর মধ্যে দ্রুত আগ্রহ তৈরির জন্য এই আলোচনাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এটি হবে একটি বিশেষ শাব্বাথ ৩-৪টা প্রশ্ন নিয়ে, এটা শুরু হবে শুক্রবার সন্ধ্যায় শুরু হয়ে বিশ্রামদিনে উপাসনার সময় এবং দুপুরের পরেও চলতে থাকবে।

একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হতে পারে"স্টেপস টু পারসোনাল রিভাইভাল" দেখুন www.steps-to-personal-revival.info

- ❖ শুক্রবার সন্ধ্যাই ব্যক্তিগত আত্মিক জীবনের অভিজ্ঞতা সহভাগের সুবর্ণ সুযোগ, এভাবে একটি গভীর আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা সহভাগ করি। যদি সম্ভব হয়, এটা বক্তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হতে পারে আর একটি উপায় হতে পারে "এবাইড ইন জিজাস" পুস্তিকার ২য় অধ্যায় "সারেন্ডার টু জিজাস" বই থেকে পরামর্শ নিতে পারেন।
- ❖ এটা প্রস্তাব করা হয়েছে উপাসনার সময় "স্টেপস টু পারসোনাল রিভাইভাল" থেকে মূল চিন্তা প্রচার করবেন। আরও নিদিষ্ট করে বলা যায়-ভূমিকা থেকে পবিত্র আত্মার অভাবের বিষয়ে ২-৩টা উদ্বৃতি নিন। প্রথম অধ্যায়ের মূল চিন্তা "পবিত্র আত্মার বিষয়ে যীশু কি শিক্ষা দিয়েছেন" এবং ২য় অধ্যায় থেকে "আমাদের সমস্যার মূলে কি রয়েছে?" বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করুন। (ইহা সম্ভবত দুই ঘণ্টার জন্য আলাদাভাবে করুন।)
- ❖ প্রথম অপরাহ্নের সভায় তৃতীয় অধ্যায়ের "আমাদের সমস্যা সমাধান হতে পারে" চিন্তা সহভাগ করুন? কিভাবে?
- ❖ দ্বিতীয় অপরাহ্নে পঞ্চম অধ্যায়ের মূল চিন্তা"বাস্তব অভিজ্ঞতার চাবিকাঠি" নিয়ে আলোচনা করুন।
- ❖ যে মণ্ডলীতে "স্টেপস টু পারসোনাল রিভাইভাল" বইয়ের উপর প্রথম সেমিনার ইতোমধ্যে হয়ে গেছে সেই মণ্ডলী "এবাইড ইন জিজাস" পুস্তিকার উপর ভিত্তি করে কর্মশালা চালাতে পারে। বইটির চারটি অধ্যায় নিয়ে চারটি সেশন চালাতে পারে।

প্রস্তাবিত বইগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ে কার্যকর বিশ্রামবারের কর্মশালার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া খুবই ফলপ্রসু। উদ্বুদ্ধকারী বিশ্রামদিনের কার্যক্রম পরিচালনার পর ৪০ দিনের প্রার্থনা সভা পরিচালনা খুবই ফলপ্রসু বলে প্রমাণিত। অথবা "স্টেপস টু পারসোনাল রিভাইভাল" বইয়ের এক একটি অধ্যায় পাঠ করা ফলপ্রসু।

সমন্বিত পাঠ: প্রতি সপ্তাহে এক অধ্যায়: একটি সহজ ও সাহায্যপূর্ণ উপায় হল "স্টেপস টু পারসোনাল রিভাইভাল" অথবা "এবাইড ইন জিজাস" বই থেকে অথবা ফোর্টি ডেজ বইয়ের যে কোনো একটি বই থেকে প্রত্যেক সপ্তাহে একটি অধ্যায় পাঠ করা (আরও ভালো হয় যদি প্রতিটি অধ্যায় একাধিকবার পাঠ করা যায়)। একটি দল হিসেবে বা পুরো মণ্ডলী যে কোনো নির্দিষ্ট একটি দিনে শুরু করার জন্য একমত হতে পারে। এটি চার অংশের একটি সেমিনার বা এই উদ্দিপনা কর্মশালার পরে করা যেতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নেবে সে একাকী পড়বে নাকি দুজন দুজন করে পড়বে নাকি দলগতভাবে পড়বে। বিশ্রামবার নির্ধারিত অধ্যায়ের মূল বিষয়টি নিয়ে পাঁচ মিনিট আলোচনা করা শ্রেয়, এরপর সাক্ষ্য বহনের জন্য আহ্বান জানানো যেতে পারে। যদি কারও ব্যক্তিগত সাক্ষ্য না থাকে তাহলে যে কারও একটি সাক্ষ্য পড়ে শোনানো যেতে পারে (সময়ের আগেই প্রস্তুত করে রাখুন– সাক্ষ্যমালা দেখুন)। এরপর ঘোষণা করুন আগামী সপ্তাহে কোন অধ্যায় পড়া হবে। আপনি ফোর্টি ডেজ বইটি পাবার জন্য www.spiritbaptism.org ঠিকানায় অর্ডার করতে পারেন।

৮) **পবিত্র আত্মায় বাস করার উপর ভিত্তি করে ধর্মোপদেশ দিন** অথবা এই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে অন্য কাউকে বার্তা সহভাগের চেষ্টা করুন। ডিউইট নেলসনের লেখা "গ্রাউন্ড জিরো অ্যান্ড নিউ রিফরমেশন: হাউ টু বি বাপ্তাইজ উইথ হোলি স্প্রিট" বইয়ে এ ধরণের চমৎকার সব ধর্মোপদেশ রয়েছে। ২য় ধাপ থেকে ধর্মোপদেশ শুরু হয়েছে এবং আগস্টের ৩০ ও সেপ্টেম্বরের ১৩ তারিখের ধর্মোপদেশটি www.pmchurch.tv/sermons ঠিকানায় পাওয়া যায়।

৯) **পবিত্র আত্মায় বসবাস-** বিষয়ে বাইবেল অধ্যয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করুন অথবা এ বিষয়ে একাকী পাঠ করুন।

১০) **ক্ষুদ্রদল বা প্রার্থনার দল** হিসেবেও বইটি পড়তে পারেন এবং উপযুক্ত বইটি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন এবং একসঙ্গে প্রার্থনা করতে পারেন। যারা ৪০ দিনের আরাধনার মধ্য দিয়ে গেছে এমন দুজনার দলে বইটি পড়ার জন্য পরামর্শ দেওয়া যাচ্ছে, আর এর পর পুরো মণ্ডলী মিলে সপ্তাহে

একবার আলোচনা, অভিজ্ঞতা সহভাগ ও একসঙ্গে প্রার্থনা করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। (১২ নং পয়েন্ট দেখুন)।

১১) মিশন শাব্বাথ– যেহেতু পবিত্র আত্মাময় একটি জীবন আমাদের মিশনারী করে তোলে, তাই একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্থায়ীভাবে মিশন শাব্বাথ গঠন করার ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। এটা আমাদের অগ্রদূতদের মূল উপাদান ছিল। আমাদের পিতৃপুরুষেরা প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহে মিশন শাব্বাথ হিসেবে পালন করতেন। একজন অভিষিক্ত ব্যক্তি অথবা একটি ছোট দল প্রার্থনাপূর্ণ প্রস্তুতির জন্য ও কাজ পরিচালনার জন্য দায়িত্ব পালন করতেন। এটি যদি উপর্যুক্ত সম্ভবনার বেশ কয়েকটির সঙ্গে সমন্বিত করে করা হত তাহলে এটি বিশ্রামবারকে গঠনমূলক ও সুখি সময় হিসেবে গড়ে তুলত। এছাড়া এই কার্যক্রম মিশনারি হওয়ার মনোভাবকে জাগিয়ে তোলে।

১২) ৪০ দিনের ধারণা পাঠ করা ও আলোচনা করা– এই ধারণাটি ফোর্টি ডেজ বইয়ের **১**ম, ২য়, ও ৩য় খণ্ডের "ভূমিকা ও পর্যালোচনা" অংশে তুলে ধরা হয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে মণ্ডলীর চার্চ বোর্ড, মিশন বোর্ড বা কনফারেন্স বোর্ডেও আলোচনা হতে পারে। বিষয়টি পুরোহিতদের সভা, প্রাচীনদের সভা, মিশন মিটিং ও যুবক-যুবতিদের সভা, শিক্ষাসফর, জেলা পর্যায়ের সভা, ও মিশন স্কুলগুলোতেও আলোচিত হতে পারে। এই ধারণাটি নিচের বিষয়গুলোতে সাহায্য করবে:

* পবিত্র আত্মার মাধ্যমে যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে আরও আন্তরিক সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে।
* প্রার্থনার জীবনকে আরও শক্তিমন্ত করবে (একাকী, যুগল হিসেবে, বা দলীয়ভাবে)।
* আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক আরও গভীর করতে সাহায্য করবে।
* পবিত্র আত্মার উপর ৪০ দিনের আরাধনা সভার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জীবনকে শক্তিমন্ত করতে সাহায্য করবে।
* যারা হারিয়ে গেছে বা যাদের কাছে এখনও পৌঁছানো সম্ভব হয়নি তাদের কাছে পৌঁছতে সাহায্য করবে।

* প্রচার কাজ, যত্ন নেওয়া দল অথবা বাইবেল অধ্যয়নে সহায়তা করবে।

আধ্যাত্মিক তিনটি ধাপে এগুলো অর্জিত হয়েছেঃ

- দলীয়ভাবে বা দুজন দুজন করে ৪০ দিনের আরাধনার মাধ্যমে ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি অর্জন।
  (আলোচ্য প্রশ্নমালা বা পবিত্র আত্মার জন্য প্রার্থনার বিষয়বস্তু নিয়ে প্রতিদিন আলোচনার মাধ্যমে)।
- পবিত্র আত্মায় পূর্ণ মধ্যস্থতার কাজ এবং প্রত্যেক ব্যক্তির বিধর্মী পাঁচ জন ব্যক্তির কাছে প্রচার বা মণ্ডলীর দুর্বল সভ্য-সভ্যাদের সঙ্গে যোগাযোগ।
- প্রচারধর্মী কার্যক্রম (উপস্থাপনা/ সেমিনার, প্রচারধর্মী যত্ন নেওয়া দল, বাইবেল অধ্যয়ন, ছোট বা ব্যাপক আকারে স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মশালা, সৃষ্টির বিবরণ বা ভাববাণীর বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনার কর্মশালা)।

৪০ দিনের ধারণাকে "মণ্ডলীর নির্দেশিকা" হিসেবেও আখ্যা দেওয়া হয়, আপনি যদি: 40 Day-instruction.pdf. এই ওয়েবসাইটে ক্লিক করেন তাহলে বইটি পাবেন। ফলপ্রসু ৪০ দিনের অভিজ্ঞতার জন্য প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপই বইটিতে রয়েছে। নির্দেশিত আধ্যাত্মিক উপায় হল পরিকল্পিত ধারাবাহিক প্রচার সভার জন্য সর্বোত্তম প্রস্তুতি নেওয়া। এভাবে, মণ্ডলীর নেতৃবৃন্দ ও সভ্য-সভ্যারা ব্যক্তিগতভাবে আধ্যাত্মিক দিক থেকে প্রস্তুতি নিতে পারে। মধ্যস্ততার মাধ্যমে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির বিধর্মী পাঁচজন লোকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কোন এলাকা ধারাবাহিক প্রচার সভা পরিচালনার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে। প্রচারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে। www.spiritbaptism.org এই ঠিকানায় যোগাযোগ করলে ডেনিস স্মিথের ৪০ দিনের বইটি পাওয়া যাবে।

১৩) মণ্ডলীর সভ্য-সভ্যাদের মাঝে ৪০ দিনের প্রার্থনার কার্যক্রমের উপর **তথ্যবহুল** একটি কাগজ বিতরণ করুন। এছাড়া, আপনার মণ্ডলীতে ৪০ দিনের ধারাবাহিক প্রচার সভা শুরুর তারিখ জানিয়ে লোকদের আমন্ত্রণ জানান।

১৪) মণ্ডলী, কনফারেন্স ইউনিয়নের বুলেটিন বোর্ডে, সাময়িক পত্রে, মণ্ডলীর ওয়েবসাইটে, একইভাবে মণ্ডলীর পত্রিকা বা মণ্ডলীর বিভিন্ন বিভাগের পত্রিকায় এ বিষয়ক **উপযুক্ত লেখা বা প্রবন্ধ ছাপান**।

১৫) **জরিপঃ** পবিত্র আত্মা বিষয়ক একটি উপস্থাপনার পর কাগজে কলমে সংক্ষিপ্ত জরিপ করা যেতে পারে:

- যদি কোনো ব্যক্তি প্রতিদিন বা মাঝে মধ্যেই পবিত্র আত্মার জন্য প্রার্থনা করে তাহলে তারা কাগজে নির্দিষ্ট একটি চিহ্ন বসাতে পারে।

-যদি কোনো ব্যক্তি বাইবেলীয় প্রতিজ্ঞার উপর ভিত্তি করে পবিত্র আত্মার জন্য প্রার্থনা করে তাহলে তারা কাগজে নির্দিষ্ট একটি চিহ্ন বসাতে পারে।

ঐ অঞ্চলের বর্তমান অবস্থান কি তা জানার জন্য এটা খুব ভালো উপায়।

এই কাজের জন্য প্রার্থনাশীল প্রস্তুতি এবং কার্যক্রম চলার সময় প্রার্থনা অপরিহার্য। মণ্ডলীর নির্দিষ্ট ব্যক্তিকেই সব সময় প্রার্থনা করতে বলা অপ্রয়োজনীয়, এই কার্যক্রমের প্রয়োগ ও ফলাফলের জন্য চলমান প্রার্থনার দল, এমনকি পুরো মণ্ডলী নির্দিষ্ট অনুরোধ নিয়ে প্রার্থনা করতে পারে।

উদ্দীপনার তথ্যবহুল পত্রিকা বা পুস্তিকা বিতরণ করবেন?

লক্ষ্যঃ

একজন ভাই একদা বলেছিলেন: "এই বার্তা বিশ্বজুড়ে প্রত্যেক অ্যাড্ভেন্টিস্ট পরিবারে ছড়িয়ে দেওয়া উচিৎ। আমি আমার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করব।" আর সত্যিই তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে তার দায়িত্ব পালন করেছিলেন। একজন বোন লিখেছেন: "এই পুস্তিকাটি প্রধান

প্রধান সব ভাষায় অনুবাদ করা উচিৎ, অথবা জনপ্রিয় ভাষাগুলোতে অনুবাদ করা উচিৎ। তার নিজের কনফারেন্সে এবং নিজ জেলাতে তিনি এই বইয়ের বিষয়বস্তু নিয়ে প্রচার করছেন। এছাড়া, ঈশ্বরের পরিচালনায় তিনি হাজার হাজার বই প্রতিবেশি দেশগুলোতে নিয়ে গেছেন যেন যারা আগে কখনও খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস গ্রহণ করে নি তারা খ্রীষ্টকে জানতে পারে।

উন্নয়ন ও আর্থিক যোগানঃ

ঈশ্বরের আশীর্বাদে স্টেপস টু পারসোনাল রিভাইভাল বইটি বিশ্বজুড়ে প্রতিটি অ্যাড্ভেন্টিস্ট পরিবারে বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে তাদের নিজস্ব ভাষায় ছড়িয়ে দেওয়া হবে। পুরোহিতদের সহায়তায় অনেকগুলো কনফারেন্স ও ইউনিয়ন ইতোমধ্যে তাদের নিজ নিজ এলাকার পরিবারগুলোতে বিনামূল্যে বইটি বিতরণ করেছেন। সুইজারল্যান্ডের সুইস-জার্মান কনফারেন্স, অস্ট্রিয়ার অস্ট্রিয়ান ইউনিয়ন কনফারেন্স এবং জার্মানির ব্যাডেন উইটেনবার্গ কনফারেন্স এ ক্ষেত্রে প্রথিকৃত। ঈশ্বরের সুনির্দিষ্ট পরিচালনায় এই প্রকল্পটি ছড়িয়ে পড়েছে। ঈশ্বরের প্রভাবে এবং তাঁর অনুগ্রহের মাধ্যমে ২০১৭ সালেই বইটির ছয় লক্ষ কপি বিতরণ করা হয়েছে। আমরা আপনাদের প্রার্থনার অনুরোধ জানাচ্ছি, যেন ঈশ্বর অবিরত আমাদের পরিচালনা দেন এবং প্রকল্পটির ভবিষ্যৎ কার্যকলাপের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও আনুসাঙ্গিক সব কিছু যুগিয়ে দেন। সাধারণত আমরা যে সব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা ভালো সেই সব কনফারেন্স বা ইউনিয়নের কাছে অর্থ চাই যেন তারা মুদ্রণ ব্যয়ের অর্ধেক বহন করে। অন্যদের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে মিশন ক্ষেত্রগুলোর জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমরা নিজেরাই অর্থায়ন করি। কিন্তু যা-ই হোক না কেন পাঠক শেষ পর্যন্ত বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যেই বইটি পেয়ে থাকেন।

একটি চমৎকার ব্যক্তিগত শর্ত

আমাদের প্রত্যাশা আমরা যেন অন্যদের কাছে পৌঁছতে পারি। সহভাগ করার জন্য একটি চমৎকার কাজ হল এই বার্তার মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে আশীর্বাদযুক্ত হওয়া, প্রতিদিন পবিত্র আত্মা লাভের মাধ্যমে

হৃদয় মাঝে খ্রীষ্টের বসবাস। অনুগ্রহ করে "সর্বযুগের বাসনা" বইয়ের ৬৭৬ পৃষ্ঠার যীশুর মহামূল্যবান পরামর্শ পড়ুন। এখানে যোহন ১৫:৪ পদের উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে: *"আমাতে থাক, আর আমি তোমাদের মধ্যে থাকি"* পড়ুন। এটি দুটো অর্থ প্রকাশ করে:

ক) অবিরত পবিত্র আত্মা লাভ করা
খ) তাঁর সেবায় সম্পূর্ণ সমর্পিত জীবন যাপন করা।

যীশু কেন এই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন? "এই সকল কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি যেন আমার আনন্দ (যীশুর আনন্দ হল পবিত্র আত্মার ফল, গালাতীয় ৫:২২) তোমাদের মধ্যে থাকে এবং তোমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়" (যোহন ১৫:১১)।

বিতরণের সম্ভাব্যতা

প্রার্থনা:

নির্দিষ্ট সংখ্যত লোকদের মাঝে সুসমাচার প্রচার করার জন্য মধ্যস্থতাকারী প্রার্থনার মাধ্যমে প্রস্তুতি নিতে হবে। ঈলেন জি. হোয়াইট তার ইভেনজিলিজম বইয়ের ৩৪১ পৃষ্ঠায় বলেছেন, "প্রচুর প্রার্থনার মাধ্যমে আপনি অবশ্যই আত্মায় লাভের জন্য শ্রম দেবেন, কারণ এটাই একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে আপনি অন্যদের হৃদয়ে পৌঁছাতে পারবেন।"

পত্রিকা বিতরণ:

গ্রাহকদের সঙ্গে আপনার অনুভুতি ও অভিজ্ঞতা সহভাগের মাধ্যমে আপনি পত্রিকা বিতরণ করতে পারেন। এরা হতে পারে আপনার বন্ধু, মণ্ডলীতে গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা নেতৃবৃন্দ, কনফারেন্স ও ইউনিয়ন, প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, মিশন প্রকল্প, এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের লোকবৃন্দ। অন্য একটি চমৎকার সুযোগ হল প্রতিষ্ঠানের অনুমতি নিয়ে যে কোনো সম্মেলনের সময় বুথ দেওয়া বা গণহারে বিতরণের ব্যবস্থা করা। মনে রাখবেন প্রত্যেক

অ্যাড্ভেন্টিস্ট পরিবার যেন বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে একটি বই পায়। পত্রিকা ই- মেইলের মাধ্যমে গ্রহন বা ব্যক্তিগত ভাবেও পেতে পারেন।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিতরণ

সাম্প্রতিককালে কিছু প্রকাশ বা বিতরন করার বিশেষ মাধ্যম হল ইন্টারনেট। বার্তা পাঠানো হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া এবং সেখান থেকে পাঠানো হয়েছে মিজোরাম, ইন্ডিয়া। এটা ব্রাজিল হয়ে পাকিস্থানে পৌঁছিয়েছে। আপনি এই সাইটে পড়তে পারেন www.schritte-zur-personlichen-erweekung.info. আপনি সহজেই প্রিন্ট করতে পারেন এবং অন্যের নিকট পাঠাতে পারেন অনেক ভাষায়। আপনি অন্যকে সচেতন করতে পারেন যে এই বার্তা ইংরেজীতে এই সাইটে পাওয়া যায় www.steps-to-personal-revival.info. ২০১৬ সালের মধ্যে ঈশ্বরের সাহায্যে এবং নিবেদিত পৃষ্ঠপোষকদের সাহায্যে এই বার্তা ২০টি ভাষায় এবং পরিবর্তীতে আরো ৮টি ভাষায় পৌঁছানের কথা ছিল। ঈশ্বরের আর্শিবাদে ইহা চলেছে এবং চলবে।

ই-বইয়ের মাধ্যমে বিতরণ

‘epub’এবং ‘mobi’ ফরম্যাটে ওয়েবসাইটে একটা বিনামূল্যে ওয়েবসাইট পাওয়া যায়। আপনি ১ পাউন্ড এ্যামাজোনের মধ্য দিয়ে e-book ক্রয় করতে পারেন।

সামাজিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিতরণ

প্রচার এবং সেমিনারের মাধ্যমে বিতরণ

অনেক পুরোহিত ও স্বাধীন প্রচারকদের এক বা একাধিক ধর্মোপদেশের মাধ্যমে মণ্ডলীতে এই বার্তা সহভাগ করার অপূর্ব সুযোগ রয়েছে। আপনি নিজের অধ্যয়নলব্দ জ্ঞানের মাধ্যমেও অথবা এই পুস্তিকা থেকে প্রাপ্ত

তথ্যসামগ্রি ব্যবহার করে এই বার্তা প্রচার করতে পারেন। "মণ্ডলীর উপাসকেরা একবার যে বার্তা শুনেছে বা পড়েছে তেমন কোনো বিষয় নিয়ে আমি কোনো দিনই প্রচার করিনি। শিক্ষামূলক গবেষণার মাধ্যমে আজ আমি জানি যে, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা অন্ততপক্ষে ৬-১০ বার শোনা বা পড়া অত্যাবশ্যক।" (ভ্রাতা হেলমুট হাউবিলের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপদেশ)। এখন আমি যেহেতু বিষয়টা জানি তাই লোকেরা যে বিষয়ে জানে বা আগে পড়েছে এমন কোনো বিষয় নিয়েও প্রচার করতে আমার কোনো সমস্যা নেই। আপনি যদি চান আপনি নির্দেশ করতে পারেন যে, আপনি মূল বিষয়টি ব্যবহার করছেন এবং পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃতি নিয়েছেন।

আপনি যদি প্রচার না করেন তাহলে আপনি অন্যদের এই বিষয় নিয়ে প্রচার করার জন্য অনুরোধ জানাতে পারেন।

"স্টেপস টু পারসোনাল রিভাইভাল" বইয়ের বিশেষ বিষয়গুলো নিয়ে বিশ্রামবারে সেমিনার করতে পারেন, যেখানে তিনটি বিষয় অবশ্যই থাকবে:

ধর্মোপদেশ:

আমাদের সমস্যার মূলে কি রয়েছে?

- আধ্যাত্মিক কারণে কি আমাদের সমস্যাগুলো হচ্ছে?
- আমাদের কি পবিত্র আত্মার অভাব রয়েছে?
- আমার আধ্যাত্মিক জীবনকে কিভাবে আমি মূল্যায়ন করি?
  (এগুলো ভূমিকা থেকে এবং একইভাবে ১ম ও ২য় অধ্যায় থেকে মূল চিন্তা)

১) অপরাহ্নের কার্যক্রম:

আমাদের সমস্যাগুলো সমাধানযোগ্য-কিন্তু কিভাবে?

- কিভাবে আমরা সুখী, উন্নত, ও আনন্দপূর্ণ এবং দৃঢ় খ্রীষ্টিয়ান জীবন গড়ে তুলতে পারি?
- আমাদের জীবন কিভাবে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়? গুপ্ত শব্দ হল "প্রতিদিন"
  (এগুলো ৩য় অধ্যায়ের মূল বিষয়বস্তু)।

২) অপরাহ্নবা সন্ধ্যার কার্যক্রম:

ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য মূল বিষয়/কিভাবে এটি বাস্তবসম্মতভাবে প্রয়োগ করতে হবে (ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা লাভের মূল বিষয়)।

- কিভাবে আমার জীবনে বাস্তবসম্মতভাবে ঈশ্বরীয় সমাধান প্রয়োগ করতে পারি ও অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি?
- পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হবার আশ্বাসবাণীর জন্য আমাদের কিভাবে প্রার্থনা করা উচিৎ?
- (এগুলো পঞ্চম অধ্যায়ের মূল বিষয়)।

ব্যক্তিগত সাক্ষ্যবহন

নিচের বিষয়গুলোতে ব্যক্তিগত সাক্ষ্যবহন খুবই গুরুত্বপূর্ণ:

- আমরা পঠিত বিষয় পড়ার মাধ্যমে যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছি সে বিষয়ে ব্যক্তিগত অনুভুতি।
- এই বার্তা আমার জীবনে কি প্রভাব নিয়ে এসেছে।

আপনার আঞ্চলিক ভাষায় তর্জমা করুন

আপনার নিজের ভাষায় যদি এই পুস্তিকাটি অনূদিত না হয়ে থাকে– সম্ভব হলে আপনিও করতে পারেন– তাহলে প্রার্থনা ও ঈশ্বরের আশীর্বাদে এমন একজন লোককে খুঁজে বের করুন যিনি স্বেচ্ছায় এই কাজটি করতে রাজি আছেন এবং যিনি এটি করার জন্য উপযুক্ত। অনুবাদক যদি এই পুস্তিকার বার্তা দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে অনুপ্রাণিত হন তাহলে খুবই ভালো হয়। যেহেতু অনুবাদকেরও এই বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার গভীর আগ্রহ রয়েছে তাই যতদূর সম্ভব অধিকাংশ অনুবাদের কাজ স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে করা হয়েছে। কিন্তু অনেক সময় অনুবাদকদের আয়ের উৎসই অনুবাদ করা। সেই সব অনুবাদকদের "ভ্রাতবৎ' ভাবে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছে। আপনি যদি বইটি অনুবাদের জন্য স্বেচ্ছায় হেলমুট হাউবেইলের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে থাকেন তাহলে আন্তরিকভাবে

কৃতজ্ঞতা জানাই। বইটি যেন প্রতিটি ভাষায় একই রকম হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য তার কিছু মূল্যবান পরামর্শ রয়েছে।

শেষাংশের চিন্তাসমূহ

পবিত্র আত্মার সহায়তায় আমাদের জীবনে প্রতিটি পরিস্থিতিতে আমরা একজন চমৎকার নেতা পেয়েছি এবং তাঁর মহিমার প্রতাপে শক্তিমন্ত হয়েছি।

এভাবেই আমাদের চরিত্রও পরিবর্তিত হতে পারে এবং আমরা ঈশ্বরের কাজের ক্ষেত্রে মহামূল্যবান হাতিয়ার হতে পারি।প্রতিদিন আমাদের আত্মসমর্পণ ও বাপ্তিস্মের মাধ্যমে পবিত্র আত্মা আমাদের জীবনের প্রকৃত উৎসের দিকে পরিচালিত করেন।

বিশ্বের ইতিহাসের মহান সময়ের জন্য প্রভু আমাদের প্রস্তুত করতে চান। তিনি চান আমরা যেন তাঁর আগমনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে প্রস্তুত হই এবং পবিত্র আত্মার আশীর্বাদে সুসমাচারের কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য আমরা একসঙ্গে কাজ করি। সঙ্কটময় সময়েও তিনি আমাদের বিজয়ী হবার জন্য পরিচালতি করতে চান।

ঈশ্বর আপনাদের ব্যক্তিগত উদ্দীপনা দান করুন এবং প্রতিদিন আত্মসমর্পণের মাধ্যমে সংস্কার করুন এবং পবিত্র আত্মায় প্রতিদিনের বাপ্তিস্ম দান করুন।

বাইবেলের একটি পদের মাধ্যমে এবং উদ্দীপনার জন্য প্রার্থনার মাধ্যমে শেষ করতে চাই:

"আমার প্রজারা, যাহাদের উপরে আমার নাম কীর্তিত হইয়াছে, তাহারা যদি নম্র হইয়া প্রার্থনা করেও আমার মুখের অন্বেষণ করে, এবং আপনাদের কুপথ হইতে ফিরে, তবে আমি স্বর্গ হইতে তাহা শুনিব, তাহাদের পাপ ক্ষমা করিব ও তাহাদের দেশ আরোগ্য করিব" (২ বংশাবলী ৭:১৪)।

প্রার্থনা: *স্বর্গীয় পিতা, আমাদের মধ্যে নম্রতা দান কর (মীখা ৬:৮)। প্রার্থনা করার ও তোমার মুখমণ্ডল দেখার প্রচণ্ড বাসনা আমাদের অন্তরে দান কর। মন্দ হতে ফেরার জন্য আমাদের মধ্যে বাসনা সৃষ্টি কর ও সাহায্য কর। অনুগ্রহ করে তোমার উত্তর শোনার পূর্বশতগুলো পূরণে আমাদের সাহায্য কর এবং তোমার প্রতিজ্ঞার ফল হিসেবে তোমার উত্তর শুনতে দেও। আমাদের পাপ সকল ক্ষমা কর এবং আমাদের নাতিশীতোষ্ণ ভাব ও অধার্মিকতা দূর কর। আমাদের আশীর্বাদ কর যেন প্রতিদিন যীশুর কাছে নিজেকে সঁপে দিতে পারি এবং বিশ্বাসে পবিত্র আত্মা লাভ করতে পারি। আমেন।*

"প্রার্থনার উত্তর হিসেবে জাগরণ আশা করা প্রয়োজন।" পঞ্চাশত্তমীর দিনে যেমন পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম গ্রহণ যেমন প্রকৃত ধর্মের উদ্দীপনার দিকে এবং অসংখ্য অসাধারণ কাজের দিকে পরিচালনা দিয়েছিল একইভাবে আমাদের মধ্যেও প্রয়োজন।

পরিশিষ্ট

৪০ দিনের নির্দেশাবলী গ্রন্থ

৪০ দিনের নির্দেশাবলী গ্রন্থাবলীর অধীনে ডেনিস স্মিথের ফোর্টি ডেস বুক বইটি ওয়েবসাই থেকে ব্যবহার করে www.SpiritBaptism.org ৪০ দিনের প্রার্থনার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আপনি প্রয়োজনীয় উপকরণ পেতে পারেন।

পবিত্র আত্মার সঙ্গে বসবাসের নতুন অভিজ্ঞতা

আমাদের প্রভু যীশু বলেছেন, "কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে তোমরা শক্তিপ্রাপ্ত হইবে; আর তোমরা আমার সাক্ষী হইবে," প্রেরিত ১:৮।

একটি বিশেষ অনুরোধঃ আপনার ব্যক্তিগত জীবনে যখন পবিত্র আত্মায় বসবাসের অভিজ্ঞতা লাভ করবেন অথবা এ বিষয়ে সাক্ষ্য বহন করবেন কেবল তখনই প্রকৃতপক্ষে প্রশংসা করবেন যে, আপনি যদি ছোট একটি প্রতিবেদন হেলমুট হাউবেইলের কাছে পাঠাতে পারতেন, যেন তিনি বিষয়টি মিশনব্রিফে (মিশনারি কাজের প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য জার্মানির স্বল্প পরিসরের একটি পত্রিকা) সহভাগ করতে পারেন। প্রতিবেদনের পর আপনার উদ্যোগের বিষয় অথবা আপনার পূর্ণ নাম এবং আপনি যে মণ্ডলীতে উপাসনা করে তার বিস্তারিত সহভাগ করতে চান তাহলে দয়া করে আমাদের জানাবেন। দয়া করে মনে রাখবেন, আপনার অভিজ্ঞতা অন্যদের পবিত্র আত্মায় পথ চলতে অথবা পবিত্র আত্মায় পথ চলা শুরু করতে শক্তিমন্ত করবে।

অতিরিক্ত অধ্যয়নের জন্য পরামর্শ

একটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ: এই পুস্তিকাটি পড়ুন, যদি সম্ভব হয় ছয় দিনের প্রতিদিনই পড়ুন। একটি শিক্ষা গবেষণায় দেখা গেছে যে, আমাদের জীবনের জন্য এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধির জন্য ছয় থেকে দশ বার বইটি পড়া বা শোনা উচিৎ। একবার চেষ্টা করেই দেখুন না। ফলাফল আপনাকে মুগ্ধ করবে।

একজন শিক্ষক চেষ্টা করেছেন: "এই পুস্তিকার অনুপ্রেরণার বাক্যগুলো আমাকে মুগ্ধ করেছে: অন্ততপক্ষে একবার চেষ্টা করুন। ফলাফল আপনাকে মুগ্ধ করবে।' আমি এই অভিজ্ঞতা লাভ করতে চেয়েছিলাম এবং তৃতীয়বার পড়ার পরই এটি আমাকে আঁকড়ে ধরেছে এবং আমি ত্রাণকর্তার জন্য গভীর প্রেম উপলব্ধি করতে পেরেছি, যে প্রেমের জন্য আমি সারা জীবন প্রলুব্ধ ছিলাম। দুই মাসের মধ্যে পুস্তিকাটি আমি ৬ বার পড়েছি আর ফলাফল ছিল অসাধারণ। এটা এমন ছিল যে, যীশু যখন আমাদের কাছে আসেন এবং আমরা যখন তাঁর বিশুদ্ধ, দয়ালু ও প্রেমময় চোখের দিকে তাকাই তখন বিষয়টা কেমন হয় তা যদি আমি বোঝাতে পারতাম। তখন থেকেই আমি ত্রাণকর্তার এই আনন্দ ছাড়া এক কদমও চলতে চাই নি।"

অনেকের কাছ থেকে পবিত্র আত্মায় নতুন জীবন নিয়ে আমি অনেক কৃতজ্ঞতার বার্তা ও ইতিবাচক সাক্ষ্য পেয়েছি। তাদের প্রায় সবাই পুস্তিকাটির পাঠক, যারা স্বেচ্ছায় বইটি অসংখ্যবার পড়েছেন।

এই বিষয়ভিত্তিক বই

- ফোর্টি ডেজ (বই ১) প্রেয়ার অ্যান্ড ডিভোশনস টু প্রিপেয়ার ফর দ্যা সেকেন্ড কামিং
- ফোর্টি ডেজ (বই ২) প্রেয়ার অ্যান্ড ডিভোশনস টু রিভাইভ ইয়োর এক্সপিরিয়েন্স উইথ গড।
- ফোর্টি ডেজ (বই ৩) গডস হেলথ প্রিন্সিপাল ফল হিজ লাস্ট ডেজ পিপল।

- ফোর্টি ডেজ (বই ৪) প্রেয়ার অ্যান্ড ডিভোশনস অন আর্থস ফাইনাল ইভেন্টস। ডেনিস স্মিথ, রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ২০০৯-২০১৩।
- ইফ মাই পিপল প্রে– এন ইলেভেন্থ-আওয়ার কল টু প্রেয়ার অ্যান্ড রিভাইভাল, রেন্ডি ম্যাক্সওয়েল, পেসিফিক প্রেস ১৯৯৫।
- রিভাইভ আস এগেইন, মার্ক এ ফিনলে, পেসিফিক প্রেস, ২০১০।
- হাউ টু বি ফিলড উইথ হোলি স্প্রিরিট অ্যান্ড নো ইট, জেরিফ এফ. উইলিয়ামস, রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড, ১৯৯১।
- দ্যা রেডিক্যাল প্রেয়ার, ডেরিক জে. মোরিস, রিভিউ অ্যান্ড হেরাল্ড ২০০৮।

প্রিয় পাঠক,

বর্তমানে আমি ক্যালিফোর্নিয়ার দুটো মণ্ডলীর পুরোহিত হিসেবে কাজ করছি। আমি প্রথমে পা. ডুইট নেলসনের মাধ্যমে তাঁর সাপ্তাহিক প্রচারের মাধ্যমে আপনার বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হই। এটি প্রথমে সম্পূর্ণভাবে আমাকে প্রভাবিত করেছে। আমি এর আগেও পবিত্র আত্মার বিষয়ে শুনেছি, কিন্তু আমি স্বীকার করছি যে, তখন আমি এ বিষয়ে ততটা গুরুত্ব দেইনি। আমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি, কিছু কারণে ঈশ্বর বর্তমান সময়কে মনোনীত করেছেন যেন পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আরও অনেক বেশি লোকের কাছে পৌঁছানো যায়। আর আমি খুবই আনন্দিত যে, আপনাদের প্রচেষ্টায় আমি এটি পেরেছি।

এটি বিষয়ে আমি আপনাদের কাছে সাক্ষ্য দিতে চাই। প্রথম অধ্যায়ে আমরা খুব সাধারণভাবে প্রতিটি শক্তিশালি সত্য তুলে ধরেছি, যেগুলো আমাদের মনকে থামাতে ও পুনচিন্তা করতে প্রভাবিত করে। আর বইটি বারবার পড়ার পদ্ধতি খুবই কার্যকর। যাদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি, তারা সবাই এই বইটি নিয়ে, পবিত্র আত্মার বিষয়ে আলোচনা করেছে ও প্রচার করেছে, এবং বিষয়টি তাদের কাছে দিন দিন আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এটা এমন যে আমরা যেন এই বিষয়ে প্রথমবার শুনছি। আমার নিজের ক্ষেত্রেও এমনটা হয়েছে। ১ম অধ্যায় পড়ার পর এ বিষয়ে তিন বার প্রচার করার আগে আমি পরবর্তী অধ্যায় পড়তে পারি নি। আমি জানি না কিভাবে আপনাদের কাছে আরও স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে বলতে পারব কিন্তু আমি যেন বইটি পড়া থামাতেই পারছিলাম না, আর এর ফল আমার মণ্ডলী উপলব্ধি করতে পারছিলেন। এই বার্তা আমি নিরবিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে দিয়েছি এবং বিগত দুই বছর ধরে আমার মণ্ডলী লক্ষণীয় বৃদ্ধির ফল দেখতে পাচ্ছে। সব প্রশংসা ঈশ্বরের, পবিত্র আত্মাই আমাদের সভ্য-সভ্যাদের শক্তিমন্ত করেছেন। এই নতুন বছরে আরও নতুন নতুন সভ্য-সভ্যার আগমনের অপেক্ষোয় আছি! জানুয়ারি ২০১৮।

এন্ড্রুজ ইউনিভার্সিটির পাইওনিয়র মেমোরিয়াল চার্চ এর পরিচালক পাস্টর ডুইট নেলসন বলেছেন, এই ছোট পুস্তিকাটি *(স্টেপস টু পারসোনাল*

রিভাইভাল) আমার মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। আমি চাই আপনার জীবনেও একই রকম পরিবর্তন আসুক।

তিনি একটি ধারাবাহিক সভায় এ বিষয়ক তিনটি ধর্মোপদেশের মাধ্যমে প্রচার করেছেন।

"Ground Zero and the New Reformation: How to be baptized with the Holy Spirit?"

তিনি '*স্টেপস টু পারসোনাল রিভাইভাল*' বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং বইটি পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন। আর এর ফলে ৪০০০এর বেশিবার ডাউনলোড হয়েছে এছাড়া আরও কয়েক হাজার বই কেনার অনুরোধ এসেছে। তার বক্তৃতার তথ্যসূত্র এবং তার ব্লগ পেতে www.pmchurch.tv/sermons (Sep. 2nd, Sep. 9th, Sep. 23rd) ঠিকানায় খুঁজে দেখতে পারেন।